কথাসরিৎসাগর

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়
প্রণীত

ইউ, রায় এণ্ড সন্স্
১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৪র্থ সংস্করণ
পৌষ, ১৩৩৮

Publisher—
SUDHABINDU BISWAS, M. Sc.
117-1, Bowbazar Street,
Calcutta.

Printed by
Naziral Haque
at U. RAY & SONS PRESS
117-1, Bowbazar Street,
Calcutta.

নিবেদন

কথাসরিৎসাগরের মূল গল্পটি এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার অবান্তর গল্পগুলিও ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপরিচিতা শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংশোধন করিয়া দিয়াছেন; সেজন্য তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। পুস্তকের মুদ্রণ-ব্যাপারে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যাবিষ্টার শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় যদি সাহায্য না করিতেন, তবে আজ ইহা পাঠক পাঠিকা-গণের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সমর্থ হইতাম না। এজন্য তাঁহার নিকট চির-কৃতজ্ঞ রহিলাম।

কলিকাতা,
কার্ত্তিক, ১৩২৭

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

সূচনা

সেকালে একদিন কৈলাশ পর্ব্বতে বসিয়া মহাদেব পার্ব্বতীকে বিদ্যাধরের গল্প বলিয়াছিলেন। গল্প আরম্ভের পূর্ব্বে নন্দীকে দরজায় প্রহরী রাখিয়া বলিয়া দিলেন—"দেবীকে আমি গল্প বলিব, এখন ভিতরে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিও না।" এই বলিয়া মহাদেব গল্প আরম্ভ করিলেন, নন্দী ঘরের দরজায় প্রহরী রহিল। ক্ষণকাল পরে, মহাদেবের গণগণের প্রধান 'পুষ্পদন্ত' আসিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে চাহিলে, নন্দী নিষেধ করিয়া বলিল—"ঠাকুর এখন দেবীকে গল্প শুনাইতেছেন, ভিতরে যাইতে দিব না।" এ কথায় পুষ্পদন্তের কৌতূহল ত হইবার কথাই, সে মন্ত্র বলে অদৃশ্য হইয়া, নন্দীকে ফাঁকি দিয়া, ভিতরে প্রবেশ করিল। মহাদেব ক্রমে সাতটি বিদ্যাধরের গল্প দেবীকে শুনাইলেন। লুকাইয়া থাকিয়া পুষ্পদন্তও সে সকল গল্প শুনিল। সে অতি আশ্চর্য্য কথা; বাড়ীতে গিয়া পুষ্পদন্ত তাহার স্ত্রী জয়াকে সে গল্প না বলিয়া থাকিতে পারিল না। তাহা শুনিয়া জয়া ভাবিল—"এমন অদ্ভুত গল্প দেবী পার্ব্বতীকে না বলিলে কি হয়?" জয়ার মুখে গল্প শুনিয়া দেবী অবাক্ হইলেন, ভাবিলেন—"কি আশ্চর্য্য!—মহাদেব বলিয়াছিলেন—এগুলি সম্পূর্ণ নূতন গল্প পৃথিবীতে আর কেহ জানে না।

কিন্তু জয়া কি করিয়া জানিল ? তবে কি শিব আমাকে ফাঁকি দিলেন ?” যাহা হউক, তিনি তখনি মহাদেবকে গিয়া বলিলেন—“তুমি সেদিন পুরাতন গল্প বলিয়া আমাকে ঠকাইয়াছ, আমি জয়ার নিকটেও সে গল্প শুনিয়াছি।” তখন মহাদেব সমস্তই বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—“পুষ্পদন্ত লুকাইয়া সে সব গল্প শুনিয়াছিল আর বাড়ীতে গিয়া জয়াকে বলিয়াছে।” ইহা শুনিয়া দেবীর অত্যন্ত রাগ হইল, তিনি পুষ্পদন্তকে ডাকাইয়া এই বলিয়া শাপ দিলেন—“তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা! শিবের আদেশ অমান্য করিয়া গল্প শুনিয়াছ ? অতএব তুমি পৃথিবীতে মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ কর।”

এই দারুণ শাপ শুনিয়া মহাদেবের অন্য এক গণ ‘মাল্যবান্’ পুষ্পদন্তের হইয়া দেবীকে অনেক স্তুতি মিনতি করিল। তাঁহাতে দেবীর রাগ দূর ত হইলই না অধিকন্তু তিনি মাল্যবানকেও শাপ দিলেন—“তুমিও মানুষ হইয়া জন্ম লও!” তখন পুষ্পদন্ত ও মাল্যবান্ দুই জনে দেবীর পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিলে, দেবীর দয়া হইল। তিনি বলিলেন—“আমার কথা মিথ্যা হইবার নহে, তোমাদিগের মানুষ-জন্ম হইবেই ; তবে কিনা মুক্তির উপায় বলিয়া দিতেছি, শুন—সুপ্রতিক নামে এক যক্ষ কুবেরের শাপে বিন্ধ্যবনে কাণভূতি নামে পিশাচ হইয়া বাস করিতেছে। তাহাকে দেখিলে পুষ্পদন্তের পূর্ব্বকথা মনে পড়িবে এবং তখন কাণভূতিকে এই গল্প শুনাইলে তাহার মুক্তি হইবে। তারপর

কাণভূতির নিকট এই গল্প শুনিয়া, মাল্যবান্ যখন তাহা জগতে প্রচার করিবে, তখনই তাহার মুক্তি ; আর গল্প শেষ হওয়া মাত্রই কাণভূতিরও পিশাচত্ব দূর হইয়া যাইবে।”

এই ঘটনার পর পুষ্পদন্ত কৌশাম্বী নগরে বররুচি (বা কাত্যায়ন) নামে এবং মাল্যবান্ সুপ্রতিষ্ঠিত নগরে গুণাঢ্য নামে জন্মগ্রহণ করিল। কালক্রমে বররুচি মগধের রাজা নন্দের মন্ত্রী হন। একদিন তিনি দেবী বিন্ধ্যবাসিনীকে পূজা করিবার জন্য বিন্ধ্যবনে যান। দেবী তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন—“এই বনে কাণভূতি নামে এক পিশাচ বাস করে, তাহার সহিত সাক্ষাৎ কর।” স্বপ্নে এই আদেশ পাইয়া, বররুচি অনেক অনুসন্ধানের পর পিশাচকে দেখিতে পাইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন—“তোমার এমন দুরবস্থা কেন? পিশাচ হইবার কারণ কি?” পিশাচ বলিল—“আমি কুবেরের অনুচর ছিলাম। স্থূলশিরা নামক এক রাক্ষসের সহিত আমার বন্ধুতা হয়। ইহা জানিতে পারিয়া কুবেরের অত্যন্ত রাগ হইল, তিনি শাপ দিলেন—‘আমার অনুচর যক্ষ হইয়া ছোট লোকের সহিত মিত্রতা করিয়াছ! অতএব, বিন্ধ্যবনে গিয়া পিশাচ হইয়া থাক।’ এই নিদারুণ শাপে আমার বড় দুঃখ হইল এবং কুবেরের পায়ে পড়িয়া অনেক স্তুতি মিনতি করিলে পর তিনি বলিলেন—‘পিশাচ তোমাকে হইতেই হইবে, সে কথা মিথ্যা হইবার নহে। যাহা হউক, শিবের গণ পুষ্পদন্ত পার্ব্বতীর শাপে মানুষ হইয়া তোমার নিকট গেলে, তাহার নিকট মহাকথা শুনিয়া,

পরে সে কথা মাল্যবানকে বলিলে তোমার মুক্তি হইবে'। তখন হইতে পিশাচ হইয়া আমি এখানে বাস করিতেছি।"

পিশাচের বৃত্তান্ত শুনিবামাত্র বররুচির পূর্ব্বকথা মনে পড়িল, তিনি বলিলেন—"আমিই শাপগ্রস্থ সেই পুষ্পদন্ত। শুন তবে গল্প বলিতেছি।" এই বলিয়া বররুচি পিশাচকে সাত লক্ষ শ্লোকের সেই মহাকথা শুনাইলেন। গল্প শেষ হইলে বলিলেন—"আমার গল্প শেষ হইয়াছে, এখন মানুষ দেহ ছাড়িয়া স্বর্গে যাইব। তুমি এখানে অপেক্ষা কর, মাল্যবান্ আসিলে তাহাকে এই মহাকথা শুনাইও—সেও মুক্তি পাইবে আর তোমারও পিশাচত্ব দূর হইবে।" এই বলিয়া, বররুচি গঙ্গার জলে প্রাণবিসর্জ্জন করিয়া পুনরায় পুষ্পদন্ত হইলেন।

এদিকে মাল্যবান্ সুপ্রতিষ্ঠিত নগরের রাজা সাতবাহনের মন্ত্রী হন। কিছুকাল পরে ঘুরিয়া ফিরিয়া একদিন তিনি এই বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইলে, দেবী তাঁহাকে স্বপ্ন দেখাইলেন—"এই বনে কাণভূতি নামে এক পিশাচ আছে, তাহাকে পুষ্পদন্ত এক গল্প বলিয়াছে। সেই গল্প শুনিলে তোমার মুক্তি হইবে"। মাল্যবান্ দেবীর আদেশে কাণভূতির নিকট গিয়া, পিশাচ ভাষায় তাহাকে বলিলেন—"পুষ্পদন্ত তোমাকে যে গল্প বলিয়াছে সেই গল্প শীঘ্র আমাকে বল।"

গুণাঢ্যকে পিশাচ ভাষায় কথা বলিতে শুনিয়া, কাণভূতি অবাক্ হইয়া গেল এবং জিজ্ঞাসা করিল—"মহাশয়! আপনি কে এবং পিশাচ ভাষা কিরূপে শিখিলেন, অনুগ্রহ করিয়া

বলুন।” তখন তিনি বলিলেন—“আমি প্রতিষ্ঠান নগরের রাজা সাতবাহনের মন্ত্রী গুণাঢ্য। সাতবাহন ক্ষমতাশালী রাজা হইলেও তিনি মূর্খ ছিলেন—সংস্কৃত জানিতেন না। একদিন তিনি রাণীর সহিত পুকুরের জলে নামিয়া খেলা করিতে করিতে তাঁহার শরীরে জল ছিটাইয়া দিলে, রাণী বলিলেন—‘মোদকৈঃ পরিতাড়য়’ (জল ছিটাইয়া দিও না)। এ কথায় রাজা কতগুলি মোদক (লাড়ু) আনাইলেন দেখিয়া, রাণী হাসিতে হাসিতে বলিলেন—‘মহারাজ! সন্ধি জান না? মা উদকৈঃ—মোদকৈঃ, এই সহজ সন্ধিটা বুঝিতে না পারিয়া মোদক আনাইয়াছ? তুমিত বড় মূর্খ।’ রাণীর কথায় রাজা নিতান্ত দুঃখিত ও লজ্জিত হইলেন এবং তখনই বাড়ীতে আসিয়া অন্তঃপুরে শুইবার ঘরে আশ্রয় লইলেন—কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করেন না, কথাবার্ত্তা বলেন না।

এই সংবাদ পাইয়া আমি ও অপর মন্ত্রী সর্ব্ববর্ম্মা রাজার নিকট গেলাম। তাঁহাকে কত প্রশ্ন করিলাম, কত স্তুতি মিনতি করিলাম কিন্তু তিনি একেবারে নীরব রহিলেন। তখন চতুর সর্ব্ববর্ম্মা বলিলেন—‘মহারাজ! কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছি, আপনার মুখে সরস্বতী প্রবেশ করিয়াছেন।’ এই কথা শুনিবামাত্র রাজা কথা কহিলেন, বলিলেন—‘আমাকে বিদ্যাশিক্ষা করিতেই হইবে, কত দিনে সংস্কৃত শিখিতে পারিব?’ আমি বলিলাম—‘সকল শাস্ত্রের মূল ব্যাকরণ, তাহা শিখিতে বার বৎসর লাগে কিন্তু আমি আপনাকে ছয়

বৎসরে শিখাইতে পারিব।' এ কথায় সর্ব্ববর্ম্মা বলিলেন—'রাজা সুখী লোক, এত দীর্ঘকাল পরিশ্রম করিতে পারিবেন কেন? আমি ছয় মাসে ব্যাকরণ শিখাইব।' সর্ব্ববর্ম্মার এই অহঙ্কার শুনিয়া আমার বড় রাগ হইল, বলিলাম—'তুমি যদি ছয় মাসে শিখাইতে পার, তবে আমি মানুষের চলিত সংস্কৃত, প্রাকৃত আর দেব ভাষা, তিনটাই ছাড়িয়া দিব, সর্ব্ববর্ম্মাও প্রতিজ্ঞা করিলেন—'যদি না পারি, তবে তোমার পায়ের জুতা জোড়া বার বৎসর মাথায় করিয়া রাখিব।'

এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সর্ব্ববর্ম্মা বনে গিয়া, কার্ত্তিকের তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তাহার কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া কার্ত্তিক তাঁহাকে দেখা দিয়া—'সিদ্ধো বর্ণসমাম্নায়ঃ' এই সূত্র উচ্চারণ করিয়া বলিলেন—'আমি তোমাকে নূতন এক ব্যাকরণের সূত্র বলিলাম, ইহার নাম হইবে কলাপ (অথবা কাতন্ত্র)। ইহার সাহায্যে তুমি সাতবাহন রাজাকে ছয় মাসে ব্যাকরণ শিখাইতে পারিবে।' এইরূপে কার্ত্তিকের বরে সর্ব্ববর্ম্মা সত্য সত্যই ছয় মাসে সাতবাহনকে সংস্কৃত শিখাইলেন। তখন আমাকে চলিত তিন ভাষা ছাড়িয়া দিয়া, বাধ্য হইয়া মৌনব্রত লইতে হইল এবং দেশ বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

ঘুরিয়া ফিরিয়া ক্রমে বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরে আসিলে, দেবী আমাকে স্বপ্ন দেখাইলেন—'কাণভূতির নিকটে যাও। পুষ্পদন্ত তাহাকে যে মহাকথা বলিয়াছে, সেই কথা তাহার নিকট শুন—তবেই কাণভূতির মুক্তি হইবে। আর সেই কথা

জগতে প্রচার করিলে, তোমার শাপও আর থাকিবে না।' দেবীর আদেশে এখানে আসিয়া দেখিলাম, বহুতর পিশাচ পরস্পর কথাবার্ত্তা বলিতেছে। শুনিয়া শুনিয়া তাহাদিগের ভাষা শিখিলাম এবং সে জন্যই তোমার সঙ্গে কথা বলিতে পারিয়াছি, নতুবা মৌনেই থাকিতে হইত।"

গুণাঢ্যের এই বৃত্তান্ত শুনিয়া, কাণভূতি সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহাকে পিশাচ ভাষায় সেই সাতটি গল্প বলিল। গুণাঢ্য সাত বৎসরে সাত লক্ষ শ্লোকে পূর্ণ গল্পটি লিখিলেন। কথিত আছে, বনের মধ্যে কালি না পাইয়া, তাঁহাকে নিজের শরীরের রক্তে সেই পুস্তক লিখিতে হইয়াছিল। যাহা হউক, লেখা শেষ হইবামাত্র কাণভূতির মুক্তি হইল। গুণাঢ্য লিখিত সেই গল্পের নাম—বৃহৎ কথা। এখন, এই বৃহৎকথা জগতে প্রচার না করিলে ত গুণাঢ্যের মুক্তি হইবে না! তখন অনেক চিন্তার পর তিনি স্থির করিলেন, পুস্তকখানি রাজা সাতবাহনের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। তারপর পুস্তকখানি শিষ্যদ্বারা প্রতিষ্ঠান নগরে পাঠাইয়া, রাজাকে অনুরোধ করিলেন, যেন তিনি গল্প গুলি জগতে প্রচার করেন; আর নিজেও নগরের বাহিরে এক কালী মন্দিরে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সাতবাহন পুস্তক গ্রহণ না করিয়া বলিলেন—"সাত লক্ষ নিরস শ্লোকের পুস্তক, পিশাচ ভাষা, তাহাও আবার রক্ত দিয়া লেখা—এ পুস্তক আমি লইব না।"

শিষ্য নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলে গুণাঢ্য নিতান্ত

দুঃখিত হইলেন। তখন করিলেন কি, বনের মধ্যে আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়া, পুস্তকের এক এক খানি পাতা ছিঁড়িয়া বনের পশু পক্ষীদিগকে শুনান আর পাতাটি আগুনে পোড়াইয়া ফেলেন। এইরূপে ছয় লক্ষ শ্লোক পোড়াইলে পর, শিষ্যেরা সপ্তম লক্ষ শ্লোকটি পোড়াইতে দিল না। এই সপ্তম লক্ষ শ্লোকে রাজা নরবাহনদত্তের গল্প বর্ণিত হইয়াছিল।

ইতিমধ্যেই একদিন রাজা সাতবাহনের গুরুতর পীড়া জন্মিল। রাজবৈদ্য আসিয়া বলিল—"শুষ্ক মাংস খাইয়া রাজার অসুখ হইয়াছে।" রাজা তখনই পাচকদিগকে ডাকিয়া তিরস্কার করিলে, তাহারা বলিল—"মহারাজ! ব্যাধেরা আপনার আহারের জন্য আজকাল যে মাংস যোগাইতেছে, তাহা সমস্তই এরূপ শুষ্ক, ইহাতে আমাদের কোন অপরাধ নাই।" ব্যাধগণকে ডাকিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা বলিল—"দোহাই মহারাজ! আমাদের কোন দোষ নাই। বিন্ধ্যবনে কোথা হইতে এক ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন, তিনি প্রতিদিন বনের পশু পক্ষীদিগকে ডাকিয়া অতি অদ্ভুত গল্প বলেন আর তাহারা আহার নিদ্রা ছাড়িয়া তাহা শুনে; এবং সে জন্যই তাহাদিগের শরীর না খাইয়া শুকাইয়া গিয়াছে।"

এই আশ্চর্য্য কথা শুনিয়া, রাজা তখনই ব্যাধদিগের সহিত বনে গেলেন এবং ব্রাহ্মণকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন, যে, তিনি তাঁহারই নিরুদ্দেশ মন্ত্রী গুণাঢ্য। এতদিন পরে প্রিয় মন্ত্রীকে পাইয়া তাঁহার আহ্লাদের সীমা রহিল না। তিনি

তাঁহাকে এই অদ্ভুত ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে গুণাঢ্য তাঁহার শাপ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত কথা বর্ণন করিলেন। শুনিয়া রাজার মনে বড় দুঃখ হইল, তিনি বিনয় করিয়া বলিলেন—"গুণাঢ্য ! আমার অপরাধ হইয়াছে, পুস্তকখানি আমাকে দাও।" গুণাঢ্য বলিলেন—"মহারাজ ! ছয় লক্ষ শ্লোক পোড়াইয়া শেষ করিয়াছি। এক লক্ষ শ্লোক বাকি আছে—তাহাই নিন্। আমার শিষ্যেরা পিশাচ ভাষা বুঝাইয়া দিবে।" এই বলিয়া তিনি যোগবলে তখনই শাপ হইতে মুক্ত হইলেন।

গুণাঢ্যের মুক্তির পর রাজা সাতবাহন, তাঁহার দুই শিষ্য "গুণদেব" ও "নন্দীদেবের" সাহায্যে, বৃহৎকথার বাকি লক্ষ শ্লোক জগতে প্রচার করিলেন। বৃহৎকথার আর উদ্দেশ পাওয়া যায় না। তাহার সারাংশ লইয়া সোমদেব ভট্ট যে পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহারই নাম "কথাসরিৎসাগর।"

কথাসরিৎসাগর

প্রথম পরিচ্ছেদ

সুপ্রসিদ্ধ বৎস দেশের রাজা ছিলেন শতানীক। তাঁহার রাজধানী ছিল কৌশাম্বী নগরে। অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যু তাঁহার পুত্র পরিক্ষিৎ ; পরিক্ষিতের পুত্র জন্মেজয় আর জন্মেজয়ের পুত্র ছিলেন শতানীক। শতানীকের রাণী বিষ্ণুমতীর কোন সন্তান ছিল না। একদিন রাজা মৃগয়ায় গেলে পর, বনে শাণ্ডিল্য মুনির সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। কথায় বার্ত্তায় মুনি ঠাকুর জানিতে পারিলেন, সন্তান নাই বলিয়া রাজার মনে বড় কষ্ট। এই ঘটনার কিছু দিন পর, একদিন শাণ্ডিল্য মুনি কৌশাম্বী আসিয়া রাণী বিষ্ণুমতীকে মন্ত্রপূত চরু (যজ্ঞের পায়স) খাইতে দিলেন। যথা সময়ে রাণীর একটি পুত্র জন্মিল, তাহার নাম রাখা হইল সহস্রাণীক। পুত্র বড় হইলে, রাজা শতানীক তাঁহাকে যুবরাজ করিলেন।

এই সময়ে দেবাসুর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দেবরাজ ইন্দ্র শতানীকের সাহায্য চাহিয়া তাঁহার নিকট মাতলিকে পাঠাইলেন। সারথি মাতলি ইন্দ্রের রথে কৌশাম্বী আসিয়া, রাজা শতানীককে ইন্দ্রের সংবাদ জানাইলে পর, তিনি তাঁহার মন্ত্রী যোগন্ধর ও সেনাপতি সুপ্রতীকের উপর পুত্র ও রাজ্যের ভার দিয়া, মাতলির সহিত ইন্দ্রপুরীতে গেলেন। তারপর

দেবাসুর যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়া, তিনি কত যে অসুর বধ করিলেন তাহার সীমা সংখ্যা নাই! শুধু তাহাই নহে, অসুররাজ যমদংষ্ট্রও তাঁহার হস্তেই নিহত হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, রাজা শতানীকও অবশেষে সেই যুদ্ধেই পতিত হইলেন। এই দারুণ সংবাদ কৌশাম্বী পৌঁছিলে পর, সকলের দুঃখের সীমা রহিল না। যাহা হউক, রাজার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া মন্ত্রিগণ যুবরাজ সহস্রাণীককে সিংহাসনে বসাইলেন।

এদিকে অসুরদিগকে জয় করিয়া, দেবরাজ ইন্দ্র অমরাবতীতে এক মহোৎসবের আয়োজন করিলেন। উৎসবের নিমন্ত্রণ পত্র লইয়া, ইন্দ্রের আদেশে, মাতলি পুনরায় কৌশাম্বী গেল। নিমন্ত্রণ পাইয়া সহস্রাণীক মাতলির সহিত ইন্দ্রপুরীতে আসিয়া দেখিলেন—নন্দন কাননে দেবতাগণ আমোদ আহ্লাদ করিতেছেন, সুন্দরী অপ্সরাগণ নৃত্য করিতেছে। অপ্সরাগণকে দেখিয়া সহস্রাণীকের মনে বিবাহের চিন্তা হইলে, তিনি অন্যমনস্কভাবে উৎসব দেখিতে লাগিলেন! তাঁহার এইরূপ চিন্তার ভাব দেবরাজের চক্ষু এড়াইতে পারিল না, এবং কারণ বুঝিতে পারিয়া তিনি বলিলেন—"বৎস! চিন্তা করিও না। তোমার উপযুক্ত পত্নী দেবতারা পূর্ব্বেই ঠিক করিয়াছেন এবং সে পৃথিবীতে জন্মিয়াছে। সেই বৃত্তান্ত বলিতেছি শুন:—

"বহুকাল পূর্ব্বে একদিন আমি ব্রহ্মার নিকট গিয়াছিলাম; বিধূম নামে একজন বসুও আমার সঙ্গে ছিল। সেই সময় অপ্সরা অলম্বুষাও ব্রহ্মার নিকট আসে। ঐ বসু ও অপ্সরা, দেখা

হইবামাত্র উভয়ে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইল। ব্রহ্মা বিরক্ত হইয়া আমার দিকে চাহিলেন; আমিও তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া, তখনই তাহাদিগকে শাপ দিলাম—'তোমরা স্বামীস্ত্রীরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কর।' সেই বসুই তুমি, আর অযোধ্যার রাজা কৃতবর্ম্মার কন্যা মৃগাবতী সেই অপ্সরা—এই মৃগাবতীর সহিত তোমার বিবাহ হইবে। সুতরাং বিবাহের জন্য চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই!" এই বলিয়া ইন্দ্র সম্মানের সহিত তাঁহাকে বিদায় করিলেন। ইন্দ্রের আদেশে মাতলি রাজা সহস্রাণীককে কৌশাম্বী লইয়া চলিল!

সহস্রাণীক যাত্রা করিবেন, এমন সময় অপ্সরা তিলোত্তমা বলিল—"মহারাজ! আপনার সহিত আমার একটু প্রয়োজন আছে—কিছুকাল অপেক্ষা করুণ।" সহস্রাণীক তখন মৃগাবতীর চিন্তা করিতেছিলেন—সুতরাং তিলোত্তমার কথা না শুনিয়াই চলিলেন। তখন ক্রুদ্ধ হইয়া তিলোত্তমা তাঁহাকে শাপ দিল—"যাহার চিন্তায় তুমি আমার কথা অগ্রাহ্য করিলে, তাহার সহিত চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত তোমার ছাড়াছাড়ি হইবে।" এই শাপ শুধু মাতলি শুনিতে পাইল কিন্তু অন্যমনস্ক থাকার দরুণ সহস্রাণীক ইহা শুনিতে পাইলেন না!

কৌশাম্বী ফিরিয়া আসিলে পর, সহস্রাণীক মন্ত্রীদিগের নিকট মৃগাবতীর বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। অবিলম্বে অযোধ্যায় দূত পাঠাইয়া কৃতবর্ম্মার নিকট এই বিবাহের প্রস্তাব করা হইল। কৃতবর্ম্মা তাঁহার রাণী কলাবতীকে এই প্রস্তাবের বিষয় জানাইলে,

তিনি বলিলেন—“মহারাজ! কিছুদিন পূর্ব্বে আমি এইরূপ স্বপ্নও দেখিয়াছি, সুতরাং সহস্রাণীকের সঙ্গে মৃগাবতীর বিবাহ দিন্।” ইহার পর, যথা সময়ে রাজা সহস্রাণীকের সহিত রাজকুমারী মৃগাবতীর বিবাহ হইয়া গেল।

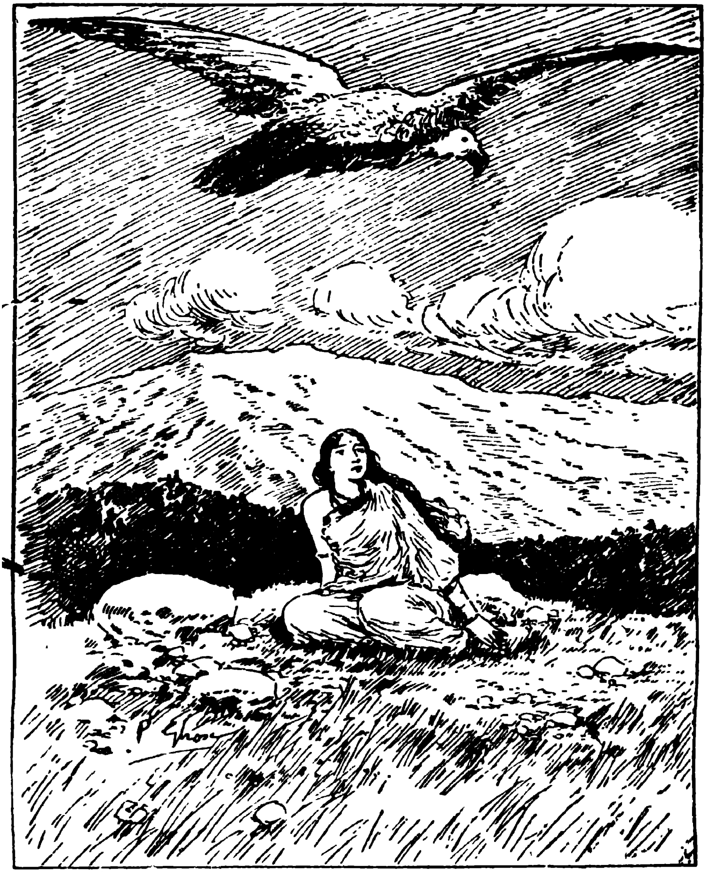
ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে মন্ত্রী যোগন্ধরের পুত্র জন্মিল—যৌগন্ধরায়ণ, সেনাপতি সুপ্রতিকের পুত্র রুমণ্বত আর রাজ-বিদূষকের পুত্র জন্মিল—বসন্তক। কালক্রমে রাণী মৃগাবতী গর্ভবতী হইলে পর, একদিন তিনি রাজাকে বলিলেন—“মহারাজ! আমার স্নানের জন্য একটি রক্তবর্ণ জলের পুকুর করিয়া দিন্।” রাজার আদেশে পুকুর প্রস্তুত হইতে বিলম্ব হইল না, লাল রং মিশাইয়া তাহার জলও রক্তবর্ণ করা হইল। তারপর একদিন রাণী এই পুকুরে স্নান করিতে ছিলেন, রং লাগিয়া তাঁহার শরীর ও পোষাক লাল হইয়াছিল। এমন সময় গরুড় জাতীয় প্রকাণ্ড এক পক্ষী তাঁহাকে দেখিয়া মনে করিল—রক্তমাখান বড় এক খণ্ড মাংস জলে ভাসিতেছে, আর তখনই ছোঁ মারিয়া তাঁহাকে লইয়া শূন্যে পলায়ন করিল। এই সংবাদ পাইয়া রাজা সহস্রাণীক মনের দুঃখে জ্ঞান হারাইলেন।

ইন্দ্রের সারথি মাতলি দৈববলে এই ঘটনা জানিতে পারিয়া, কৌশাম্বীতে নামিয়া আসিল। তারপর সহস্রাণীক জ্ঞানলাভ করিয়া যখন তাহার নিকট তিলোত্তমার শাপের কথা শুনিলেন, তখন তিনি অনেকটা শান্ত হইলেন বৈ কি! যাহা

হউক, মাতলি তাঁহাকে নানা রকমে সান্ত্বনা দিয়া চলিয়া গেলে পর মন্ত্রীরাও অনেক বুঝাইলেন। তখন এই বলিয়া তিনি মনকে প্রবোধ দিলেন—"কোন রকমে এই চৌদ্দ বৎসর কাটিয়া গেলেই, পুনরায় মৃগাবতীকে পাইব।"

এদিকে সেই পক্ষী রাণীকে লইয়া শূন্যে চলিয়া গেল! তারপর ক্রমে যখন বুঝিতে পারিল যে, মাংস মনে করিয়া সে জীবন্ত মানুষ আনিয়াছে, তখন তাহার হইল ভয়! ততক্ষণে সে উদয়গিরির উপরে আসিয়াছে আর তখনই রাণীকে উদয়গিরিতে রাখিয়া সে প্রস্থান করিল! তখন ভয়ে ও শোকে অস্থির হইয়া মৃগাবতী দেখিলেন, দুষ্ট পক্ষী তাঁহাকে এক জনশূন্য পর্ব্বতে রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে। মনের দুঃখে তিনি কাঁদিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ ভীষণ এক অজগর সাপ তাঁহাকে গিলিতে আসিল। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ, তখনই কোথা হইতে দেবতার মত এক বীরপুরুষ আসিয়া, সাপটাকে বধ করিয়াই আবার চলিয়া গেলেন। ইহার পর রাণী ভাবিলেন—আত্মহত্যা করিবেন। তাহার সুযোগও উপস্থিত হইল। হঠাৎ এক ভয়ঙ্কর বন্য হাতী আসিয়া উপস্থিত! কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, হাতী তাঁহার কোন অনিষ্ট করিল না!

হাতী চলিয়া গেলে পর মৃগাবতী স্বামীর কথা মনে করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে ঠিক সেই সময়ে এক ঋষিকুমার, ফল মূল সংগ্রহ করিবার জন্য বনে আসিয়াছিল। কান্না শুনিয়া সে সন্ধান করিতে করিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত!



দুষ্ট পক্ষী মৃগাবতীকে জনশূন্য পর্ব্বতে
রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে।

তখন রাণীর বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহাকে সে জমদগ্নি মুনির আশ্রমে লইয়া গেল। সেখানে মুনিঠাকুরকে দেখিবামাত্র রাণী তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন। দয়ালু সর্ব্বজ্ঞ ঋষি তাঁহাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিলেন—"মা! তুমি আমার আশ্রমে থাক, তোমার যত্নের ক্রটি হইবে না। এখানেই তোমার পুত্র জন্মিবে এবং তোমার স্বামীর সহিতও মিলন হইবে। অতএব তুমি আর কাঁদিও না।"

মৃগাবতী জমদগ্নির আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। যথা সময়ে তাঁহার পরম সুন্দর এক পুত্র জন্মিল। সেই সঙ্গে দৈবাবাণী হইল—"বৎসে! তোমার এই পুত্র 'উদয়ন' ভবিষ্যতে অতি প্রসিদ্ধ ক্ষমতাশালী রাজা হইবে। আর তাহার পুত্র হইবে বিদ্যাধরদিগের সম্রাট্।" এই দৈববাণী শুনিয়া রাণী সমস্ত কষ্ট ভুলিয়া গেলেন, তাঁহার সুখের সীমা রহিল না।

আশ্রমে থাকিয়া বালক উদয়ন দিন দিন বড় হইতে লাগিল জমদগ্নি ঋষি তাহাকে সমস্ত শাস্ত্র ও যুদ্ধবিদ্যা শিখাইলেন। মৃগাবতী তাঁহার হাত হইতে সহস্রাণীকের নাম লেখা বালা খুলিয়া, পুত্রের হাতে পরাইয়া দিলেন। ইহার পর একদিন উদয়ন হরিণের সন্ধানে বনে বনে ঘুরিয়া এক স্থানে দেখিলেন, এক ব্যক্তি একটা সাপ ধরিয়াছে। তখন তিনি বলিলেন—"সাপটাকে কেন বাঁধিয়াছ? ছাড়িয়া দাও।" সাপুড়িয়া বলিল—"আমি নিতান্ত গরীব, সাপ নাচাইয়া যাহা পাই, তাহাতে অতি কষ্টে দিন চলে। ইহাকে ছাড়িয়া দিলে আমার

উপায় কি হইবে?" একথা শুনিয়া দয়ালু উদয়ন তাহাকে মায়ের দেওয়া বালাটি খুলিয়া দিয়া, সাপটাকে মুক্ত করিলেন—সাপুড়িয়া বালা পাইয়া সন্তুষ্ট মনে চলিয়া গেল। তখন সেই কৃতজ্ঞ সাপ, তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিল—"আমি বাসুকির দাদা 'বাসুনেমি'। তুমি আমাকে বাঁচাইয়াছ, সেজন্য আমার বরে তুমি এমন অদ্ভুত মালা গাঁথিতে পারিবে যে, তাহা কোন দিন শুকাইবে না। আর এই সুন্দর বীণাটিও তোমাকে দিলাম।" এই বলিয়া একটি বীণা দিয়া বাসুনেমি চলিয়া গেল, উদয়নও আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

এদিকে সেই সাপুড়িয়া বালাটি বিক্রয় করিবার জন্য বাজারে গেলে পর, তাহার হাতে রাজার নাম লেখা মূল্যবান বালা দেখিয়া, একজন শান্তিরক্ষক তাহাকে রাজার নিকট ধরিয়া লইয়া গেল। রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই বালা তুমি কোথায় পাইলে?" সাপুড়িয়া অদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বর্ণন করিলে, সেটাকে রাণীর বালা বলিয়া চিনিতে পারিয়া, রাজার মনে সন্দেহ হইল। এই সময়ে হঠাৎ দৈববাণী শুনিলেন—"মহারাজ! আজ হইতে তোমার শাপ দূর হইল। তোমার স্ত্রী মৃগাবতী, পুত্রের সহিত জমদগ্নি মুনির আশ্রমে বাস করিতেছে।"

পরদিন প্রাতঃকালে সহস্রাণীক জমদগ্নির আশ্রমে রওয়ানা হইলেন, সাপুড়িয়া পথ দেখাইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল। সেখানে পৌঁছিলে পর, জমদগ্নি ঋষি তাঁহার যত্নের ত্রুটি করিলেন

না। রাজা সহস্রাণীক মুনিঠাকুরের চরণ বন্দনা করিয়া, পত্নী ও পুত্রের সহিত কৌশাম্বীতে ফিরিয়া আসিলেন। রাজধানীতে ফিরিয়াই মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন—"অবিলম্বে উদয়নকে যুবরাজ করিবার আয়োজন কর।" দেখিতে দেখিতে অভিষেকের উৎসব শেষ হইয়া গেল, উদয়ন যুবরাজ হইলেন। সহস্রাণীক পুত্রের মন্ত্রী ও বন্ধুরূপে যৌগন্ধরায়ণ, রুমণ্বত ও গোপালককে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি এবং দৈববাণী হইল—"এই সকল মন্ত্রিগণের সাহায্যে রাজকুমার সমগ্র পৃথিবীর সম্রাট্ হইবে।" কালক্রমে সহস্রাণীক পুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া, রাণী মৃগাবতী ও মন্ত্রিগণের সহিত তপস্যার জন্য হিমালয় পর্ব্বতে চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উদয়ন কৌশাম্বীর সিংহাসনে বসিয়া রাজত্ব আরম্ভ করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ক্রমে তিনি যৌগন্ধরায়ণ প্রভৃতি মন্ত্রিগণের উপর রাজ্যভার দিয়া, আমোদ প্রমোদে মত্ত হইলেন। প্রায়ই শিকারে বাহির হন; রাতদিন বীণা বাজান। ভয়ঙ্কর বন্য হাতীকে বীণার মিষ্ট স্বরে ভুলাইয়া, বাঁধিয়া আনেন—এই সব হইল উদয়নের অতি প্রিয় কাজ। যাহা হউক, এত আমোদ প্রমোদের মধ্যেও তাঁহার মনে এক

দুশ্চিন্তা ছিল। তিনি ভাবিতেন—"আমার পত্নী হইবার উপযুক্ত সুন্দর ও উচ্চ বংশের কন্যা পাওয়া যায় না। এক আছে উজ্জয়িনীর রাজকুমারী বাসবদত্তা। কিন্তু তাহাকেই বা কিরূপে পাইব ?" এই সকল কথা ভাবিলেই তাঁহার মন খারাপ হইত।

এদিকে উজ্জয়িনীর রাজা চণ্ডমহাসেনও ভাবিতেন—"বাসবদত্তার স্বামী হইতে পারে, এমন লোক পৃথিবীতে এক মাত্র উদয়ন আছে, কিন্তু তাহার সহিত আমার শত্রুতা। তবে কিরূপে তাহাকে জামাতা করিব ? যাহা হউক, একটি উপায় আছে। শুনিয়াছি, উদয়ন বড় শিকার-প্রিয় ; বনে একাকী ঘুরিয়া বেড়ায় আর হাতী ধরে। এদিকে সঙ্গীতেও নাকি তাহার বেশ নিপুণতা আছে। কৌশল করিয়া তাহাকে কোন রকমে রাজবাড়ীতে আনিয়া, যদি বাসবদত্তার গানের শিক্ষক করিয়া দিতে পারি, তবে রাজকুমারীকে দেখিয়া নিশ্চয়ই সে মুগ্ধ হইবে। তখন সে আমার জামাতা না হইয়া যাইবে কোথায় ? আর তবেই আমাদিগের শত্রুতাও আর থাকিবে না।"

এইরূপ চিন্তার পর চণ্ডমহাসেন ভগবতী মন্দিরে পূজা দিলেন। তখন দৈববাণী হইল—"মহারাজ ! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।" তারপর রাজা বাড়ীতে আসিয়া মন্ত্রী বুদ্ধদত্তের সহিত পরামর্শ করিয়া, দূত দ্বারা উদয়নকে বলিয়া পাঠাইলেন—"আমার কন্যা বাসবদত্তা আপনার নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিতে চায়। অনুগ্রহ করিয়া আপনি এখানে আসিয়া তাহাকে শিক্ষা দিলে, বাধিত হইব।"

দূতমুখে এই সংবাদ শুনিয়া উদয়নের রাগ হইল; তিনি মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণকে ডাকিয়া সমস্ত কথা বলিলে পর, মন্ত্রী বলিলেন—"মহারাজ! আপনি যে শুধু বীণা বাজাইয়া এবং শিকার করিয়া সময় নষ্ট করেন, সে কথা জগতের লোকে জানিতে পারিয়াছে—তাহারই এই ফল! চণ্ডমহাসেনের উদ্দেশ্য ভাল নয়; কন্যার নাম করিয়া, আপনাকে লইয়া গিয়া বন্দী করাই তাঁহার ইচ্ছা।"

মন্ত্রীর কথায় উদয়নের ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি দূতদ্বারা চণ্ডমহাসেনকে উত্তর দিলেন—"আপনার কন্যা আমার ছাত্রী হইতে ইচ্ছা করিলে, তাঁহাকে এখানে পাঠাইয়া দিন্।" এই উত্তর পাঠাইয়াই তিনি মন্ত্রীকে বলিলেন—"যুদ্ধ করিয়া আমি চণ্ডমহাসেনকে বাঁধিয়া আনিব।" যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন, "সেটা কি ঠিক হইবে মহারাজ? আর আপনি তাঁহাকে বাঁধিয়া আনিতে পারিবেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তাঁহার অসীম ক্ষমতা, তাঁহাকে জয় করা সহজ নয়। তাহার একটি কারণও আছে—দুর্গার বরে তিনি একখানি তলোয়ার পাইয়াছেন, সেটি হাতে থাকিলে কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না এবং তখন তিনি শত্রুর অজেয়। ইহা ছাড়া, তাঁহার নড়াগিরি নামে একটা হাতী আছে, সেটা যেন দ্বিতীয় ঐরাবত। সেটা যুদ্ধে আসিলে আর রক্ষা থাকিবে না। আর যুদ্ধেরই বা আবশ্যক কি? তিনি ত আপনাকে কন্যা দান করিতে সম্মতই আছেন। তবে কিনা লোকটা একটু অহঙ্কারী, সেজন্যই নিজে

আগ্রহ করিয়া কিছু করিতে চান না। কিন্তু মহারাজ! এসব সত্ত্বেও বাসবদত্তাকে আপনি বিবাহ না করিলে চলিবে না।”

এদিকে রাজা উদয়নের দূত উজ্জয়িনী গিয়া চণ্ডমহাসেনকে তাহার প্রভুর উত্তর শুনাইল। তাহা শুনিয়া চণ্ডমহাসেন ভাবিলেন—“দেখিতেছি বৎসের গর্ব্বিত রাজা কিছুতেই এখানে আসিবেন না। আর রাজকুমারীকে যদি সেখানে পাঠাই, তবে লোকে নিন্দা করিবে। অতএব কৌশলে উদয়নকে বন্দী করিয়া এখানে আনিতে হইবে।” এই ভাবিয়া তিনি মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া, দেখিতে ঠিক নড়াগিরির মত একটা কৃত্রিম হাতী তৈয়ার করাইলেন। তারপর সেই হাতীর পেটের মধ্যে কতগুলি যোদ্ধা ভরিয়া, সেটাকে বিন্ধ্যবনে একস্থানে রাখিয়া দেওয়া হইল। তখন উদয়নের চরগণ সেটাকে দূর হইতে দেখিয়া গিয়া, তাঁহাকে বলিল—“মহারাজ! বিন্ধ্যবনে ঠিক নড়াগিরির মত একটা হাতী দেখিয়া আসিয়াছি; সেরূপ সুন্দর ও বড় হাতী পৃথিবীতে আর আছে কি না সন্দেহ।”

এই সংবাদ পাইয়া উদয়ন ভাবিলেন—“এই হাতীটি যদি ধরিতে পারি, তবে চণ্ডমহাসেনের নড়াগিরির জন্য আর ভয় কি? তিনিও তখন নিজেই বাসবদত্তাকে আমার সহিত বিবাহ দিবেন।” এই ভাবিয়া তিনি পরদিন প্রাতঃকালে চরগণের সহিত, মন্ত্রীর বাধা অগ্রাহ্য করিয়া, বিন্ধ্যবনে গেলেন। জ্যোতিষিগণ বলিয়াছিলেন—“রাজা বাসবদত্তাকে পাইবেন বটে কিন্তু তাঁহাকে বন্দী হইতে হইবে।” কিন্তু রাজা সে

কথাও মানিলেন না। যাহা হইক, বনে গিয়া তিনি লোকজন পশ্চাতে রাখিয়া, একাকী চরের সহিত অগ্রসর হইলেন—তাঁহার হাতে সেই বীণাটি ছিল। ক্রমে পর্ব্বতের দক্ষিণ দিকে গেলে পর, চরেরা দূর হইতে তাঁহাকে সেই হাতী দেখাইয়া দিল। রাজা বীণা বাজাইতে বাজাইতে ধীরে ধীরে একাকী অগ্রসর হইলেন। তখন সূর্য্যও অস্ত যাইতেছিলেন, সুতরাং সেটা যে কৃত্রিম হাতী, রাজা তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

হাতীটাও ঠিক যেন কাণ পাতিয়া বীণা শুনিতেছে, এরূপ ভাবে একবার অগ্রসর হয় আবার সরিয়া যায়; এইরূপে ক্রমে রাজাকে বহুদূরে লইয়া গেল। তখন হঠাৎ যোদ্ধাগণ বাহির হইয়াই রাজা উদয়নকে ঘিরিয়া ফেলিল! তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া যেমন সম্মুখের যোদ্ধাগণকে আক্রমণ করিলেন, অমনি পিছন হইতে অন্য কয়জন তাঁহাকে ধরিয়া, চণ্ডমহাসেনের নিকট লইয়া গেল। চণ্ডমহাসেন অত্যন্ত সম্মানের সহিত উদয়নকে অভ্যর্থনা করিয়া প্রাসাদে লইয়া গেলেন। এবং সেই মুহূর্ত্তে বাসবদত্তাকে তাঁহার ছাত্রী করিয়া দিয়া বলিলেন—"রাজন্! দুঃখ করিও না, আমার কন্যাকে সঙ্গীত শিখাও—শেষে ইহার ফল ভালই হইবে।" বাসবদত্তাকে দেখিয়া উদয়নের রাগ চলিয়া গেল এবং তখন হইতে চণ্ডমহাসেনের নাট্যশালায় তিনি রাজকুমারীকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

এদিকে উদয়নের লোকজন কৌশাম্বী ফিরিয়া গিয়া এই দুঃসংবাদ জানাইলে পর, রাজভক্ত প্রজাগণ ক্রোধে জ্বলিয়া

উঠিল—তাহারা তখনই উজ্জয়িনী আক্রমণ করিবার জন্য একেবারে প্রস্তুত! সেনাপতি রুমণ্বত সকলকে বাধা দিয়া বলিলেন—"চণ্ডমহাসেন অসীম ক্ষমতাশালী, তাঁহাকে বলে জয় করা যাইবে না! শুধু তাহাই নহে, উজ্জয়িনী আক্রমণ করিলে আমাদের রাজার বিপদও হইতে পারে। সুতরাং বুদ্ধি করিয়া কার্য্য উদ্ধার করিতে হইবে।" তখন বুদ্ধিমান্, তেজস্বী মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন—"তোমরা সকলে এখানে থাকিয়া সাবধানে নগর রক্ষা কর, আমি শুধু বসন্তককে লইয়া উজ্জয়িনী যাইব—দেখি, বুদ্ধি বলে রাজাকে উদ্ধার করিয়া আনিতে পারি কি না। আমি এমন মন্ত্র জানি যে, তাহার বলে প্রাচীর ভাঙ্গা, বন্দীর শিকল কাটা—সকলই করিতে পারি। আবার ইচ্ছা করিলে মন্ত্রবলে অদৃশ্য হওয়াও মুহূর্ত্তের কাজ।"

সেনাপতি রুমণ্বতকে নগরের প্রহরী রাখিয়া, যৌগন্ধরায়ণ বসন্তকের সহিত যাত্রা করিলেন। বিন্ধ্যবনে প্রবেশ করিয়া রাজা উদয়নের বন্ধু ভীল্লরাজ পুলিন্দককে বলিলেন—"তুমি সৈন্য লইয়া প্রস্তুত থাকিও, এপথে রাজা উদয়ন ফিরিবার সময় তাঁহাকে রক্ষা করিতে হইবে।" এই বলিয়া তিনি বসন্তকের সহিত চলিতে চলিতে, অবশেষে উজ্জয়িনীর মহাকাল শ্মশানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে যোক্তেশ্বর নামে এক ব্রাহ্মণ রাক্ষস থাকিত; তাহার সহিত মন্ত্রীর বন্ধুতা জন্মিয়া গেল। সেই রাক্ষস তাঁহাকে এক আশ্চর্য্য মন্ত্র শিখাইয়া দিলে পর, সেই মন্ত্রবলে যৌগন্ধরায়ণ এমনই অদ্ভুত এক বৃদ্ধ পাগল সাজিলেন

যে, তাঁহাকে চিনিবার আর উপায় রহিল না! তাঁহার পিঠে বড় কুঁজ হইল, সমস্ত শরীরটা হইল কুৎসিত কদাকারের একশেষ! সেই মন্ত্রে তিনি বসন্তকের চেহারাও বিশ্রী করিয়া দিলেন—অস্থি চর্ম্ম সার, শিরাগুলি ফুলিয়া রহিয়াছে, জালার মত পেট আর বড় বড় দাঁতগুলি যেন বাহিরে ঝুলিতেছে।

এইরূপ ছদ্মবেশের পর, যৌগন্ধরায়ণ বসন্তককে রাজবাড়ীর দরজায় পাঠাইয়া দিয়া, ক্ষণকাল পরে নিজেও সেখানে গেলেন। এমন পাগল ত আর সচরাচর দেখা যায় না! তাহার উপর আবার সে যা নাচে আর গান গায়—সমস্ত লোক অবাক্ হইয়া এই পাগলকে দেখিতে লাগিল। ক্রমে এই অদ্ভুত পাগলের কথা অন্তঃপুরে রাণী শুনিতে পাইলেন। এই কথা বাসবদত্তার কাণেও অবিলম্বে পৌছিল। রাজকুমারী পাগলকে নাট্যশালায় আনাইলেন। তখন উদয়নের পায়ে শিকল দেখিয়া পাগলরূপী যৌগন্ধরায়ণের চক্ষে জল আসিল। এবং উদয়নকে সঙ্কেত করিবামাত্র, এই অদ্ভুত ছদ্মবেশ সত্ত্বেও তিনি মন্ত্রীকে চিনিতে পারিলেন। এই সময়ে হঠাৎ যৌগন্ধরায়ণ মন্ত্রবলে শুধু বাসবদত্তা ও তাহার সখীগণের নিকট অদৃশ্য হইলেন। সুতরাং তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন, একা উদয়ন। অন্যেরা মহা বিস্মিত হইয়া বলিল—"আরে, পাগলটা যে হঠাৎ চলিয়া গেল দেখিতেছি!"

রাজা উদয়ন বুঝিতে পারিলেন যে, যৌগন্ধরায়ণ মন্ত্রবলে এরূপ ভাবে অদৃশ্য হইয়াছেন। তখন বুদ্ধি করিয়া বাসবদত্তকে

বলিলেন—"রাজকুমারি! সরস্বতীর পূজা করিব, পূজার আয়োজন আনিয়া দাও।" রাজকুমারী তখনই সখীদিগের সহিত বাহির হইয়া গেলেন। যৌগন্ধরায়ণ আর মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিলেন না; রাজার নিকট আসিয়া তাঁহাকে শিকল ভাঙ্গিবার মন্ত্র ও বাসবদত্তাকে বাধ্য করিবার মন্ত্র শিখাইয়া দিলেন। তারপর, বসন্তকও যে ছদ্মবেশে রাজবাড়ীর দরজায় রহিয়াছে এ সংবাদ দিয়া, তাহাকে ডাকাইয়া ভিতরে আনিবার কথাও বলিতে ভুলিলেন না। আরও বলিলেন—"ক্রমে বাসবদত্তা যখন আপনাকে খুব বিশ্বাস করিবেন, তখন আমি আসিয়া আপনাকে যাহা করিতে বলিব, তাহা নিশ্চয়ই করিতে হইবে। এখন কিছুকাল চুপ করিয়া থাকুন।" এই বলিয়া যৌগন্ধরায়ণ বাহির হইয়া গেলেন।

ক্ষণকাল পরেই পূজার আয়োজন লইয়া বাসবদত্তা আসিলে পর, উদয়ন বলিলেন—"সদর দরজায় একজন ব্রাহ্মণ আছে, পুরোহিতের কাজ করিবার জন্য তাহাকে ডাকিতে হইবে। বসন্তককে ডাকাইয়া নাট্যশালায় আনা হইলে পর, রাজাকে দেখিয়া সে চক্ষের জল রাখিতে পারিল না। "হায় সর্ব্বনাশ! এখন যদি ধরা পড়িয়া যায়?" এই ভয়ে উদয়ন তাড়াতাড়ি বলিলেন—"ঠাকুর, তুমি কাঁদিওনা; আমার কাছে থাক, আমি তোমার শরীরের এই দোষগুলি দূর করিয়া দিব।" তখন বসন্তক বলিল—"মহারাজ! আপনার দয়ার শরীর, সে জন্যই আমার প্রতি এত অনুগ্রহ।" বসন্তকের এরূপ অদ্ভুত শ্রী

দেখিয়া রাজার হাসি পাইল ; তখন বসন্তকও না হাসিয়া আর কি করিয়া থাকে ? আর হাসিলে পর, তাহার কুরূপ এমনই বাড়িয়া উঠিল যে, তাহা দেখিয়া রাজকুমারীও হাসিয়া ফেলিলেন। যাহা হউক, বসন্তককে মোটের উপর রাজকুমারীর মন্দ লাগিল না এবং তাঁহার অনুরোধে সে রাজবাড়ীতেই থাকিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কালক্রমে বাসবদত্তা উদয়নের একান্ত বাধ্য হইয়া পড়িলেন। এখন তিনি পিতার সাক্ষাতেই, তাঁহার পক্ষ হইয়া কথা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না। ইতি মধ্যে যৌগন্ধরায়ণ একদিন পুনরায় অদৃশ্য হইয়া নাট্যশালায় আসিলেন—উদয়ন ও বসন্তক ভিন্ন অন্য কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। বসন্তকের সাক্ষাতে তিনি গোপনে উদয়নকে বলিলেন—"মহারাজ ! চণ্ডমহাসেন ফাঁকি দিয়া আপনাকে বন্দী করিয়াছেন এবং তিনি ভাবিয়াছেন, আপনাকে কন্যা দান করিয়া সম্মানের সহিত মুক্তি দিবেন। কিন্তু আমরা সেটা চাহি না—কাজ উদ্ধার করিব আর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশোধটাও লওয়া চাই। অতএব চলুন, রাজকুমারীকে লইয়া প্রস্থান করা যাউক। তাহা হইলে লোকেও আর বলিতে পারিবেনা যে, আমাদিগের বুদ্ধির ও বলের অভাব আছে। এখন আমার পরামর্শ শুনুন

—বাসবদত্তার একটা হস্তিনী আছে 'ভদ্রাবতী'। নড়াগিরি ভিন্ন অন্য কোন হাতী দৌড়িয়া সেটাকে ধরিতে পারে না। আর নড়াগিরিও এই হস্তিনীকে দেখিলে একেবারে শান্ত হইয়া যায়। এই হস্তিনীর মাহুতকে আমি টাকা দিয়া বাধ্য করিয়াছি, সে তাহাকে রাত্রিতে প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। মহারাজ! আপনি বাসবদত্তার সহিত আজ রাত্রেই সেটাতে চড়িয়া প্রস্থান করিবেন—আর সঙ্গে অস্ত্র লইতে ভুলিবেন না। আমি ইতিমধ্যে ভীল সর্দ্দার পুলিন্দককে গিয়া প্রস্তুত থাকিতে বলি—যে পথে আপনি যাইবেন, সেই পথ পাহারা দিতে হইবে।" এই বলিয়া যৌগন্ধরায়ণ বিদায় লইলেন।

মন্ত্রী চলিয়া গেলে পর, উদয়ন বাসবদত্তাকে সব কথা বলিলেন। তাহাতে তিনি যে শুধু সম্মত হইলেন তাহা নহে, গোপনে হাতীর মাহুতকে ডাকাইয়া তখনই পলায়নের সমস্ত ব্যবস্থাও করিলেন। এদিকে দেবতার কৃপায়, বেলা শেষ হইতে না হইতেই আকাশে মেঘ ডাকিতে আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে চারিদিক্ গভীর অন্ধকার! এই সুযোগে, সন্ধ্যার পরই মাহুতও যে হাতীটিকে সাজাইয়া আনিয়া উপস্থিত করিল, সে কথা বলাই বাহুল্য। তখন উদয়ন করিলেন কি, যৌগন্ধরায়ণ তাঁহাকে যে মন্ত্র শিখাইয়াছিলেন, সেই মন্ত্রবলে পায়ের শিকল কাটিয়া অস্ত্র, বীণা সবই সঙ্গে লইলেন। তারপর বাসবদত্তা, তাঁহার সখী কাঞ্চনমালা ও বসন্তকের সহিত হস্তিনীর পিঠে চড়িবামাত্র সে প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পথ করিয়া বাহির হইল।



হস্তিনী প্রাচীর ভাঙিয়া বাহির হইয়াছে

প্রাচীরের বাহিরে যে সব প্রহরী ছিল, তাহাদিগকে বধ করিয়া উদয়ন যাত্রা করিলেন। ইতিমধ্যে, নগরের চৌকিদার প্রহরীদিগের মৃতদেহ দেখিতে পাইয়া, সেই রাত্রেই চণ্ডমহাসেনকে সংবাদ দিল। চণ্ডমহাসেন অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে, উদয়ন বাসবদত্তাকে লইয়া প্রস্থান করিয়াছেন। তখন দেখিতে দেখিতে নগরে হৈ চৈ পড়িয়া গেল ; রাজকুমার 'পালক' ও 'গোপালক', নড়াগিরি চড়িয়া, তখনই উদয়নের পিছনে তাড়া করিলেন। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, খানিক দূর গিয়াই নড়াগিরি যখন হস্তিনীকে দেখিতে পাইল, তখন তাহার পা যেন আর চলে না! শুধু তাহাই নহে, উদয়নও তখন তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া তীর ছুড়িতে আরম্ভ করিলেন। এরূপ অবস্থায় দুই ভাই ক্ষান্ত না হইয়া আর কি করেন?

রাজা উদয়ন দেখিলেন, পথ পরিষ্কার! তখন পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলেন এবং ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। এইরূপে চলিতে চলিতে, বেলা দুপ্রহরের সময় তাঁহারা বিন্ধ্যবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হস্তিনী ইতি মধ্যে তেষট্টি যোজন পথ চলিয়া আসিয়াছে, সুতরাং তাহার তৃষ্ণা পাইবার ত কথাই। তখন সকলে তাহার পিঠ হইতে নামিলে পর হস্তিনী জলপান করিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই জল দূষিত ছিল এবং তাহা পান করিবামাত্র হস্তিনীর মৃত্যু হইল। ইহাতে উদয়ন ও বাসবদত্তার দুঃখের সীমা রহিল না, তাহারা একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে হঠাৎ শূন্য হইতে কে জানি বলিল

—"মহারাজ! আমি বিদ্যাধরী ছিলাম, শাপগ্রস্ত হইয়া এতদিন হস্তিনীরূপে বাস করিয়াছি। আজ আপনার এই উপকারটুকু করিয়া আমার মুক্তি হইল। ভবিষ্যতে আপনার পুত্রেরও একটি উপকার করিব। আর একটি কথা, আপনার রাণী বাসবদত্তাকে সামান্য মানুষ মনে করিবেন না। ইনি দেবী—কোন কারণে মানুষ হইয়া পৃথিবীতে জন্মিয়াছেন।"

এই শূন্যবাণী শুনিয়া উদয়নের মনে বল ফিরিয়া আসিল। তখন তিনি তাঁহার বন্ধু পুলিন্দকের নিকট বসন্তককে পাঠাইয়া দিলেন। ক্ষণকাল পরে, বসন্তকের সঙ্গে যৌগন্ধরায়ণ ও পুলিন্দক আসিয়া উপস্থিত! পুলিন্দক পরম সমাদরের সহিত রাজা ও রাণীকে তাহার গ্রামে লইয়া গেলে পর, সেখানেই তাঁহারা রাত্রি কাটাইলেন! যৌগন্ধরায়ণ ইতিপূর্ব্বেই সেনাপতি রুমণ্বতকে সংবাদ দেওয়াতে, রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র তিনিও সৈন্য সামন্তের সহিত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহার পর উজ্জয়িনীর সংবাদের অপেক্ষায় সেই বনেই সকলের থাকা স্থির হইল।

তারপর একদিন চণ্ডমহাসেনের এক দূত আসিয়া, রাজাকে নমস্কার করিয়া বলিল—"মহারাজ! চণ্ডমহাসেন বলিয়া পাঠাইয়াছেন—'আপনি বাসবদত্তাকে লইয়া গিয়া ভালই করিয়াছেন। আমিও আপনাকে সেজন্যই আমার প্রাসাদে আনিয়াছিলাম। কিন্তু পাছে আপনি বিরক্ত হন, সেজন্য আপনার বন্দী অবস্থায় আমি আপনাকে কন্যাদান করি নাই।

যাহা হউক, এখন আমি অনুরোধ করিতেছি, আপনি কিছুকাল অপেক্ষা করুন; আমার পুত্র গোপালক শীঘ্রই আপনার রাজধানীতে গিয়া, উপযুক্ত সমারোহের সহিত তাহার ভগ্নীর বিবাহ দিবে'।" দূত মুখে সংবাদ শুনিয়া, রাজা উদয়ন অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং পুলিন্দক ও উজ্জয়িনীর দূতকে বলিলেন—"তোমরা এখানে অপেক্ষা কর; গোপালক আসিলে, তাঁহাকে লইয়া কৌশাম্বী যাইবে।"

পরদিন প্রাতঃকালে উদয়ন বাসবদত্তার সহিত কৌশাম্বী যাত্রা করিলেন। কৌশাম্বীর লোকজন পথের দিকে চাহিয়া ছিল—কখন রাজা আসিবেন। যথাসময়ে তিনি রাজধানী পৌঁছিলে পর, নগরবাসিগণের আনন্দের সীমা রহিল না! কিছুকাল পরে দূত আর পুলিন্দকের সঙ্গে গোপালকও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উদয়ন তাঁহাকে কত যে যত্ন করিলেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ভাইকে দেখিবামাত্র, বাসবদত্তার মনে একদিকে যেমন লজ্জা হইল, অন্যদিকে আহ্লাদও হইল তেমনি। তিনি ভাইকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন, তাঁহার চক্ষে জলের ধারা বহিল। পরদিন শুভলগ্নে, যুবরাজ গোপালক উদয়নের সহিত মহা সমারোহে ভগ্নীর বিবাহ দিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাসবদত্তাকে বিবাহ করিয়া, রাজা উদয়ন ক্রমে তাঁহার একান্ত বশীভূত হইয়া পড়িলেন। দিবারাত্রি অন্তঃপুরেই থাকেন, রাজকার্য্যে একেবারে উদাসীন! বিশাল রাজ্যের ভার মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ ও সেনাপতি রুমণ্বতের স্কন্ধে পড়িল। মন্ত্রীর চিন্তিত হইবার ত কথাই! একদিন তিনি রাত্রিতে সেনাপতিকে তাঁহার বাড়ীতে ডাকিয়া বলিলেন—"বৎসের রাজা উদয়ন পাণ্ডব বংশে জন্মিয়াছেন। সমস্ত পৃথিবীটা এবং হস্তিনাপুর পর্য্যন্ত তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি। দুঃখের বিষয় রাজা সমস্ত ছাড়িয়া দিয়াছেন, তিনি আর দিগ্বিজয়ে বাহির হন না। কাজেই ক্ষুদ্র বৎসদেশটির মধ্যেই শুধু তাঁহার রাজত্ব। কিন্তু আমরা যখন তাঁহার হইয়া রাজ্য শাসন করিতেছি, তখন আমাদের উচিত, যাহাতে সমস্ত পৃথিবীটাই তাঁহার দখলে আসে, সেরূপ ব্যবস্থা করা। বিপক্ষদলের মধ্যে মগধের রাজা প্রদ্যোত একজন প্রধান। তাঁহার রাজ্য আমাদের পশ্চাতে, ইচ্ছা করিলেই তিনি যখন তখন পিছনদিক হইতে আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারেন। সুতরাং, সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার সহিতই বন্ধুতা করা দরকার।

"রাজা প্রদ্যোতের পদ্মাবতী নামে পরম সুন্দরী এক কন্যা আছে। এই কন্যার সহিত আমাদিগের রাজার বিবাহ দিতে পারিলেই, প্রদ্যোত আমাদিগের বন্ধু হইবেন এবং আমরাও এই

বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে পারি। আমি ইতিপূর্ব্বেই মগধের রাজার নিকট এই বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি এ বিবাহে মত দেন নাই, বলিয়াছিলেন—'পদ্মাবতী আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়; বাসবদত্তা জীবিত থাকিতে, আমি কিছুতেই তাহাকে বৎসের রাজার সহিত বিবাহ দিব না। কারণ, রাজা বাসবদত্তার একান্ত বশীভূত।' সুতরাং, এখন কৌশল করিয়া আমাদিগকে এই কার্য্য উদ্ধার করিতে হইবে; আর ইহার একটি উপায়ও আমি স্থির করিয়াছি। উপায়টি এই—বাসবদত্তাকে কোন স্থানে গোপন করিয়া রাখিব। তারপর তাঁহার বাড়ীটিতে আগুন দিয়া, চারিদিকে প্রচার করিয়া দিব যে, তিনি আগুনে পুড়িয়া মারা গিয়াছেন। তখন রাজা প্রদ্যোতকে বন্ধু করা বিষয়ে আর কোন বাধা থাকিবে না। প্রদ্যোত আমাদিগের বন্ধু হইলে আর ভাবনা কি? ক্রমে অন্য রাজাদিগকে বশীভূত করিয়া পৃথিবী জয় করিতে আর কতক্ষণ লাগিবে?" মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের এই প্রস্তাব সেনাপতি রুমণ্বতের পছন্দ হইল না, তিনি বলিলেন—"আপনার কথামত কাজ করিলে মনে হয়, শেষে আমাদিগকে লজ্জা পাইতে হইবে। আর আমার ভয় হয়, এরূপ ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিলে, হয়ত বা আপনার ও আমার সর্ব্বনাশও হইতে পারে।"

সেনাপতির কথা শুনিয়া যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন—"এই উপায় ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে আমরা কৃতকার্য্য হইব না। এবং তাহা না হইলে, আমাদিগের এই ক্ষুদ্র রাজ্যটুকুও যে

একদিন হারাইতে হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আর তুমি যদি মনে করিয়া থাক যে,ইহাতে রাণীর পিতা চণ্ডমহাসেন চটিয়া যাইবেন, তবে সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক—আমি যাহা বলিব চণ্ডমহাসেন তাহাই শুনিবেন।” তখন সেনাপতি রুমণ্বত বলিলেন—“মন্ত্রী মহাশয়! আপনি যখন এ বিষয়ে মন স্থির করিয়াছেন, তখন এক কাজ করা যাউক। রাণীর ভাই গোপালককে এখানে আনাইয়া, পরে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা উচিত মনে হয়, তাহাই করা যাইবে।” এই প্রস্তাবে মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ সম্মত হইলেন।

পরদিন যৌগন্ধরায়ণ, রাজকুমার গোপালকের নিকট দূত পাঠাইলেন। দূত উজ্জয়িনী গিয়া চতুর মন্ত্রীর উপদেশ মত রাজকুমার গোপালককে বলিল—“মন্ত্রী মহাশয় বলিয়া পাঠাইয়াছেন—‘আপনাকে দেখিবার জন্য সকলেই মহা ব্যস্ত হইয়াছেন, আপনি শীঘ্র আসুন।” দূতের নিকট একথা শুনিয়া গোপালক বৎসদেশে যাত্রা করিলেন। সেখানে পৌঁছিলে পর, মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ সেই দিনই রাত্রে সেনাপতির সহিত তাঁহাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গিয়া, সমস্ত বিষয় বর্ণন করিলেন। গোপালক ধীরভাবে সব কথা শুনিয়া ভাবিলেন—“এই ব্যাপারে অবশ্য ভগ্নীর মনে দুঃখ হইবে বটে কিন্তু রাজার মঙ্গলের সহিত তুলনায় সে দুঃখ সামান্য।” এই ভাবিয়া, তিনি মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন সেনাপতি বলিলেন—“মন্ত্রী মহাশয়! অতি উত্তম উপায় স্থির করিয়াছেন,

সত্য। কিন্তু একটা কথা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? রাণীর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়াই যখন রাজাও প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইবেন, তখন তাঁহাকে ক্ষান্ত করিবেন কি করিয়া?”

প্রাচীন মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ অতিশয় বুদ্ধিমান, তিনি কাঁচা কাজ কখনও করেন না। সেনাপতির কথা শুনিয়া বলিলেন—“সেনাপতি! আমি কি আর চারিদিক না ভাবিয়া এই উপায় স্থির করিয়াছি? রাণী গোপালকের আপন ভগ্নী—তাঁহার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়। রাজা যখন দেখিবেন, গোপালক ভগ্নীর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়াও বেশ নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন, তখন তিনি মনে করিবেন—হয়ত রাণী জীবিতই আছেন! সুতরাং তিনিও বেশী কিছু ব্যস্ত হইবেন না। তারপর, পদ্মাবতীর বিবাহ ব্যাপার শীঘ্র শীঘ্র শেষ করিয়া, রাণী বাসবদত্তাকেও আনিয়া উপস্থিত করিব!” ইহার পর যৌগন্ধরায়ণ, গোপালক ও রুমণ্বত তিনজনে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন—“বৎস ও মগধের মধ্যখানে লাবানক রাজ্য—মৃগয়ার উত্তম স্থান। রাজা উদয়ন অতিশয় শিকার প্রিয়, তাঁহাকে শিকারের লোভ দেখাইয়া সেখানে লইয়া যাইব। তারপর একদিন তিনি শিকারে বাহির হইলে, রাণীর মহলে আগুন লাগাইয়া দিয়া, কৌশলে তাঁহাকে মগধরাজকুমারী পদ্মাবতীর নিকটেই লুকাইয়া রাখিব।”

পরদিন তিন জনে প্রাসাদে গেলেন। নানা কথা বার্ত্তার পর, সেনাপতি রুমণ্বত রাজাকে বলিলেন—“মহারাজ! বহুকাল লাবানকে যাওয়া হয় নাই। স্থানটি বড় সুন্দর আর আপনার

শিকারের পক্ষেও অতি উত্তম। সেখানে মাঝে মাঝে না গেলে মগধরাজের ক্ষমতা বাড়িয়া যাইবে। অতএব চলুন লাবানকে যাই; তাহা হইলে আমোদ প্রমোদ এবং স্থানটি দেখা শুনা, উভয় কার্য্যই সিদ্ধ হয়।" আমোদ আহ্লাদটাই রাজা অতিশয় ভাল বাসেন, সুতরাং, সেনাপতির প্রস্তাবে তখনই সম্মত হইলেন।

রাণী বাসবদত্তাকে লইয়া রাজা লাবানকে যাইবেন। উত্তম দিন স্থির হইল, যাত্রার সকলই প্রস্তুত, এমন সময় রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য, মহর্ষি নারদ আসিয়া উপস্থিত। উদয়ন মহা ব্যস্ত হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া পায়ের ধূলা লইলেন। মহর্ষি নারদের হাতে পারিজাত ফুলের মালা ছিল, সেটি রাজার গলায় পরাইয়া দিয়া, তিনি রাণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"মহারাজ! তোমার রাণীকে দেখিয়া আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি! তোমার পূর্ব্বপুরুষ যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চপাণ্ডবের পত্নী দ্রৌপদী যেরূপ সুন্দরী ছিলেন, রাণী বাসবদত্তাও সেইরূপ সুন্দরী। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি, ভবিষ্যতে বাসবদত্তার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া, সেই পুত্র বিদ্যাধরদিগের সম্রাট্ হইবে। তোমার পূর্ব্বপুরুষ পাণ্ডবেরা, সর্ব্বদা আমার উপদেশ মানিয়া চলিতেন —তাঁহারা আমার পরম বন্ধু ছিলেন। সেই বন্ধুতার খাতিরেই আজ আমি তোমার নিকট আসিয়াছি, আর তোমাকেও এই উপদেশ দিতেছি যে—পাণ্ডবেরা যেরূপ আমার কথা মানিতেন,

সেরূপ তুমিও যদি তোমার এই গুণবান্ মন্ত্রীদিগের কথা মানিয়া চল, তবে অতি অল্পকাল মধ্যেই তোমার সৌভাগ্যের সীমা থাকিবে না। তোমার কপালে ক্ষণকালের জন্য দুঃখ আছে বটে কিন্তু এই দুঃখের পরেই তোমার সুখভোগ আরম্ভ হইবে।” এই কথা বলিয়া মহর্ষি নারদ অন্তর্হিত হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যথাসময়ে উদয়ন রাণী বাসবদত্তার সহিত লাবানকে পৌঁছিলেন। মগধের রাজা ভয় পাইয়া ভাবিলেন—“রাজা উদয়ন এত সৈন্যসামন্ত লইয়া হঠাৎ লাবানকে আসিলেন কেন, তবে কি আমার রাজ্য আক্রমণ করিবেন?” এই ভাবিয়া চতুর রাজা, তাড়াতাড়ি যৌগন্ধরায়ণের নিকট দূত পাঠাইয়া, তাঁহার শুভ ইচ্ছা জানাইলেন—যৌগন্ধরায়ণও দূতের আদর যত্নের ত্রুটি করিলেন না। এদিকে উদয়ন প্রতিদিন মৃগয়ায় বাহির হইয়া, বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। একদিন তিনি এইরূপ শিকারে গেলে পর যৌগন্ধরায়ণ ও গোপালক, যাহা যাহা করিবেন সমস্ত ঠিক করিয়া, রুমণ্বত ও বসন্তকের সহিত গোপনে রাণীর নিকট গেলেন। তাঁহাদিগের চক্রান্ত মত কাজ করিতে রাণীকে অনুরোধ করা হইল। গোপালক পূর্ব্বেই ভগ্নীকে সব কথা য়াছিলেন। রাজার সহিত ছাড়াছাড়ি হইলে অবশ্য তাঁহার মনে নিতান্তই কষ্ট হইবে, কিন্তু তবু, শুধু রাজার উপকার হইবে

ভাবিয়াই রাণী এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন যৌগন্ধরায়ণ তাঁহাকে একটা মন্ত্র শিখাইয়া দিলেন। সেই মন্ত্রবলে মন্ত্রীর উপদেশে, রাণী সাজিলেন এক ব্রাহ্মণী; আবার ইচ্ছামত বেশ বদ্‌লাইতেও পারিবেন। তারপর মন্ত্রী মহাশয় বসন্তককে করিলেন একচক্ষু ব্রাহ্মণকুমার, আর নিজে সাজিলেন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বেশ ধরিয়া যৌগন্ধরায়ণ, রাণী ও বসন্তকের সহিত ধীরে ধীরে মগধরাজ্যে যাত্রা করিলেন।

তাঁহারা চলিয়া গেলে পর, রুমণ্বত রাণীর গৃহে আগুন দিলেন। আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলে, সেনাপতি চীৎকার করিয়া বলিলেন—"হায়! হায়! সর্ব্বনাশ হইল, রাণী ও বসন্তক আগুনে পুড়িয়া মারা গেলেন!" চীৎকার শুনিয়া সকলেই আসিল বটে কিন্তু আর উপায় নাই! দুঃখ ও হায় হায় করা ভিন্ন আর কিছু করিবার রহিল না—দেখিতে দেখিতে গৃহ ভস্ম করিয়া আগুন নিবিয়া গেল!

এদিকে যৌগন্ধরায়ণ, বাসবদত্তা ও বসন্তকের সহিত মগধে পৌঁছিলে পর, রাজবাড়ীর বাগানে পদ্মাবতীকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার নিকট গেলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ব্রাহ্মণীর বেশে বাসবদত্তাকে দেখিবামাত্র তাঁহার প্রতি পদ্মাবতীর মন আকৃষ্ট হইল। তখন ব্রাহ্মণরূপী যৌগন্ধরায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঠাকুর! এই মেয়েটি আপনার কে? আপনারা এখানে কেন আসিয়াছেন?" মন্ত্রী বলিলেন—"রাজকুমারি! এই মেয়েটি আমার কন্যা—আবন্তিকা। আমার দুষ্ট জামাতা ইহাকে

ফেলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। সেজন্য মনে করিয়াছি, তোমার নিকট কন্যাকে রাখিয়া জামাতার উদ্দেশে বাহির হইব। আর এই কাণা ছেলেটি আবন্তিকার ভাই। একাকী থাকিলে আবন্তিকার কষ্ট হইবে, তাই ইহাকেও রাখিয়া যাইব।" এই প্রস্তাবে রাজকুমারী সম্মত হইলেন। তখন বাসবদত্তার নিকট বিদায় লইয়া, মন্ত্রী সেখানে আর মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিলেন না, একেবারে লাবানকে ফিরিয়া আসিলেন।

রাজকুমারী পদ্মাবতী বাসবদত্তাকে আদর যত্ন করিয়া নিজের ঘরে লইয়া গেলেন ; কাণা ব্রাহ্মণকুমার বসন্তকও সঙ্গে গেল। বাসবদত্তার অসাধারণ সৌন্দর্য্য এবং তাঁহার ভদ্র আচার ব্যবহার দেখিয়া, রাজকুমারী বুঝিতে পারিলেন যে তিনি অতি উচ্চ বংশে জন্মিয়াছেন। পদ্মাবতী নিজে যেরূপ বেশ ভূষা ও উত্তম খাদ্য আহার করেন, বাসবদত্তার জন্যও ঠিক সেইরূপ ব্যবস্থা হইল। তাঁহাকে যতই দেখেন, পদ্মাবতী ততই ভাবেন —"দ্রৌপদী যেমন ছদ্মবেশে বিরাট রাজার ঘরে বাস করিয়াছিলেন, তেমনি এই ব্রাহ্মণকন্যাও নিশ্চয় কোন সম্ভ্রান্ত মহিলা, এখানে গোপনে বাস করিতে আসিয়াছেন।" এইরূপ আদর যত্ন পাইয়া বাসবদত্তাও রাজকুমারীকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। রাজা উদয়ন তাঁহাকে আশ্চর্য্য মালা ও ফুলের মুকুট প্রস্তুত করিতে শিখাইয়াছিলেন,সে মালা ও মুকুট কোন দিন শুকাইত না। বাসবদত্তা রাজকুমারীর জন্য প্রতিদিন সেরূপ মালা ও মুকুট প্রস্তুত করিতেন। একদিন সেই মালা

ও মুকুট দেখিয়া, রাণী পদ্মাবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা! এই মালা ও মুকুট কোথায় পাইলে?" পদ্মাবতী তখন বাসবদত্তার বিনয় বর্ণন করিয়া বলিলেন—"সেই ব্রাহ্মণকন্যাই এই মালা ও মুকুট প্রস্তুত করিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া রাণী বলিলেন—"এরূপ আশ্চর্য্য জিনিষ যে প্রস্তুত করিতে পারে সে সামান্য মানুষ নয়, কোন দেবী হইবে।" ইহার পর হইতে, বাসবদত্তার প্রতি পদ্মাবতীর শ্রদ্ধা ও যত্ন অনেক বাড়িয়া গেল।

এদিকে শিকারের পর লাবানকে ফিরিয়া, বৎসের রাজা মন্ত্রীদিগের নিকট শুনিলেন যে, ঘরে আগুন লাগিয়া রাণী বাসবদত্তা বসন্তকের সহিত পুড়িয়া মরিয়াছেন! একথা শুনিবামাত্র তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন, তাঁহার জ্ঞান লোপ পাইল। ক্ষণকাল পরে জ্ঞান লাভ করিয়া তিনি স্থির হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—"মহর্ষি নারদ বলিয়াছেন, রাণীর এক পুত্র জন্মিবে, সে পুত্র বিদ্যাধরদিগের রাজা হইবে। নারদের কথা ত মিথ্যা হইতে পারে না! আমার কপালে দুঃখ আছে বটে কিন্তু সে দুঃখ যে বেশী দিন থাকিবে না, তাহাও ত নারদমুনি বলিয়াছিলেন। আর, ভগ্নীর মৃত্যুতে গোপালকের মনে যে বিশেষ একটা দুঃখ হইয়াছে, সেরূপও ত বোধ হয় না! যৌগন্ধরায়ণ এবং অন্য মন্ত্রীদিগেরও দেখিতেছি বেশ নিশ্চিন্তভাব। সুতরাং আমার মনে হয়—রাণী জীবিতই আছেন। যাহা হউক, বোধ করি কোন বিশেষ কারণে মন্ত্রীরা একটা কিছু চক্রান্ত করিয়াছেন—হয়ত শীঘ্রই রাণীর সহিত

পুনরায় মিলন হইবে!" এই ভাবিয়া রাজা উদয়নের চিন্তা দূর হইল। গোপালক গোপনে দূত পাঠাইয়া তখনই এই সমস্ত সংবাদ ভগ্নীকে জানাইলেন।

লাবানকে মগধরাজের গুপ্তচর ছিল। বাসবদত্তা আগুনে পুড়িয়া মারা গিয়াছেন শুনিয়া, তাহারা তখনই গিয়া মগধ-রাজকে সংবাদ দিল। তখন বৎসের রাজার সহিত কন্যার বিবাহ দিতে তাঁহার আর আপত্তি থাকিবে কেন? তিনি এই প্রস্তাব করিয়া তখনই রাজা উদয়ন্ ও মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের নিকট দূত পাঠাইলেন। দূতের মুখে এই সংবাদ শুনিয়া, যৌগন্ধরায়ণের পরামর্শে উদয়নের মত হইল এবং তিনি ইহাও বুঝিতে পারিলেন যে, এই বিবাহের জন্যই মন্ত্রী বাসব-দত্তাকে গোপন করিয়াছেন। যাহা হউক, রাজা সম্মত হইলে পর যৌগন্ধরায়ণ উত্তম লগ্ন স্থির করিয়া, দূতদ্বারা মগধরাজকে উত্তর পাঠাইলেন—"আপনার প্রস্তাবে আমরা আহ্লাদের সহিত সম্মত হইয়াছি। আজ হইতে সপ্তম দিনে, রাজা উদয়ন পদ্মা-বতীকে বিবাহ করিবার জন্য, আপনার প্রাসাদে যাইবেন।"

মগধরাজ্যে মহা ঘটা! মগধরাজ কন্যাকে অত্যন্ত ভাল বাসেন আর তাঁহার ধনরত্নেরও সীমা নাই। সুতরাং এই বিবাহে তিনি যে কিরূপ আয়োজন করিলেন, তাহা বর্ণন করা কঠিন। পদ্মাবতীর মনে রাজা উদয়নের প্রতি টান ছিল, সুতরাং এই সংবাদে তিনি নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু হায়! এই সংবাদ বাসবদত্তার মনে দারুণ দুঃখ আনিল। আবার যখন

তিনি ভাবিলেন—"এ সমস্তই আমার স্বামীর ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য করা হইতেছে", তখন পুনরায় মনকে স্থির করিতেও অধিক বিলম্ব হইল না। এইরূপে মনে বল আনিয়া, তিনি পদ্মাবতীর জন্য পুনরায় মালা ও মুকুট প্রস্তুত করিলেন—বিবাহের দিনে তিনি সেগুলি পরিবেন।

সপ্তম দিনে বৎসের রাজা সৈন্যসামন্ত লইয়া মন্ত্রিগণের সহিত মগধে পৌঁছিলেন। বিবাহসভা লোকে পূর্ণ, কন্যাকে বিবাহের সাজে সেখানে আনা হইয়াছে। মগধরাজ বৎসের রাজাকে সমাদর করিয়া বিবাহ সভায় আনিলেন। পদ্মাবতীর গলায় সেই মালা এবং মাথায় সেই ফুলের মুকুট পরান ছিল। হঠাৎ সেদিকে দৃষ্টি পড়াতে উদয়ন ভাবিলেন—"কি আশ্চর্য্য! এই অদ্ভুত মালা ও মুকুট আমি ভিন্ন অন্য কেহ প্রস্তুত করিতে পারে না। তবে রাজকুমারী ইহা পাইলেন কোথায়?" যাহা হউক, বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে শেষ হইয়া গেল। চতুর মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ, অগ্নিদেবকে সাক্ষী করিয়া মগধরাজকে দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইলেন—তিনি কখন রাজা উদয়নের অনিষ্ট করিবেন না।

বিবাহের পর উদয়ন পদ্মাবতীর সহিত অন্তঃপুরে গেলেন। মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের মনে ভয় হইল—"রাজা যদি বাসবদত্তাকে হঠাৎ দেখিয়া ফেলেন, তবে ত সমস্তই পণ্ড হইয়া যাইবে? সুতরাং এখানে তাঁহাকে বেশীক্ষণ থাকিতে দেওয়া হইবে না—শীঘ্রই লাবানকে ফিরিতে হইবে।" এই ভাবিয়া তিনি

তখনই এ বিষয়ে মগধরাজকে সম্মত করিলেন এবং এই প্রস্তাব উদয়নের নিকট করিলে পর তাঁহারও মত হইল। তারপর সকলের আহারাদি শেষ হইলে, পদ্মাবতীকে লইয়া মন্ত্রীদিগের সহিত উদয়ন যাত্রা করিলেন। পদ্মাবতী বাসবদত্তার জন্য ভিন্ন রথ নিযুক্ত করিয়াছিলেন; সেই রথে চড়িয়া তিনি সকলের পশ্চাতে গোপনে চলিলেন—বসন্তক রথের আগে আগে চলিল। যথা সময়ে উদয়ন লাবানকে পৌছিয়া পদ্মাবতীর সহিত তাঁহার নিজের প্রাসাদে গেলেন। কিন্তু বাসবদত্তার চিন্তা তাঁহার মন হইতে মুহূর্ত্তের জন্যও দূর হইল না। রাণী বাসবদত্তা লাবানকে পৌছিয়াই, তাঁহার ভাই গোপালকের বাড়ীতে আশ্রয় লইলেন। তাঁহার সহচরীদিগকে বলিলেন—"তোমরা রাণী পদ্মাবতীর নিকটে চলিয়া যাও।"

সখীগণ পদ্মাবতীর নিকটে গিয়া বলিল—"রাণি! আবন্তিকাও আসিয়া পৌছিয়াছেন কিন্তু আমাদিগকে বিদায় দিয়া, তিনি রাজকুমার গোপালকের বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছেন।" একথা শুনিয়াই পদ্মাবতীর ভাবনা হইল, তিনি বৎসের রাজার সাক্ষাতেই সখীদিগকে বলিলেন—"আবন্তিকাকে গিয়া বল যে রাণী বলিয়াছেন—'আপনাকে আমার নিকট গচ্ছিত রাখা হইয়াছে সুতরাং আমি যেখানে থাকিব আপনাকেও সেখানেই থাকিতে হইবে।" ইহা শুনিয়া সখীগণ চলিয়া গেলে পর, বৎসের রাজা গোপনে পদ্মাবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাণি! ঐ ফুলের মালা আর মুকুট তোমাকে কে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল?"

পদ্মাবতী বলিলেন—"মহারাজ! এক ব্রাহ্মণ আমার নিকট আবন্তিকা নামে তাঁহার কন্যাকে গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, এই অদ্ভুত মালা ও মুকুট তাঁহারই নিপুণ হস্তে প্রস্তুত।"

এই কথা শুনিবামাত্র, রাজা উদয়ন রাজকুমার গোপালকের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত। সেখানে দেখিলেন রাণী বাসবদত্তা, গোপালক, দুই মন্ত্রী এবং বসন্তক, সকলেই রহিয়াছেন। নিরুদ্দেশ রাণীকে হঠাৎ এরূপ ভাবে দেখিতে পাইয়া, মনের দুঃখে উদয়নের জ্ঞান লোপ পাইল! বাসবদত্তাও বিলাপ করিতে করিতে জ্ঞান হারাইলেন! ক্ষণকাল পরে উভয়ে চেতনা পাইয়া, এমনই দুঃখের সহিত কাঁদিতে লাগিলেন যে, তাহা দেখিয়া মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের চক্ষেও জলের ধারা বহিল। এদিকে এই ক্রন্দনের শব্দ শুনিয়া, পদ্মাবতীও মহা বিস্ময়ের সহিত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্রমে রাজা ও বাসবদত্তার বৃত্তান্ত শুনিয়া, তাঁহার মনেও দুঃখের সীমা রহিল না। বাসবদত্তা কাঁদিতে কাঁদিতে কেবলই বলিতেছেন—"হায়, হায়! আমার জন্য যদি স্বামী এতটা কষ্ট পাইলেন, তবে এ প্রাণ রাখিয়া লাভ কি?" তখন ধীরমতি যৌগন্ধরায়ণ রাজাকে বলিলেন—"মহারাজ! আমি যে এতটা জোগাড় যন্ত্র করিয়া আপনার সহিত মগধের রাজকন্যার বিবাহ দিয়াছি, এ শুধু আপনাকে পৃথিবীর সম্রাট্ করিবার জন্যই, রাণী বাসবদত্তার ইহাতে কোন অপরাধ নাই।" ইহা শুনিয়া উদয়ন বলিলেন—"দোষ অন্য কাহারও নয়। শুধু আমার

জন্যই যখন রাণী এতটা কষ্টভোগ করিয়াছেন, তখন আমারই সমস্ত দোষ।"

পরমজ্ঞানী যৌগন্ধরায়ণ তখন ভাবিলেন—"যদি বা রাজার মনে কোন সন্দেহ থাকিয়া থাকে, তবে তাহা দূর করা উচিত।" এই ভাবিয়া তিনি পূর্ব্বমুখে উপরের দিকে চাহিয়া, যোড়হস্তে বলিলেন—"হে দেবতাগণ! আমি শুধু রাজার উপকারের জন্যই এ কাজ করিয়াছি কি না এবং রাণী সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ কি না, সে বিষয়ে আপনারা সাক্ষ্য দিন্, নতুবা এখনই প্রাণ বিসর্জ্জন করিব।" একথা বলিয়া মন্ত্রী থামিবামাত্রই দৈববাণী হইল—"উদয়ন! তুমি নিতান্তই ভাগ্যবান্ যে, যৌগন্ধরায়ণের মত মন্ত্রী এবং বাসবদত্তার মত রাণী পাইয়াছ। বাসবদত্তা পূর্ব্বজন্মে দেবতা ছিলেন; এই বিবাহ ব্যাপারে তাঁহার বিন্দু-মাত্রও অপরাধ নাই।" এই দৈববাণী শুনিয়া সকলে আনন্দে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। উদয়ন ও গোপালকের মুখে যৌগন্ধরায়ণের প্রশংসা আর ধরে না! উদয়ন মনে করিলেন, যেন সমগ্র পৃথিবীটা তখনই তাঁহার বশে আসিয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এই ঘটনার পরদিন, মগধরাজ প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিয়া, দূতদ্বারা বৎসের রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন—"তোমার মন্ত্রিগণ আমাকে ফাঁকি দিয়াছেন। সুতরাং যাহাতে এখন হইতে আমাদিগের মধ্যে বিবাদের কারণ না ঘটে,

তাহার ব্যবস্থা কর।” এই সংবাদ পাইয়া রাজা উদয়ন দূতকে বলিলেন—“তুমি পদ্মাবতীর নিকট যাও, তিনি তোমার রাজার কথার উত্তর দিবেন।” দূতের মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া পদ্মাবতী বলিলেন—“দূত! পিতাকে গিয়া বল, তাঁহার দুঃখ করিবার কোন কারণ নাই। রাজা আমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন, বাসবদত্তা আমাকে ছোট ভগ্নীর মত স্নেহ করেন। সুতরাং তিনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না করিয়া এবং আমার মনে আঘাত না দিয়া, যেন আমার স্বামীকে রক্ষা করেন।” পদ্মাবতী এই সুন্দর উত্তর দিলে পর, বাসবদত্তা দূতকে নানা রকমে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন। মগধরাজও যে দূতমুখে রাজা উদয়ন ও বাসবদত্তার মহত্ত্বের কথা শুনিয়া যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলেন, সে কথা বলাই বাহুল্য।

পরদিন মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ সকলের সাক্ষাতে রাজাকে বলিলেন—“মহারাজ! মগধরাজের সহিত প্রবঞ্চনা করিয়াছি সত্য, কিন্তু তিনি যখন আপনাকে কন্যাদান করিয়াছেন, তখন আপনার সহিত শত্রুতা করিয়া কিছুতেই তিনি তাঁহার প্রিয় কন্যার মনে কষ্ট দিতে পারেন না। ইহা ছাড়া গুপ্তচরদ্বারা আমি সংবাদও লইয়াছি—মগধরাজ কিছুতেই আমাদের বিপক্ষে যাইবেন না। অতএব আসুন, আমরা এখন কৌশাম্বী গিয়া দিগ্বিজয়ের আয়োজন করি।” এই সময়ে পুনরায় মগধরাজের দূত আসিয়া রাজাকে নমস্কার করিয়া বলিল—“মহারাজ! রাণী পদ্মাবতীর উত্তর শুনিয়া, মগধরাজ অতিশয় সন্তুষ্ট

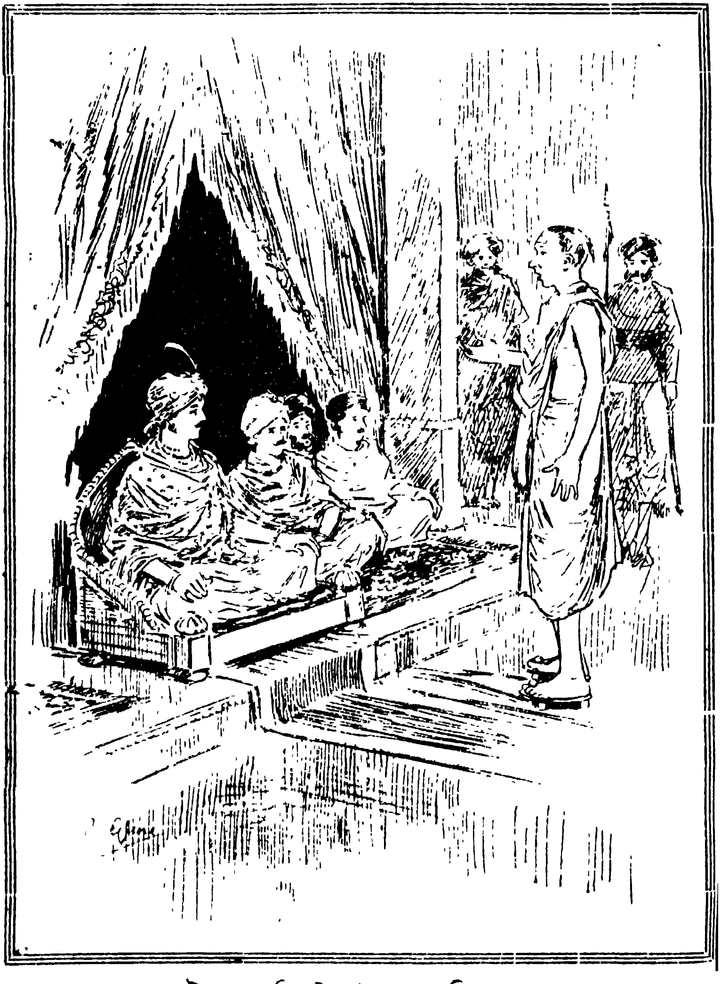
হইয়াছেন এবং আপনাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন—'আমি সমস্ত শুনিয়া তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। অতএব, যে কার্য্যের জন্য এতটা করিয়াছ, শীঘ্র তাহা আরম্ভ কর—আমি তোমার পশ্চাতে রহিলাম'।" দূত মুখে এই কথা শুনিয়া উদয়নের আহ্লাদের সীমা রহিল না।

মগধরাজের দূত বিদায় হইবার সঙ্গে সঙ্গে, চণ্ডমহাসেনের দূত আসিয়া উপস্থিত হইল এবং রাজাকে নমস্কার করিয়া বলিল—"মহারাজ! চণ্ডমহাসেন আপনার সমস্ত সংবাদ জানিতে পারিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং আপনাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন—'যৌগন্ধরায়ণের ন্যায় ব্যক্তি যে তোমার মন্ত্রী—ইহাই তোমার ক্ষমতার যথেষ্ট প্রমাণ। বাসবদত্তাও ধন্য যে, শুধু তোমার মঙ্গলের জন্য সে এমন একটি উত্তম কাজ করিয়াছে, যাহাতে আমরাও সম্মানিত হইয়াছি। আর আমার বিবেচনায়, বাসবদত্তা ও পদ্মাবতীর শরীর ভিন্ন হইলেও উভয়ের একই প্রাণ। অতএব, শীঘ্র দিগ্বিজয় আরম্ভ কর'।" দূত মুখে এই কথা শুনিয়া রাজার মন আনন্দে পূর্ণ হইল। রাণী বাসবদত্তার প্রতি তাঁহার ভালবাসা এবং গুণবান্ মন্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা শতগুণ বাড়িয়া গেল।

পরদিন রাজা উদয়ন রাণীদিগকে লইয়া, মন্ত্রী ও লোকজনের সহিত কৌশাম্বী যাত্রা করিলেন। রাজধানীতে পৌঁছিলে পর, নগরবাসীগণের আনন্দের সীমা রহিল না। হাতীর উপর দুই রাণীকে দেখিয়া, নগরের স্ত্রীলোকেরা বলাবলী করিতে লাগিল—

"রাণী বাসবদত্তা যদি সত্য সত্যই লাবানকে আগুনে পুড়িয়া মরিতেন, তবে সমস্ত আলোর কর্ত্তা যে সূর্য্যদেব, তিনিও হয়ত পৃথিবীটাকে অন্ধকার করিয়া ফেলিতেন।" রাণী পদ্মাবতীকে দেখিয়া একজন মহিলা বলিল—"দুটি রাণীতে দেখিতেছি বড়ই ভাব। কিন্তু সুখের বিষয়, নূতন রাণী পুরাতন রাণীকে রূপে লজ্জা দিতে পারেন নাই।" কেহ কেহ বলিল—"বিষ্ণু আর মহাদেব বোধ করি এ দুটি রাণীকে দেখেন নাই, নতুবা লক্ষ্মী ও উমার প্রতি তাঁহাদিগের শ্রদ্ধা কমিয়া যাইত।"

কৌশাম্বী পৌঁছিবার পরদিন উদয়ন রাজসভায় বসিয়া আছেন, চারিদিকে মন্ত্রী প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত, এমন সময় এক ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিলেন—"দোহাই মহারাজ! রক্ষা করুন, বিচার করুন--ঐ বনে এক দুষ্ট পশুপালক, বিনা কারণে আমার পুত্রের একখানা পা কাটিয়া দিয়াছে।" ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া রাজা তখনই সৈন্য দ্বারা, কয়েকজন পশুপালককে ধরাইয়া আনিলেন। ব্রাহ্মণের অভিযোগের কথা জিজ্ঞাসা করিলে পর তাহারা বলিল—"মহারাজ! আমরা সামান্য পশুপালক, বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াই। আমাদিগের মধ্যে একজন আছে, দেবসেন। সে প্রতিদিন একটা গাছের নীচে পাথরের উপর বসিয়া বলে—'আমি তোদের রাজা, আমার হুকুম মত কাজ করিবি।' তাহার কথা ভয়ে কেহ অমান্য করিতে সাহস পায় না—সেই সমস্ত বনের রাজা হইয়া বসিয়াছে। আজ এই ব্রাহ্মণের পুত্র সেই পথে আসিবার সময়, দেবসেনকে নমস্কার



উদয়নের নিকট ব্রাহ্মণের অভিযোগ।

করে নাই বলিয়া সে হুকুম করিল—'ইহাকে ধরিয়া একটি পা কাটিয়া দাও।' মহারাজ! তাহার হুকুম অমান্য করিতে ভয় হইল বলিয়াই, আমরা ব্রাহ্মণকুমারের পা কাটিয়াছি।"

পশুপালকদিগের কথা শুনিয়া, জ্ঞানী মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ গোপনে রাজাকে বলিলেন—"মহারাজ! ঐ স্থানে নিশ্চয় অনেক ধন আছে এবং তাহার বলেই সামান্য একজন পশুপালকের এতটা ক্ষমতা হইয়াছে। অতএব চলুন, একবার গিয়া ব্যাপারটা কি দেখিয়া আসি।" মন্ত্রীর কথায় সৈন্য সামন্ত লইয়া উদয়ন তাহার সহিত সেই বনে গেলেন। স্থানটি পরীক্ষা করা হইলে পর, রাজার আদেশে যখন লোকেরা মাটি খনন করিতেছিল, তখন ভয়ঙ্কর এক যক্ষ হঠাৎ মাটির নীচ হইতে উঠিয়া রাজাকে বলিল—"মহারাজ! এখানে সত্যই ধন রত্ন আছে, বহুদিন যাবৎ আমি সে ধন পাহারা দিতেছি। তোমারই পূর্ব্বপুরুষ এই ধন পুঁতিয়া রাখেন—এখন তুমি তাহা গ্রহণ কর।" একথা বলিয়া যক্ষ অন্তর্হিত হইল। তখন রাজা দেখিলেন, সেই গর্ত্তের মধ্যে রাশি রাশি ধন রহিয়াছে। সমস্ত ধন তুলিয়া লইলে পর দেখা গেল, একটি মহামূল্য মণিমুক্তার কাজ করা সিংহাসনও রহিয়াছে। সেটি উঠাইলে তাহার সৌন্দর্য্য ও চাকচিক্য দেখিয়া, সকলে বিস্ময়ে অবাক্ হইলেন। তারপর রাজা উদয়ন পশুপালকদিগকে সাজা দিয়া, সমস্ত ধন ও সিংহাসনটি লইয়া রাজধানী ফিরিতে আর বিলম্ব করিলেন না।

পরদিন মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ রাজার মন পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন—"মহারাজ! সিংহাসনটি আপনার পূর্ব্বপুরুষের, সুতরাং আপনি ইহাতে বসিয়া রাজ্যশাসন করুন।" রাজা বলিলেন—"সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়া যখন সম্রাট হইব, তখনই পূর্ব্বপুরুষদিগের এই মহামূল্য সিংহাসনে বসিব—তাহার পূর্ব্বে নহে।" রাজার উত্তর শুনিয়া যৌগন্ধরায়ণ অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন—"অতি উত্তম কথা বলিয়াছেন মহারাজ! বেশ, তবে প্রথম পূর্ব্বদেশ জয় করিবার জন্য প্রস্তুত হউন।" এ কথা শুনিয়া রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ এই চারিটি দিক্ আছে; কিন্তু সকলের আগে পূর্ব্বদিকের কথা বলিলে কেন?" যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন —"উত্তর দিক্‌টা ধনবান দেশ হইলেও, সে দেশ অসভ্য জাতির সঙ্গে আচার ব্যবহার করিয়া অপবিত্র হইয়াছে।

"পশ্চিমে সূর্য্য অস্ত যান বলিয়া, সে দিক্‌টাকে কেহ শ্রদ্ধা করে না। দক্ষিণ দেশে রাক্ষস এবং মৃত্যুর দেবতা বাস করে। কিন্তু পূর্ব্বদিকে সূর্য্য উদিত হন এবং গঙ্গা নদী পূর্ব্বদিকেই বহিয়া যান—সেজন্য পূর্ব্বদিক্‌টাকেই সকলে শ্রদ্ধা করে। আবার দেখুন, বিন্ধ্য ও হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যে যে যে দেশ দিয়া গঙ্গা বহিয়া গিয়াছেন, সেই সেই দেশগুলিই পবিত্র। এবং সেজন্যই যাঁহারা দিগ্বিজয়ে বাহির হন, তাঁহারা প্রথমেই পূর্ব্ব দিকে যাত্রা করিয়া থাকেন; কারণ সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গানদীর দেশেও বাস করা হয়। আর দেখুন না কেন, আপনার

পূর্ব্বপুরুষেরাও প্রথম পূর্ব্বদিক্ হইতেই দিগ্বিজয় আরম্ভ করেন এবং গঙ্গার তীরে হস্তিনাপুরে রাজ্য স্থাপিত করিয়া বাস করিয়াছিলেন।" মন্ত্রী এই বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন, তাঁহার কথায় উদয়ন কতদূর যে সন্তুষ্ট হইলেন তাহা বর্ণন করা অসম্ভব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পরদিন যৌগন্ধরায়ণ পুনরায় রাজাকে বলিলেন—"মহারাজ! সকলেই জানে, আপনি সাহসী বীরপুরুষ এবং দৈববলে বলী। এই ব্যাপারে যাহা যাহা কর্ত্তব্য, আমিও অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সমস্ত ঠিক করিয়াছি। সুতরাং 'শুভস্য শীঘ্রং', অবিলম্বে আপনি দিগ্বিজয়ে বাহির হউন।" রাজা বলিলেন—"তুমি যাহা বলিলে সবই সত্য কিন্তু কার্য্যমাত্রেই বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে। সুতরাং দিগ্বিজয়ে বাহির হইবার পূর্ব্বে, আমি সর্ব্বপ্রথম মহাদেবের পূজা করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ লইব।" ইহার পর রাজা উদয়ন রাজবাড়ীর নিকটে বনের মধ্যে, ক্রমাগত তিনদিন অনাহারে থাকিয়া শিবের পূজা করিলেন। শিব তাঁহাকে স্বপ্নে বলিলেন—"বৎস! আমি সন্তুষ্ট হইয়া এই বর দিলাম—তোমার জয় নিশ্চিত। আর শীঘ্রই তোমার একটি পুত্র জন্মিবে এবং সেই পুত্র সমস্ত বিদ্যাধরদিগের সম্রাট্ হইবে।"

উদয়নের স্বপ্নের কথা শুনিয়া সকলে মহা সন্তুষ্ট হইল। যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন—"মহারাজ! মহাদেব আপনার প্রতি

সদয় হইয়াছেন, এখন আর ভাবনা কি—শত্রু জয় করিতে আরম্ভ করুন। আর আমি বলিতেছি—বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্ত আপনার সহিত সর্ব্বদা শত্রুতা করেন। সুতরাং সর্ব্বপ্রথম তাঁহাকে জয় করিয়া পরে পূর্ব্বদেশ জয় করিতে যাওয়াটাই উচিত।”

ইহার পর রাজা উদয়ন আর মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিলেন না, সৈন্যসামন্তগণকে যুদ্ধের জন্য সাজিতে বলিলেন। তাঁহার শ্যালক গোপালক, তঁহাকে অনেক সাহায্য করিয়াছেন, সেজন্য তিনি তাঁহাকে বিদেহনগরের রাজ্য পুরস্কার দিলেন। পদ্মাবতীর ভাই শিববর্ম্মা, দলবল লইয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে আসিয়াছিলেন। অনেক আদর যত্নের পর তাঁহাকে চেদিরাজ্য দান করা হইল। ভীল্লরাজ পুলিন্দক, তাঁহার মহা তেজস্বী বন্য সৈন্যদল লইয়া রাজার পক্ষে যোগ দিল। এইরূপে রাজা উদয়নের পক্ষে অসংখ্য সৈন্যদল সজ্জিত হইল। এদিকে, বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্ত কিরূপভাবে প্রস্তুত হইতেছেন তাহা জানিবার জন্য, মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ সেখানে কয়েকজন গুপ্তচর পাঠাইলেন। তারপর রাজা উদয়ন, তাঁহার বিশাল সৈন্যদলের সহিত, রাণী বাসবদত্তা ও পদ্মাবতীকে সঙ্গে লইয়া বারাণসী যাত্রা করিলেন।

যৌগন্ধরায়ণের গুপ্তচরেরা শৈব সন্ন্যাসীর বেশে বারাণসী পৌঁছিল। তাহাদিগের মধ্যে একজন যাদুবিদ্যা ও তন্ত্র মন্ত্র জানিত এবং অত্যন্ত চালাক ছিল। সে গুরু সাজিল, আর

অন্যেরা হইল তাহার শিষ্য। শিষ্যেরা সহরময় ঘুরিয়া ভিক্ষা করে, আর বলে—"আমাদের গুরু ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমস্ত বিষয়ের সংবাদ বলিতে পারেন; তিনি একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী।" এদিকে গুরু কোন ভবিষ্যৎ ঘটনার কথা বলিলে, শিষ্যেরা কোন না কোন উপায়ে সেই ব্যাপার ঘটায়। এইরূপে ক্রমে গুরুর প্রতি অনেকের শ্রদ্ধা হইল।

রাজা ব্রহ্মদত্তের অতিশয় প্রিয় এক রাজপুত অনুচর, এই গুরুর বড়ই ভক্ত হইয়া পড়িল। যুদ্ধের সংবাদ পাইয়াই ব্রহ্মদত্ত এই রাজপুত অনুচরের সাহায্যে, ভণ্ড গুরুকে নানা বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। এই উপায়ে গুরু রাজ্যের অনেক গোপন কথা জানিয়া ফেলিল। ব্রহ্মদত্তের মন্ত্রী 'যোগকরণ্ডক', বৎসের সৈন্যদল যে পথে আসিবে সেই পথের সমস্ত গাছ, লতা, পাতা, ফল, মূল এমন কি জল পর্য্যন্ত বিষাক্ত করিয়া রাখিলেন! ছদ্মবেশী গুরুর এই সমস্ত বিষয় জানিতে বাকি রহিল না, আর তখনই গোপনে এক শিষ্য পাঠাইয়া, মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণকে সতর্ক করিয়া দিল। মন্ত্রী, বিষনাশক ঔষধ পত্র দিয়া ফল মূল, জল প্রভৃতি সমস্তই শুদ্ধ করেন আর অগ্রসর হন। ক্রমে ব্রহ্মদত্তের মন্ত্রী আরও কত কিছু বিঘ্ন বাধা ঘটাইলেন কিন্তু গুপ্ত গুরুর কৌশলে সমস্তই পণ্ড হইয়া গেল। বারাণসীর রাজা যখন দেখিলেন, তাঁহার চতুর মন্ত্রীর সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইতেছে, তখন তিনি ভাবিলেন—"উদয়নের সৈন্য, সারাটা দেশ ছাইয়া ফেলিল!

ইঁহাকে ত জয় করা সহজ হইবে না!” এই ভাবিয়া তিনি ভয়ে উদয়নের শরণ লইলেন।

কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তকে জয় করিয়া উদয়ন পূর্ব্বদিকে যাত্রা করিলেন। অনেক রাজা বিনাযুদ্ধে তাঁহাকে কর দিয়া সন্ধি করিল। আবার যাহারা যুদ্ধ করিল, তাহাদিগকে বশীভূত করিতে তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না। বিজয়ী উদয়ন সকলকে পরাজয় করিতে করিতে, ক্রমে পূর্ব্ব সমুদ্রের তীরে গিয়া, সেখানে তাঁহার বিজয়ের চিহ্ন স্বরূপ একটি স্তম্ভ প্রস্তুত করাইলেন। তারপর কলিঙ্গদেশবাসীরা সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহাকে কর দিল। কাবেরী নদী পার হইয়া উদয়ন চোলা, মুরাল প্রভৃতি দেশ জয় করিলেন। এখানে রেবা নদী, তার পরপারে উজ্জয়িনী। উদয়ন রেবা নদী পার হইলে উজ্জয়িনীর রাজা তাঁহার শ্বশুর চণ্ডমহাসেন, পরম যত্নের সহিত তাঁহাকে রাজধানীতে লইয়া গেলেন। বিজয়ী রাজ জামাতাকে দেখিয়া সকলে উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল; নগরবাসী নরনারীর আহ্লাদের সীমা রহিল না। চণ্ডমহাসেন ও তাঁহার রাণী, বাসবদত্তাকে পাইয়া যেমন সুখী হইলেন, পদ্মাবতীকে দেখিয়া তাহা অপেক্ষা কম সুখী হইলেন না।

কিছুকাল শ্বশুরের রাজ্যে পরম যত্নে বিশ্রাম করিয়া, রাজা উদয়ন পশ্চিম দিকে যাত্রা করিলেন; তাঁহার শ্বশুরের সৈন্যদলও সঙ্গে চলিল। ক্রমে মন্দর পর্ব্বত পার হইয়া তিনি কুবেরের অলকা পুরীতে গেলেন। সেখান হইতে, পথে

সিন্ধু দেশ জয় করিয়া তুরুষ্ক, পারসীক প্রভৃতি দেশের রাজাদিগের কাহাকেও জয় করিতে বাকি রাখিলেন না। তারপর উদয়ন কামরূপে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কামরূপের রাজা পূর্ব্বেই তাহার ক্ষমতার কথা শুনিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি সেখানে পৌছিবামাত্র, রাজা নিজেই আসিয়া তাঁহাকে অনেকগুলি হাতী কর দিয়া, সন্তুষ্ট করিলেন।

এইরূপে সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া, উদয়ন অবশেষে পদ্মাবতীর পিতার রাজ্য মগধে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বিজয়ী জামাতাকে দেখিয়া, মগধরাজের মনে নিতান্তই আহ্লাদ হইল। বাসবদত্তা পূর্ব্বে তাঁহার বাড়ীতে গোপনে বাস করিয়াছিলেন, সে জন্য উদয়ন পদ্মাবতীর পিতার সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলেন। মগধরাজ দেখিলেন যে, বাসবদত্তা সত্য সত্যই অতিশয় শ্রদ্ধার পাত্রী। রাজা উদয়ন কিছুকাল পরম যত্নে মগধরাজ্যে কাটাইয়া, শ্বশুরের নিকট বিদায় লইলেন। যাত্রাকালে মগধরাজও তাঁহাকে সমগ্ররাজ্য দান করিয়া, তাঁহার প্রতি সম্মান দেখাইতে ত্রুটি করিলেন না। এইরূপে দিগ্বিজয়ে সম্পূর্ণ সফল হইয়া, বিজয়ী উদয়ন নিজ রাজ্য লাবানকে ফিরিয়া আসিলেন।

লাবানকে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া, রাজা উদয়ন সকলের সহিত কৌশাম্বী যাত্রা করিলেন। তিনি দিগ্বিজয় করিয়া রাজধানীতে ফিরিয়াছেন; সুতরাং পূর্ব্বপুরুষদিগের সেই মহামূল্য সিংহাসনে বসিতে এখন আর বাধা কি? শুভদিনে

সকলের সাক্ষাতে সেই সিংহাসনে বসিয়া উদয়ন মনে করিলেন—"এতদিনে আমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হইল।" দিগ্বিজয়ে গুরুতর পরিশ্রম করিয়া, এখন কিছুকাল রাণীদিগের সহিত সুখে বাস করিবার ইচ্ছা হওয়াটা নিতান্তই স্বাভাবিক। সুতরাং ইহার পর উদয়ন যখন যৌগন্ধরায়ণ ও রুমণ্বতের উপর রাজ্যভার দিয়া কছুকালের জন্য আমোদ প্রমোদে মত্ত হইলেন, তখন মন্ত্রিগণ তাহাকে কিছুমাত্র দোষ দিলেন না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কিছুদিন পর্য্যন্ত রাজা উদয়ন অন্তঃপুরেই কাটাইলেন। বিদূষক বসন্তকের হাসি তামাসা ও আমোদপূর্ণ গল্প তাঁহার নিকট বড়ই ভাল লাগিত। কখন কখন তিনি বীণা বাজাইয়া, রাণীদিগের সহিত গান বাজনা এবং আমোদ প্রমোদ করিতেন। আবার কখন বা তাঁহাকে বনে গিয়া শিকারে মত্ত হইতেও দেখা যাইত।

এই সময়ে একদিন দেবর্ষি নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উদয়ন সমাদরের সহিত তাঁহার পূজা করিলে পর নারদ বলিলেন—"মহারাজ! তুমি তোমার শিকারের লোভ ছাড়। তোমার পূর্ব্বপুরুষ পাণ্ডু রাজাও অত্যন্ত মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন। একদিন না জানিয়া মৃগরূপী এক ঋষিকে বাণ মারিয়া

বধ করেন। মৃত্যুকালে ঋষি শাপ দিয়াছিলেন এবং তাহাতেই পরে পাণ্ডুরাজার মৃত্যু হয়। সুতরাং এই মৃগয়া তুমি ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ কর'। আর একটি কথা বলিতেছি, শুন—সেকালে যখন মহাদেব মদনকে ভস্ম করিয়া ফেলেন, তখন তাহার স্ত্রী রতি, স্বামীর শরীর ফিরিয়া পাইবার জন্য অনেক স্তুতি মিনতি করিলে পর, মহাদেব বলিয়াছিলেন—'পার্ব্বতী তাঁহার এক অংশ লইয়া পৃথিবীতে জন্মিবেন। তখন আমার তপস্যা করিলে পর, কামের অবতাররূপে তাঁহার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে।' মহাদেবের কথামত, দেবীর এক অংশে চণ্ডমহাসেনের কন্যা বাসবদত্তা নামে জন্মিয়া, সে তোমার রাণী হইয়াছে। এখন বাসবদত্তা তপস্যা দ্বারা শিবকে তুষ্ট করিলেই, কামের অংশে তাহার এক পুত্র জন্মিবে এবং সেই পুত্রই সমস্ত বিদ্যাধরদিগের সম্রাট্ হইবে।" এই বলিয়া নারদ অন্তর্হিত হইলেন।

এই ঘটনার পর রাজা উদয়ন পুত্রলাভের জন্য, রাণী বাসবদত্তার সহিত মহাদেবের তপস্যা করিলেন। মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া রাণীকে স্বপ্নে একটি ফল দিয়া বলিলেন—"এই ফল ভক্ষণ করিলে, কামদেবের অংশে তোমার পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে।" রাণী বাসবদত্তা সন্তুষ্টচিত্তে ফলটি ভক্ষণ করিলেন। কালক্রমে যৌগন্ধরায়ণ প্রভৃতি মন্ত্রিগণেরপ্রত্যেকের এক একটি সুলক্ষণ পুত্র জন্মিল। যৌগন্ধরায়ণের পুত্র মরুভূতি, রুমণ্বতের পুত্র হরিশিখ, বসন্তকের পুত্র তপন্তক। আর রাজার অন্তঃপুর রক্ষক নিত্যোদিতের পুত্র জন্মিল গোমুখ। ইহাদিগের জন্মের

পর একদিন রাজবাড়ীতে ধুম্‌ধাম্ হইতেছিল, এমন সময় দৈববাণী হইল—"এই সকল সন্তান, রাজা উদয়নের পুত্রের মন্ত্রী হইয়া তাহার শত্রুদিগকে বিনাশ করিবে।" ইহার পর যথা সময়ে রাণী বাসবদত্তার পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। সংবাদ পাইয়া উদয়ন ছুটিয়া অন্তঃপুরে আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, সাক্ষাৎ কামদেবের ন্যায় পরম সুন্দর কুমার; লাল টুক্‌টুকে ঠোঁট দুখানি, মুখখানি পদ্মফুলটির মত—তাহার রূপে যেন সূতিকাগৃহ উজ্জ্বল হইয়াছে! ক্রমে সেখানে যৌগন্ধরায়ণ প্রভৃতি মন্ত্রিগণও আসিলেন। তখন দৈববাণী হইল—"এই পুত্র কামদেবের অবতার, ইহার নাম হইবে 'নরবাহনদত্ত'। বিদ্যাধরদিগের রাজা হইয়া এক দেবকল্প* কাল সুখে বাস করিবে। এই দৈববাণীর সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইল, দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। রাজা, মন্ত্রী, নগরবাসী সকলের আনন্দের সীমা রহিল না—সমস্ত কৌশাম্বী যেন আনন্দ উৎসবে একেবারে মাতিয়া উঠিল।

রাজপুত্র বড় হইলে উদয়ন মহা সমারোহ করিয়া দৈববাণী অনুসারে তাহার নাম রাখিলেন—নরবাহনদত্ত। মন্ত্রিগণ তাঁহাদিগের চারিটি পুত্র মরুভূতি, হরিশিখ, তপন্তক ও গোমুখকে আনিয়া রাজকুমারের সহচর করিয়া দিলেন। এই সহচরগণের সহিত সর্ব্বদা খেলা করিয়া, রাজকুমার নরবাহনদত্ত ক্রমে বড় হইতে লাগিলেন। রাজার মনে দিবারাত্রি কেবলই ভাবনা, কি করিয়া পুত্র মানুষ হইবে।

* মানব কল্প চারিশত বত্রিশ লক্ষ বৎসর! দেবকল্প ইহা অপেক্ষাও অনেক দীর্ঘকাল।

এই সময়ে একদিন মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ রাজাকে বলিলেন—"মহারাজ! দেবর্ষি নারদ আসিয়া আমাকে একটি সংবাদ দিয়া গিয়াছেন, সংবাদটি এই—বিদ্যাধরদিগের বর্ত্তমান রাজা দৈববলে জানিতে পারিয়াছেন যে, মহাদেবের বরে কুমার নরবাহনদত্ত ভবিষ্যতে বিদ্যাধর-সম্রাট্ হইবেন। ইহা জানিয়া অবধি রাজার মনে আর শান্তি নাই, শুধু ভাবিতেছেন কি করিয়া কুমারের অনিষ্ট করিবেন। বিদ্যাধররাজের এই দুষ্ট অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া মহাদেব 'স্তম্ভক' নামক তাঁহার এক গণকে, কুমারের প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছেন। সে অদৃশ্য থাকিয়া সর্ব্বদা কুমারকে রক্ষা করিতেছে। সুতরাং, মহারাজ! কুমারের জন্য আমাদিগের চিন্তার কোন কারণ নাই।"

মন্ত্রীর কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে, আকাশ হইতে দেবতার মত এক অদ্ভুত পুরুষ নামিয়া আসিলেন—তাঁহার মাথায় মুকুট এবং মূল্যবান্ সোণার বালা পরান হাতে একখানি তলোয়ার! তিনি আসিয়াই রাজা উদয়নকে নমস্কার করিলেন। রাজা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়! আপনি কে? এখানে আপনার কি প্রয়োজন?" তিনি বলিলেন—"আমি পূর্ব্বে মানুষ ছিলাম এবং আমার নাম ছিল, শক্তিদেব। মহাদেবের কৃপায় এখন বিদ্যাধরদিগের সম্রাট্ হইয়াছি—এখন আমার নাম, শক্তিবেগ। দৈববলে জানিতে পারিয়াছি যে, আমাদিগের ভবিষ্যৎ সম্রাট্ আপনার পুত্ররূপে জন্মিয়াছেন। আর তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্যই

আমার এখানে আগমন।" ইহা শুনিয়া রাজা উদয়ন সন্তুষ্ট চিত্তে কুমার নরবাহনদত্তকে আনিয়া তাঁহাকে দেখাইলেন। রাজকুমারকে দেখিয়া, শক্তিবেগ সেখানে আর মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিলেন না।

দেখিতে দেখিতে রাজকুমারের আট বৎসর পূর্ণ হইয়া গেল। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার গুণেরও বৃদ্ধি দেখিয়া, রাজা ও দুই রাণীর আহ্লাদের সীমা রহিল না। এই সময়ে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। তক্ষশিলার প্রবল পরাক্রান্ত রাজা কলিঙ্গদত্তের, কলিঙ্গসেনা নামে অসাধারণ সুন্দরী এক কন্যা ছিল। এই কন্যা দৈবাৎ উদয়নকে দেখিতে পাইয়া, মনে মনে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন। কিন্তু তাঁহার পিতা অতি বৃদ্ধ এক রাজার সহিত তাঁহার বিবাহ দিতে চাহিলে, তিনি তাঁহার সখী নলকুবেরের পত্নী সোমপ্রভার সাহায্যে, গোপনে এক মায়ারথে চড়িয়া বৎসরাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তারপর রাজা উদয়নের নিকট লোক পাঠাইয়া জানাইলেন—"মহারাজ! আমি তক্ষশিলার রাজা কলিঙ্গদত্তের কন্যা, কলিঙ্গসেনা; একদিন আপনাকে দেখিতে পাইয়া মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছি। এখন ঘটনাক্রমে এখানে আসিয়াছি—আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বিবাহ করুন।"

দূতমুখে এই কথা শুনিয়া, রাজা উদয়ন তখনই সম্মত হইয়া তাহাকে বিদায় করিলেন। তারপর মন্ত্রী যৌগন্ধরায়নকে ডাকিয়া সমস্ত বিষয় বর্ণনা করিয়া বলিলেন—"শুনিয়াছি, এই

কলিঙ্গসেনা নাকি ত্রিভুবনে বিখ্যাত সুন্দরী। তিনি আমাকে বিবাহ করিবার জন্য স্বইচ্ছায় এখানে আসিয়াছেন। ইঁহাকে ত নিরাশ করা যাইতে পারে না! সুতরাং বল, কি উপায়ে এবং কখন ইঁহাকে বিবাহ করিব।" রাজার কথায় যৌগন্ধরায়ণ চিন্তিত হইয়া ভাবিলেন—"এই কলিঙ্গসেনার সৌন্দর্য্যের কথা আমিও শুনিয়াছি। রাজা ইঁহাকে পাইলে অন্য সকলের কথা ভুলিয়া যাইবেন আর তাহা হইলে বাসবদত্তাও বাঁচিবেন না। সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারেরও মৃত্যু নিশ্চিত! রাণী পদ্মাবতী কুমারকে অত্যন্ত ভালবাসেন সুতরাং তিনিও তখন প্রাণ-বিসর্জ্জন করিবেন। তখন রাজার দুই শ্বশুর চণ্ডমহাসেন ও প্রদ্যোত, আমাদিগের সহিত শত্রুতা করিতে ক্ষান্ত হইবেন না। তবেই ত দেখিতেছি একেবারে সর্ব্বনাশ হইবে! আবার রাজাকে যদি বাধা দেওয়া যায়, তবে তাঁহার জেদ্ আরও বাড়িয়া যাওয়া সম্ভব। অতএব, কৌশল করিয়া আমাকে অতি সাবধানে কাজ করিতে হইবে—কোন উপায়ে বিবাহের দিন বিলম্বে স্থির করা চাই।"

মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া মন্ত্রী বলিলেন—"মহারাজ! কলিঙ্গসেনা যে নিজে ইচ্ছা করিয়া আপনাকে বিবাহ করিতে এখানে আসিয়াছেন, তাহা অতি সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু তিনি সম্ভ্রান্ত ও ক্ষমতাশালী রাজার কন্যা, সুতরাং উত্তম দিন দেখিয়া জাঁকজমকের সহিত তাঁহাকে বিবাহ করা উচিত। অতএব আমি বলি, এখন তাঁহাকে

একটি প্রাসাদ ঠিক করিয়া দেওয়া হউক, তিনি এখানে বাস করুন। ইতিমধ্যে আমরা বিবাহের দিন ও লগ্ন স্থির করিয়া, আয়োজন উদ্যোগ করিতে থাকি।" মন্ত্রীর এই সুন্দর পরামর্শ রাজার পছন্দ হইল, তিনি তখনই কলিঙ্গসেনার বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

এদিকে রাণী বাসবদত্তা এই সংবাদ পাইয়া মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মন্ত্রী আসিলে পর বলিলেন—"মন্ত্রী মহাশয়! আপনি না বলিয়াছিলেন—'আমি যতদিন এখানে মন্ত্রী থাকিব, ততদিন পদ্মাবতী ভিন্ন অন্য কেহ আপনার সপত্নী হইবে না।' কিন্তু এখন যে শুনিতেছি, এই কলিঙ্গসেনাকে নাকি রাজা বিবাহ করিবেন! সুতরাং আপনার কথা যে মিথ্যা হইবে? আর রাজা যদি এই কন্যাকে বিবাহ করেন, তবে জানিবেন, আমার নিশ্চয় মৃত্যু হইবে।" তখন যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন—"রাণি! আপনি শান্ত হউন, চিন্তা করিবেন না। এখন আপনাকে একটি কাজ করিতে হইবে—রাজাকে বাধা না দিয়া এইরূপ ভাব দেখাইতে হইবে, যেন আপনি এ বিবাহে সম্মত আছেন। রাজা যখন আপনার নিকট আসিবেন, তখন প্রকৃত ভাব গোপন রাখিয়া, তাঁহাকে আদর অভ্যর্থনা করিয়া বলিবেন, 'কলিঙ্গসেনাকে বিবাহ করিলে, তাহার শক্তিশালী পিতা আপনার বন্ধু হইবেন এবং তাহা হইলে আপনার ক্ষমতাও বাড়িবে।' আপনি এরূপ করিলে, রাজাও আপনার মহত্ত্ব দেখিয়া মুগ্ধ

হইয়া যাইবেন এবং আপনার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও ভক্তি বাড়িবে। তখন তিনি ভাবিবেন, 'কলিঙ্গসেনা ত হাতের কাছেই রহিয়াছে, সুতরাং বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইবার কারণ নাই।' আর একটি কথা—পদ্মাবতীকেও এইরূপ উপদেশ দিয়া প্রস্তুত রাখিবেন। তারপর দেখিবেন, আমি কিরূপ চালাকি করিয়া রাজাকে ফাঁকি দেই।" বাসবদত্তা যৌগন্ধরায়ণের উপদেশ সন্তুষ্টচিত্তে মানিয়া লইলে পর, মন্ত্রী বিদায় হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

উল্লিখিত ঘটনার পর দিন প্রাতঃকালে, চতুর যৌগন্ধরায়ণ. রাজার নিকট গিয়া বলিলেন—"মহারাজ! বিবাহের দিন দেখাইতেছেন না কেন? আর বিলম্বের প্রয়োজন কি?" এ কথায় রাজা তখনই জ্যোতিষীদিগকে ডাকাইয়া, বিবাহের দিন স্থির করিতে বলিলেন। মন্ত্রী ইহার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন; সুতরাং তাহারা আসিয়া বলিল —"মহারাজ! আজ হইতে ঠিক ছয় মাস পরে বিবাহের উত্তম দিন আছে।" ইহা শুনিয়া মন্ত্রী, যেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন এরূপ ভাব দেখাইয়া, রাজাকে বলিলেন—"মহারাজ! এ লোকগুলি গণ্ডমূর্খ! কিছুদিন পূর্ব্বে যে জ্যোতিষীকে আপনি পুরস্কার দিয়াছিলেন সে বাস্তবিকই জ্ঞানী—তাহাকে ডাকাইয়া বিবাহের দিন স্থির করিতে বলুন।" কিন্তু রাজার হুকুমে সে

জ্যোতিষী আসিয়াও, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সেই ছয় মাস পরেই দিন স্থির করিল! ইহাতে রাজা উদয়ন নিতান্ত বিরক্ত হইয়া মন্ত্রীকে বলিলেন—"এই জ্যোতিষীকে লইয়া কলিঙ্গসেনার নিকট যাও এবং তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া, যাহা ভাল মনে হয় তাহাই কর।" যৌগন্ধরায়ণ জ্যোতিষীর সহিত কলিঙ্গসেনার নিকট গিয়া বলিলেন—"রাজা উদয়ন এই জ্যোতিষী পাঠাইয়াছেন, ইঁহার তুল্য জ্ঞানী এদেশে অন্য কেহ নাই। আপনার জন্মের তিথি, নক্ষত্র সব বলুন, ইনি তাহার সাহায্যে গণনা করিয়া বিবাহের দিন স্থির করিবেন।"

যৌগন্ধরায়ণ জ্যোতিষীকে শিখাইয়া রাখিয়াছিলেন, সুতরাং কলিঙ্গসেনার নিকট হইতে তিথি নক্ষত্র জানিয়া, সে আবার সেই ছয়মাস পরেই দিন স্থির করিল! রাজকুমারী এই বিলম্বে দুঃখিত হইলেন দেখিয়া, তাঁহার এক সখী বলিল—"বিবাহ শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই, ভাল দিনে হওয়াই উচিত, তবেই দম্পতি সুখী হইবে।" ইহা শুনিয়া রাজকন্যাও বলিলেন—"মন্ত্রী মহাশয়! আপনি পরম জ্ঞানী, আপনি যাহা ভাল মনে করেন তাহাই করুন।" তখন চতুর মন্ত্রী রাজার নিকট ফিরিয়া আসিয়া এই কথা জানাইলেন।

এইরূপে বিবাহের দিন ছয়মাস পরে স্থির করিয়া, যৌগন্ধরায়ণ তাঁহার বন্ধু সেই ব্রাহ্মণরাক্ষস যোগেশ্বরকে স্মরণ করিলেন। রাক্ষস ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছিল—'তুমি স্মরণ করিলেই আসিব', সুতরাং তখনই আসিয়া উপস্থিত হইল। মন্ত্রী তাহাকে



যৌগন্ধরায়ণ ও ব্রহ্মরাক্ষস যোগেশ্বর।

কলিঙ্গসেনা সম্বন্ধে সমস্ত ঘটনা জানাইয়া বলিলেন—"ছয়মাস সময় পাওয়া গিয়াছে ; এই সময়ের মধ্যে চালাকি করিয়া, কলিঙ্গসেনার প্রতি কোন রকমে রাজার বিরক্তি জন্মাইতে হইবে। আমি একটা উপায় ভাবিয়াছি—কলিঙ্গসেনা পূর্ব্ব-জন্মে অপ্সরা ছিল, শাপগ্রস্ত হইয়া পৃথিবীতে জন্মিয়াছে ; তাহার মত সুন্দরী ত্রিভুবনে আর কেহ নাই। আমার মনে হয়, নিশ্চয় কোন গন্ধর্ব্ব কিংবা বিদ্যাধর তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য গোপনে চেষ্টা করিতেছে। এখন তোমাকে একটি কাজ করিতে হইবে—এই ব্যাপারের সন্ধান লওয়া চাই। উদয়ন যদি একটিবার জানিতে পারেন যে, কলিঙ্গসেনাকে অন্য কেহ গন্ধর্ব্বমতে গোপনে বিবাহ করিয়াছে, তবেই আমার কার্য্য উদ্ধার হইল।" ইহার পর হইতে রাক্ষস যোগেশ্বর, অদৃশ্য থাকিয়া কলিঙ্গসেনার প্রাসাদ পাহারা দিতে লাগিল।

এদিকে রাজা উদয়ন, বিবাহের উত্তম দিন নিকটে না থাকাতে, অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বাসবদত্তার নিকটে গেলেন। মন্ত্রীর শিক্ষামত রাণী তাঁহাকে পরম সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিলে, রাজা সবিস্ময়ে ভাবিলেন—"কি আশ্চর্য্য! রাণী কলিঙ্গসেনার ব্যাপার জানেন, অথচ আমার প্রতি বিরক্ত হন নাই! ইহার কারণ কি?" এই ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাণি! তুমি কি শুন নাই যে, এক বিদেশী রাজকন্যা আমাকে বিবাহ করিবার জন্য স্বইচ্ছায় এখানে আসিয়াছেন?" রাণী তখনই উত্তর দিলেন—"হাঁ মহারাজ! শুনিয়াছি বৈকি। আর

শুনিয়া আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। এই কন্যার পিতা একজন ক্ষমতাশালী রাজা; এই বিবাহ হইলে তিনি আপনার সহায় হইবেন এবং আপনার বল অনেকটা বাড়িবে।"

বাসবদত্তার কথা শুনিয়া উদয়ন সবিস্ময়ে ভাবিলেন—"কি আশ্চর্য্য মহত্ত্ব! কি অদ্ভুত স্বার্থত্যাগ! এরূপ রাণীর যদি অনিষ্ট হয়, তবে আমার সর্ব্বনাশ হইবে! ইহার উপর আমার পুত্র, শ্বশুর, শ্যালক এবং পদ্মাবতী সকলেরই জীবন নির্ভর করে। আমার এই বিশাল রাজ্যের মঙ্গল অমঙ্গল, সকলই ইহার উপর। তবে কি করিয়া আমি কলিঙ্গসেনাকে বিবাহ করিতে পারি?" এই বিষয় ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি শেষ হইল, রাজাও অন্তঃপুর হইতে বাহির হইলেন।

পরদিন রাজা পদ্মাবতীর নিকট গেলে পর, বাসবদত্তার উপদেশ মত তাঁহার অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি হইল না। তখন রাজা তাঁহাকে প্রশ্ন করিলে, তিনিও সেইরূপ উত্তরই দিলেন। দুই রাণী ঠিক একই রকম কথা বলিলেন দেখিয়া, উদয়ন মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের নিকট তাঁহাদিগের কত যে সুখ্যাতি করিলেন, তাহা আর কি বলিব! চতুর মন্ত্রী সুবিধাটুকু পাইলে ছাড়েন না। তিনি যখন দেখিলেন, রাজা দুমনা হইয়া ভাবিতেছেন, তখন বলিলেন—"মহারাজ! রাণীরা আপনার মঙ্গলের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও প্রস্তুত আছেন এবং সেইজন্যই তাঁহারা ঐরূপ উত্তর দিয়াছেন। স্বামীর শ্রদ্ধা হারাইলে কিংবা তাঁহার মৃত্যু হইলে, সাধ্বী স্ত্রীলোকেরা যে মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন,

ইহা আর আশ্চর্য্য কি? আপনি যদি কলিঙ্গসেনাকে বিবাহ করেন, তবে বাসবদত্তা প্রাণত্যাগ করিবেন; সঙ্গে সঙ্গে পদ্মাবতীরও মৃত্যু হইবে! তখন রাজকুমার নরবাহনদত্ত কি করিয়া বাঁচিবেন? আর আমি জানি, রাজকুমারের কোন বিপদ হইলে, আপনি তাহা সহ্য করিতে পারিবেন না; সুতরাং আপনার এই সমস্ত সুখ সৌভাগ্যও নষ্ট হইয়া যাইবে। মহারাজ! বনের পশুরা পর্য্যন্ত নিজের সুবিধাটুকু দেখে; আর আপনার মত জ্ঞানী ব্যক্তি কি সে বিষয় উদাসীন হইবেন?"

বিজ্ঞ মন্ত্রীর কথায় রাজার চৈতন্য হইল, বলিলেন—"তুমি সত্য কথাই বলিয়াছ, কলিঙ্গসেনাকে বিবাহ করিবার আবশ্যক কি? জ্যোতিষিগণ যে বিবাহের দিন বিলম্বে স্থির করিয়াছিল, সেটা নিতান্তই সৌভাগ্যের বিষয়।" ইহা শুনিয়া মন্ত্রী মনে মনে ভাবিলেন—"যাহা হউক, ব্যাপারটি ঠিক আমাদের ইচ্ছামতই হইতে চলিল দেখিতেছি!" এই ভাবিয়া তিনি বিদায় হইলেন।

কলিঙ্গসেনার বাড়ী পাহারা দিবার জন্য, যৌগন্ধরায়ণ রাক্ষস যোগেশ্বরকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন—একথা ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তখন হইতে যোগেশ্বর, প্রতি রাত্রে কলিঙ্গসেনার বাড়ী পাহারা দেয়। এদিকে সত্য সত্যই বিদ্যাধরদিগের এক রাজা 'মদনবেগ', কলিঙ্গসেনাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি জানিতেন যে, কলিঙ্গসেনা রাজা উদয়ন ভিন্ন অন্য কাহাকেও বিবাহ করিবেন না। সেজন্য তিনি প্রতি

দিন রাত্রে আকাশে অদৃশ্য থাকিয়া, কলিঙ্গসেনার প্রাসাদের উপর ঘুরিয়া বেড়াইতেন কিন্তু ভিতরে যাইতে সাহস পাইতেন না। একদিন তিনি এক বুদ্ধি খেলিলেন—রাজা উদয়নের রূপ ধরিয়া, কলিঙ্গসেনার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র কলিঙ্গসেনা মনে করিলেন, সত্য সত্যই উদয়ন আসিয়াছেন, তাই তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তখন উদয়নরূপী মদনবেগ গন্ধর্ব্বমতে রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া সেখানেই রহিলেন।

এই সময়ে রাক্ষস যোগেশ্বর যাদুবলে অদৃশ্য হইয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলে পর, যখন উদয়নরূপী মদনবেগকে দেখিতে পাইল, তখন তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না! আর তখনই ছুটিয়া গিয়া যৌগন্ধরায়ণকে এই সংবাদ দিল। ইহা শুনিয়া মন্ত্রী সন্তুষ্ট হইলেন; কারণ, তিনি বলিলেন—"যোগেশ্বর! তুমি ঠকিয়াছ—রাজা মোটেই সেখানে যান নাই। তুমি আবার যাও এবং ভাল করিয়া দেখিয়া আইস—ঐ ব্যক্তি কে।" যোগেশ্বর পুনরায় কলিঙ্গসেনার বাড়ীতে গেল। তখন মদনবেগ ঘুমাইতেছিলেন। ঘুমের মধ্যে মন্ত্রবল থাকে না, সেজন্য তাঁহার শরীরে উদয়নের রূপ ছিল না। তিনি বিদ্যাধর রূপেই নিদ্রিত ছিলেন। ইহা দেখিয়া যোগেশ্বর সেখানে আর মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিল না; মন্ত্রীর নিকট ফিরিয়া গিয়া এই সংবাদ জানাইল। যৌগন্ধরায়ণ পরদিন প্রাতঃকালে রাজার নিকট গিয়া বলিলেন—"মহারাজ! এক বিদ্যাধরের সহিত কলিঙ্গসেনার বিবাহ হইয়াছে, সে প্রতি

রাত্রে তাঁহার বাড়ীতে আসে। আমি যাদুবলে এই সব কথা জানিতে পারিয়াছি। আপনি আজ রাত্রে যদি আমার সঙ্গে সেখানে যান, তবে নিজের চোখে সেই বিদ্যাধরকে দেখিতে পাইবেন।" এ কথায় নিতান্ত বিস্মিত হইয়া রাজা উদয়ন তখনই সম্মত হইলেন।

তারপর রাত্রিতে যখন সকলে ঘুমে অচেতন তখন উদয়ন, মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের সহিত কলিঙ্গসেনার বাড়ীতে গেলেন। পরে গোপনে ভিতরে গিয়া দেখিলেন, সত্যই এক বিদ্যাধর কলিঙ্গসেনার ঘরে শুইয়া রহিয়াছে। এই সময়ে মদনবেগ হঠাৎ জাগিয়াই শূন্যে উড়িয়া চলিয়া গেল; পরে কলিঙ্গসেনাও জাগিয়া বলিতে লাগিলেন—"এ কি! রাজা উদয়ন হঠাৎ কোথায় চলিয়া গেলেন?" ইহা শুনিয়া যৌগন্ধরায়ণ চুপি চুপি রাজাকে বলিলেন—"শুনিলেন ত মহারাজ! ঐ বিদ্যাধর আপনার রূপ ধরিয়া ফাঁকি দিয়া, কলিঙ্গসেনাকে বিবাহ করিয়াছে। যাহা হউক, আপনি মানুষ, সুতরাং বিদ্যাধরের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবেন না।" এই বলিয়া উভয়ে কলিঙ্গসেনার নিকট যাইবামাত্র তিনি বলিলেন—"মহারাজ! আপনি কি তবে মন্ত্রীকে আনিবার জন্য চলিয়া গিয়াছিলেন?" তখন যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন—"রাজকুমারি! আপনি ভুল করিতেছেন। আপনার স্বামী এক বিদ্যাধর—রাজার বেশে ফাঁকি দিয়া আপনাকে বিবাহ করিয়াছেন।" একথায় রাজকন্যার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইল কিন্তু তবু তাঁহার মন মানিল না;

বলিলেন—"মহারাজ! দুষ্মন্ত যেমন বিবাহের পর শকুন্তলাকে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তেমনি আপনিও কি আমাকে বিবাহ করিয়া এখন ভুলিয়া গেলেন?" রাজা উদয়ন মাথা নীচু করিয়া বলিলেন—"সত্যই বলিতেছি, আমি তোমাকে বিবাহ করি নাই—আমি আজই এই প্রথম তোমার বাড়ীতে আসিলাম।" ইহার 'পর মন্ত্রী রাজাকে লইয়া প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন।

রাজা ও মন্ত্রী চলিয়া গেলে পর, কলিঙ্গসেনা আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"হে স্বর্গের দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরগণ! কে রাজা উদয়নের বেশে আসিয়া আমাকে বিবাহ করিয়াছেন, একবার আমাকে দেখা দিন্।" এই কথা বলিবা-মাত্র, মদনবেগ স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া বলিলেন—"রাজকুমারি! আমি বিদ্যাধররাজ মদনবেগ। তোমাকে একদিন তোমার পিতার প্রাসাদে দেখিয়া, মহাদেবের তপস্যা করিয়াছিলাম এবং তাঁহার বরেই তোমাকে বিবাহ করিয়াছি।" রাজকুমারী দেখিলেন, মদনবেগ তাঁহার উপযুক্ত স্বামীই হইয়াছেন। তখন তাঁহার আহ্লাদের সীমা রহিল না। কিন্তু তিনি মানুষ, সুতরাং স্বামীর বাড়ীতে যাইবার তাঁহার অধিকার নাই—এই ভাবিয়া, মদনবেগের অনুরোধে তিনি সেখানেই থাকিতে সম্মত হইলেন। যাইবার সময় মদনবেগ তাঁহাকে রাশি রাশি মূল্যবান্ ধনরত্ন দিয়া বলিয়া গেলেন—"তোমার কোন ভাবনা নাই, আমি প্রতিদিন রাত্রে এখানে আসিব।"

দশম পরিচ্ছেদ

এই সময়ে একদিন মহাদেব কামের পত্নী রতিকে ডাকিয়া বলিলেন—"তোমার স্বামী বৎসের রাজা উদয়নের পুত্ররূপে জন্মিয়াছে, আর তাঁহার নাম হইয়াছে, নরবাহনদত্ত। তুমিও মানুষ জন্ম না লইয়াই, আমার বরে মানুষ দেহ ধরিয়া, পৃথিবীতে তোমার স্বামীর সহিত মিলিত হইবে।" রতিকে একথা বলিয়া, মহাদেব ব্রহ্মাকে ডাকিয়া বলিলেন—"কলিঙ্গসেনার শীঘ্রই একটি পুত্র জন্মিবে! এখন তুমি এক কাজ কর—রতিকে পরমসুন্দরী একটি কন্যা বানাও। তারপর কলিঙ্গসেনার পুত্র জন্মিবামাত্র, কৌশলে তাহার স্থানে এই কন্যাকে রাখিয়া, সেই পুত্রটিকে সরাইয়া ফেলিবে—দেখিও, কেহ যেন এই ব্যাপার বুঝিতে না পারে।"

মহাদেবের আদেশে, ব্রহ্মা রতিকে পরমসুন্দরী কন্যা করিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। তারপর কলিঙ্গসেনার পুত্র জন্মিল। ব্রহ্মাও মন্ত্রবলে সূতিকাগৃহে সকলের মোহ আনিয়া, পুত্রের স্থানে সেই কন্যাকে রাখিলেন এবং পুত্রটিকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। এদিকে মোহ ভাঙ্গিলে পর সকলে দেখিল, কলিঙ্গসেনার আশ্চর্য্য সুন্দরী কন্যা হইয়াছে! কন্যার রূপের জ্যোতিতে সুতিকাগৃহ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এই ঘটনার পর মদনবেগ তাঁহার কন্যাকে দেখিতে আসিলেন। আর বিদায়ের সময় কলিঙ্গসেনাকে বলিলেন—"স্বর্গবাসী সকলকে

একটি নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। নিয়মটি এই—"কাহারও মানুষস্ত্রীর সন্তান জন্মিলে, তখনই সেই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। সুতরাং আমিও আর এখানে আসিতে পারিব না। কিন্তু তবু, বিশেষ প্রয়োজনে তুমি আমাকে স্মরণ করিবামাত্র, আমি দেখা দিব।" এই বলিয়া মদনবেগ চলিয়া গেলেন। এই ঘটনায় কলিঙ্গসেনার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইল কিন্তু তবু তিনি সন্তানের মুখের দিকে চাহিয়া, রাজা উদয়নের আশ্রয়ে তাঁহারই সেই প্রাসাদে বাস করিতে লাগিলেন।

ক্রমে রাজবাড়ীতে সকলেই কলিঙ্গসেনার এই রূপবতী কন্যার জন্মের কথা শুনিলেন। মহাদেব উদয়নের অজ্ঞাতে তাঁহার মনটিকে অধিকার করিয়া, তাঁহাকে দিয়া রাণী বাসবদত্তা ও যৌগন্ধরায়ণের নিকট বলাইলেন—"আমি জানি, কলিঙ্গসেনা স্বর্গের বিদ্যাধরী—শাপগ্রস্ত হইয়া পৃথিবীতে জন্মিয়াছে। সুতরাং তাহার কন্যাও যে দেবীর মত সুন্দরী হইবে, সেটা আর আশ্চর্য্য কি? আর এই কন্যা যখন রূপে আমার নরবাহনের তুল্য, তখন, ইহাকে তাহার পাটরাণী করিয়া দিব। আমাব মনে হইতেছে, ঠিক যেন একটা দৈববাণী শুনিতেছি—কলিঙ্গসেনার এই কন্যাকে দেবতারা নরবাহনদত্তের ভাবী রাণী করিলেন।" রাজার কথা শুনিয়া যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন—"ঠিক বলিয়াছেন মহারাজ! আমরাও শুনিয়াছি যে—কামদেব দগ্ধ হইলে পর, তাঁহাকে জীবিত করিবার জন্য, রতি মহাদেবের পূজা করেন। তখন মহাদেব তাঁহাকে বর

দিলেন—'তোমার স্বামী পৃথিবীতে জন্মিয়াছে। তুমিও মানুষ হইয়া তাহার সহিত মিলিত হইবে।' এদিকে যুবরাজ নরবাহনদত্তও জন্মিলে পর দৈববাণী হইয়াছিল—'এই পুত্র কামদেবের অবতাররূপে জন্মিয়াছে।' সুতরাং কলিঙ্গসেনার কন্যার যে রতির অংশে জন্ম এবং দেবতারা যে তাহাকে যুবরাজের ভাবী পত্নী মনন করিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কলিঙ্গসেনার কন্যার শরীরে রূপের জ্যোতি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। কলিঙ্গসেনা তাঁহার স্বামীর নামে কন্যার নাম রাখিলেন—মদনমঞ্জুকা। একদিন রাণী বাসবদত্তা কৌতূহল বশতঃ মদনমঞ্জুকাকে রাজবাড়ীতে আনাইলেন। রাজা উদয়ন ও যৌগন্ধরায়ণ প্রভৃতি মন্ত্রিগণ তাহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন—মদনমঞ্জুকা সত্যসত্যই রতির অবতাররূপে জন্মিয়াছে। তখন রাজকুমার নরবাহনদত্তকেও সেখানে আনা হইল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কন্যাকে দেখিবা মাত্র, যুবরাজের চোখে যেন আর পলক পড়ে না—কন্যাও একদৃষ্টে তাঁহার পানে তাকাইয়া রহিল। এই ব্যাপার দেখিয়া সকলে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেলেন! তখন হইতে এই শিশু দুইটি পরস্পর পরস্পরকে ছাড়িয়া মুহূর্ত্তের জন্যও থাকিতে পারিতনা।

ক্রমে নরবাহনদত্ত বড় হইলে, রাজা উদয়ন তাঁহার বিবাহের আয়োজন করিতে ইচ্ছা করিলেন। তাহা শুনিয়া কলিঙ্গসেনার আহ্লাদের সীমা রহিল না; কন্যার ভাবী স্বামী নরবাহনদত্তের প্রতি তাঁহার স্নেহ দিন দিন বাড়িয়া চলিল। রাজা উদয়ন

পুত্রের জন্য স্বতন্ত্র প্রাসাদ প্রস্তুত করাইলেন। তারপর মহা ঘটা করিয়া তাঁহাকে যুবরাজ করিতে আর বিলম্ব করিলেন না। ইহার পর উদয়ন যৌগন্ধরায়ণের পুত্র মরুভূতিকে যুবরাজের মন্ত্রী, রুমণ্বতের পুত্র হরিশিখকে সেনাপতি, এবং বসন্তকের পুত্র তপন্তককে তাঁহার বিদূষক (ভাঁড়) নিযুক্ত করিয়া দিলেন। আর গোমুখকে করা হইল শরীররক্ষক। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন কাজে ইহারা নিযুক্ত হইলে পর, স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও দৈববাণী হইল—"এই মন্ত্রিগণ রাজকুমারের সমস্ত কাজে সফল হইবে এবং সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে গোমুখ সর্ব্বদা যুবরাজের সঙ্গী হইবে।"

সেই দিন রাত্রিতে কলিঙ্গসেনা, সখী সোমপ্রভাকে স্মরণ করিলেন। সোমপ্রভার স্বামী নলকুবের দিব্যজ্ঞানে ইহা জানিতে পারিয়া, স্ত্রীকে বলিলেন—"যাও, কলিঙ্গসেনা. তোমাকে ডাকিয়াছেন। সেখানে গিয়া তাঁহার কন্যার জন্য একটি সুন্দর বাগান প্রস্তুত করিয়া দাও।" এই বলিয়া নলকুবের স্ত্রীকে কলিঙ্গসেনার পূর্ব্ব কথা বলিয়া দিয়া, বিদায় করিলেন।

সোমপ্রভা কলিঙ্গসেনার বাড়ীতে উপস্থিত হইলে, তিনি আহ্লাদে তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। আদর যত্নের পর সোমপ্রভা বলিলেন—"কলিঙ্গসেনা! তোমার যে মহা ক্ষমতাশালী এক বিদ্যাধরের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে, তাহা আমার স্বামীর নিকট শুনিয়াছি। আর শুনিয়াছি—তোমার

কন্যা রতি এবং নরবাহনদত্ত মদন। নরবাহনদত্ত তোমার কন্যাকে বিবাহ করিয়া বিদ্যাধরদিগের সম্রাট্ হইবে। তুমিও নাকি পূর্ব্বে অপ্সরা ছিলে, ইন্দ্রের শাপে মানুষ হইয়াছ। এখানে তোমার কার্য্য শেষ হইলেই না কি, পুনরায় অপ্সরা হইয়া স্বর্গে চলিয়া যাইবে। এখন আমার স্বামীর অনুরোধে, তোমার কন্যার জন্য এমন একটি বাগান প্রস্তুত করিয়া দিব যে, সেরূপ বাগান ত্রিভুবনে আর কোথাও নাই।” এই বলিয়া সোমপ্রভা, মন্ত্র বলে এক অদ্ভুত বাগান প্রস্তুত করিয়া দিয়া, বিদায় গ্রহণ করিলেন।

এদিকে রাত্রি প্রভাত হইলে বৎসের সকলে সবিস্ময়ে দেখিল কলিঙ্গসেনার বাড়ীর নিকট ইন্দ্রেব নন্দনকাননের ন্যায় একটি অদ্ভুত বাগান; যেন হঠাৎ আকাশ হইতে পড়িয়াছে! এই সংবাদ পাইয়া রাজা উদয়ন, রাণীদিগকে লইয়া মন্ত্রিগণের সহিত এবং নরবাহনদত্ত বন্ধুদিগের সহিত বাগান দেখিতে আসিলেন। এমন সুন্দর বাগান পূর্ব্বে কেহ কখন দেখেন নাই। বাগানের গাছগুলিতে সারা বৎসর ফল ফুল হয়! বাগানের পাখীগুলি সোণার! বাতাসটি বহিতেছে—তাহাও যেন ঠিক স্বর্গের সুগন্ধ বাতাস! রাজা উদয়ন, এই অদ্ভুত বাগানের কথা কলিঙ্গসেনাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন—“মহারাজ! বিশ্বকর্ম্মার অবতার ‘ময় দানব’ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞসভা ও ইন্দ্রের অমরাবতী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সেই ময় দানবের কন্যা সোমপ্রভা আমার বন্ধু। তিনিই যাদুবলে কাল রাত্রে,

মদনমঞ্চুকার জন্য এই বাগান প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।” এই বলিয়া সোমপ্রভার নিকট তিনি যাহা কিছু শুনিয়াছেন, সমস্তই বর্ণন করিলেন। তখন সকলে দেখিলেন, তাঁহারা পূর্ব্বে যে সব কথা শুনিয়াছিলেন, তাহার সহিত কলিঙ্গসেনার কথা একেবারে মিলিয়া গেল।

এই ঘটনার পরদিন, রাজা উদয়ন এক মন্দিরে পূজা করিতে গিয়া, সেখানে পরমসুন্দরী এবং বহুমূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কারে সজ্জিত, কয়েকজন মহিলা দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদিগকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সকলে বলিলেন—“আমরা সকলেই এক এক মূর্ত্তিমতী বিদ্যা, তোমার পুত্র নরবাহনদত্তের নাম শুনিয়া এখানে আসিয়াছি—এখন গিয়া সকলে তাহার শরীরে প্রবেশ করিব।” এই বলিয়া তাঁহারা অদৃশ্য হইলেন।

রাজা উদয়ন প্রাসাদে ফিরিয়া, সকলের নিকট এই অদ্ভুত কথা বলিলে পর যুবরাজের প্রতি দেবতার এই অনুগ্রহ দেখিয়া, তাঁহাদের আনন্দের সীমা রহিল না। এই সময়ে নরবাহনদত্ত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে, রাজার অনুরোধে বাসবদত্তা বীণা লইয়া মিষ্ট গান করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল সেই গান শুনিয়া, নরবাহনদত্ত বলিলেন—“মা! আপনার বীণাটির সুর ঠিক নাই।” এ কথায় রাজা বলিলেন—“বৎস নরবাহন বীণাটি ঠিক করিয়া লইয়া তুমি একটি গান কর।” যুবরাজ বীণার সুর বাঁধিয়া এমনই মিষ্ট গান করিলেন যে, তাহা শুনিলে সঙ্গীতগুরু গন্ধর্ব্বগণও অবাক্ হইয়া যাইতেন! সকলে

তখন বুঝিতে পারিলেন যে, বিদ্যার রাণীগণ সত্যসত্যই কুমারের শরীরে প্রবেশ করিয়াছেন!

এই ঘটনার পর, রাজা উদয়ন জ্যোতিষী ডাকিয়া বিবাহের দিন স্থির করিলেন। জ্যোতিষীগণ বলিল—"মহারাজ! বিবাহের পর কিছুকালের জন্য স্ত্রীর সহিত কুমারের ছাড়াছাড়ি হইবে; কিন্তু পরে পুনরায় মিলন হইয়া তিনি সুখী হইবেন।" ইহার পর যুবরাজ নরবাহনদত্তের বিবাহ উৎসব আরম্ভ হইল। এবং দেখিতে দেখিতে মহা ধুমধামের সহিত, মদনমঞ্চুকার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বিবাহের পর, একদিন নরবাহনদত্ত বন্ধুদিগের সহিত বাগানে আমোদ প্রমোদ করিতে গেলেন। তপন্তক এদিক্ সেদিক্ ঘুরিয়া ফিরিতেছিল। ক্ষণকাল পরে হঠাৎ সে রাজকুমারের নিকট ফিরিয়া আসিয়া উপস্থিত! তাহার মুখে খুব একটা আনন্দ ও বিস্ময়ের ভাব—চক্ষু দুটি বড় বড়! আসিয়াই বলিল—"যুবরাজ! নিকটেই দেখিয়া আসিয়াছি, আশ্চর্য্য সুন্দরী এক কন্যা আকাশ হইতে নামিয়া একটা বটগাছের নীচে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সঙ্গে সখীগণ রহিয়াছে, আর আমাকে দেখিয়াই বলিল—'যুবরাজকে এখানে ডাকিয়া আন।' তাই আমি হঠাৎ ফিরিয়া আসিলাম।" নরবাহনদত্ত একথা শুনিয়াই সেই বটগাছের নিকটে গেলেন এবং দেখিলেন, সত্যসত্যই

পরমসুন্দরী এক কন্যা দাঁড়াইয়া আছে। যুবরাজকে দেখিয়াই কন্যা নমস্কার করিল। তখন গোমুখ জিজ্ঞাসা করিল—"সুন্দরী! আপনি কে? এখানে আপনি কেন আসিয়াছেন?" একথায় কন্যা নরবাহনদত্তের দিকে চাহিয়া, নিজের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে আরম্ভ করিল—"হিমালয় পর্ব্বতে একটি সোণার নগর আছে—কাঞ্চনশৃঙ্গ। সেই নগরে বিদ্যাধররাজ হেমপ্রভ রাজত্ব করেন। তাঁহার রাণী অলঙ্কারপ্রভাকে তিনি প্রাণের সমান ভালবাসেন। রাজার অসীম ক্ষমতা, অগাধ ধনরত্ন—সৌভাগ্যের সীমা নাই। কিন্তু তাঁহার মনে একটি দুঃখ—তাঁহার কোন সন্তান জন্মিল না। অবশেষে পুত্রের জন্য তিনি মহাদেবের তপস্যা করিলেন।

বিদ্যাধররাজের পূজায় তুষ্ট হইয়া মহাদেব স্বপ্নে তাঁহাকে বলিলেন—'তোমার প্রবল পরাক্রান্ত এক পুত্র জন্মিবে। আর, গৌরীর প্রসাদে তোমার পরমসুন্দরী এক কন্যা জন্মিয়া, সে বিদ্যাধরদিগের ভবিষ্যৎ সম্রাট্ বৎসরাজের পুত্র নরবাহনদত্তের রাণী হইবে।' এই ঘটনার পর কালক্রমে রাণী অলঙ্কারপ্রভার একটি পুত্র জন্মিল, পুত্রের নাম হইল 'বজ্রপ্রভ'। ইহার কিছুকাল পরে রাণীর একটি কন্যাও জন্মিল আর সঙ্গে সঙ্গে দৈববাণী হইল—'এই কন্যা নরবাহনদত্তের স্ত্রী হইবে। ইহার নাম হইল 'রত্নপ্রভা'।' ক্রমে বজ্রপ্রভ বড় হইলে রাজা তাহার উপর রাজ্যভার দিয়া, রাণীর সহিত আরামে কাল কাটাইতে লাগিলেন।

রত্নপ্রভাও বড় হইল। রাজা রাণী সদাসর্ব্বদা তাহার বিবাহের বিষয় আলোচনা করেন। রাজা বলেন—'তাই ত, কন্যা বিবাহযোগ্য হইল কিন্তু এখনও তাহার উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করিতে পারিলাম না।' রাণী বলিলেন—'মহারাজ! দৈববাণীর কথা ভুলিলেন কি? রত্নপ্রভার যে আমাদের ভাবী সম্রাট্ নরবাহনদত্তের সঙ্গে বিবাহ হইবে—তাহাকে কেন কন্যাদান করুন না?' তখন রাজা বলিলেন—'সে কথা আমি ভুলি নাই। নরবাহনদত্ত কামদেবের অবতার, তাহার সহিত রত্নপ্রভার বিবাহ হইলে নিতান্ত সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু আমি অপেক্ষা করিতেছি, নরবাহনদত্ত বিদ্যাধরদিগের সমস্ত বিদ্যা, শাস্ত্র ও মন্ত্র লাভ করিলেই তাহাকে কন্যাদান করিব।'

পিতামাতার এই সকল কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইয়া,রত্নপ্রভা নরবাহনদত্তের প্রতি আকৃষ্ট হইল। তারপর রাত্রে ঘুমের মধ্যে দুর্গা তাহাকে স্বপ্ন দেখাইলেন—'বৎসে! কাল অতি শুভদিন। কালই তুমি কৌশাম্বী গিয়া তোমার ভাবী স্বামীকে দর্শন কর। পরে তোমার পিতা নিজে গিয়া তাহাব সহিত তোমার বিবাহ দিবেন।'ঘুম হইতে জাগিয়া রত্নপ্রভা মাকে স্বপ্নের কথা বলিলে, তিনি কহিলেন—'দেবীর যখন আদেশ হইয়াছে তখন তুমি এই মুহূর্ত্তে সেখানে যাও।'তখন রত্নপ্রভা দিব্য জ্ঞানে জানিতে পারিল যে, নরবাহনদত্ত বাগানে আমোদ প্রমোদ করিতেছেন; আর তখনই সে কৌশাম্বী যাত্রা করিল। যুবরাজ! আমিই সেই রত্নপ্রভা, আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি।"

কন্যার কাহিনী শুনিয়া নরবাহনদত্ত যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"কন্যা! তুমি যে আমাকে দেখিবার জন্য এখানে আসিয়াছ, সেটা আমার নিতান্ত সৌভাগ্য বলিতে হইবে।" এই সময়ে হঠাৎ আকাশে বিদ্যাধর সেনাদল দেখা দিল। রত্নপ্রভা বলিল—"মহারাজ! ঐ দেখুন আমার পিতাও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।" বিদ্যাধররাজ হেমপ্রভ পুত্রের সহিত নরবাহনদত্তের নিকট আসিলে, তিনি অতিশয় সমাদরের সহিত তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া রাজা উদয়নও মন্ত্রিগণের সহিত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

হেমপ্রভ রাজা উদয়নের নিকট সমস্ত বিষয় বর্ণন কয়িয়া তাঁহার অনুমতি চাহিলে, উদয়ন সন্তুষ্টচিত্তে মত দিলেন। বিদ্যাধররাজ তাঁহাকে অনেক ধন্যবাদ করিয়া বলিলেন—"মহারাজ! আপনি চিন্তা কবিবেন না, রত্নপ্রভার বিবাহ হইয়া. গেলে, আমি শীঘ্রই নরবাহনদত্তকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব।" তখন উদয়ন মনে মনে ভাবিলেন—"নরবাহন ভবিষ্যতে বিদ্যাধর দিগের সম্রাট হইবে, ইহা মহাদেবের আদেশ; এবং এই কথা জানিতে পারিয়াই বিদ্যাধররাজাগণ আমার নরবাহনকে জামাতা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। ইহা নিতান্ত সুখের বিষয়। সম্রাট্ হইবার পথে অনেক বাধা বিঘ্ন আছে; এরূপ অবস্থায় নরবাহনের ক্ষমতাশালী বিদ্যাধর আত্মীয়ের সংখ্যা যতই বাড়িবে, ততই তাহার পক্ষে মঙ্গল।"

ইহার পর মায়াবলে অদ্ভুত রথ প্রস্তুত করিয়া, হেমপ্রভ

পুত্র কন্যা ও নরবাহনদত্তের সহিত তাঁহার রাজধানী কাঞ্চনশৃঙ্গে ফিরিয়া আসিলেন। সেখানে অবিলম্বে বিবাহব্যাপার সম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহের পব কিছুকাল সুবর্ণপুরীতে স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া, নরবাহনদত্ত রত্নপ্রভার সহিত পরমসুখে কাটাইলেন। তারপর একদিন শ্বশুর শাশুড়ীর নিকট বিদায় লইয়া স্ত্রীর সহিত কৌশাম্বী ফিরিয়া আসিলেন।

কৌশাম্বী ফিরিবার কিছুকাল পর, একদিন নরবাহনদত্ত পিতার সহিত মৃগয়ায় গেলেন। বনে শিকারেব পশ্চাতে ঘুরিয়া ফিরিয়া যখন বড় ক্লান্তি বোধ হইল, তখন বন্ধু গোমুখের সহিত ঘোড়ায় চড়িয়া তিনি অন্য একটি বনে চলিয়া গেলেন। সে বনে শিকার করিলেন না, কাঠের একটা গোলা লইয়া দুই বন্ধুতে খেলা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সেখান দিয়া এক তপস্বিনী যাইতেছিলেন। কাঠের গোলাটি রাজকুমারের হাত হইতে পিছলাইয়া, হঠাৎ তাঁহার মাথায় পড়িয়া গেল! ইহাতে তপস্বিনী হাসিয়া বলিলেন—"এখনই তোমার এত অহঙ্কার? আর 'কর্পূরিকাকে' যদি বিবাহ কবিতে পার, তবে ত তোমার অহঙ্কারের সীমাই থাকিবে না!" একথা শুনিবামাত্র যুবরাজ ঘোড়া হইতে নামিয়া তপস্বিনীর পায়ে পড়িলেন, আর বলিলেন—"মা! আপনাকে দেখিতে পাই নাই, গোলাটি দৈবাৎ আপনার মাথায় পড়িয়া গিয়াছে—অনুগ্রহ করিয়া আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।" তপস্বিনী বলিলেন—"বাছা! আমি তোমার উপর রাগ করি নাই, তুমি ব্যস্ত হইও না।"

তপস্বিনীর কথায় ভরসা পাইয়া যুবরাজ পুনরায় বলিলেন—"মা ! আপনি যদি সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে ক্ষমা করিয়া থাকেন, তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলুন—আপনি যাহার কথা বলিলেন সেই কর্পূরিকা কে।" তপস্বিনী বলিলেন—"সমুদ্রের পরপারে কর্পূরসম্ভব নগর আছে, সেই নগরের রাজা কর্পূরক ; আর তাঁহার কন্যার নামই কর্পূরিকা। সে কন্যা এতই সুন্দরী যে তাহাকে দেখিলে মনে হয়, সমুদ্র মন্থনে প্রথম লক্ষ্মীটি হারাইয়া, সমুদ্রদেব যেন দ্বিতীয় লক্ষ্মীটিকে এই কর্পূরক রাজার ঘরে রাখিয়া দিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই কন্যা মানুষ মাত্রকেই ঘৃণার চক্ষে দেখে, সেজন্য এতকাল তাহার বিবাহ হয় নাই। কিন্তু আমার মনে হয়, তোমাকে দেখিলে তাহার সে রোগ দূর হইবে। অতএব আমি বলি, তুমি একবার সেখানে যাও, আর গেলেই তাহাকে পাইবে।" এই বলিয়া সন্ন্যাসিনী শূন্যে অদৃশ্য হইলেন।

সন্ন্যাসিনী চলিয়া গেলে পর, নরবাহনদত্তও কর্পূরিকার উদ্দেশে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন দেখিয়া, গোমুখ বলিল—"যুবরাজ ! ক্ষান্ত হউন, এরূপ দুঃসাহসের কাজ করিবেন না। একবার ভাবিয়া দেখুন, কোথায় আপনি আর কোথায় সমুদ্র এবং তাহার পরপারে সেই দেশ! সামান্য এক কন্যার জন্য এতদূর যাওয়াটা কি উচিত ? আর সে কন্যা যদি আপনাকে বিবাহ না-ই করে ? অতএব ক্ষান্ত হউন।" নরবাহনদত্ত বলিলেন—"সন্ন্যাসিনীর কথা কি মিথ্যা হইতে

পারে? আমি নিশ্চয়ই যাইব।" এই বলিয়া তিনি তখনই ঘোড়ায় চড়িয়া যাত্রা করিলেন। ইচ্ছা না থাকিলেও গোমুখ বাধ্য হইয়া প্রভুর পশ্চাৎ চলিল।

এদিকে মৃগয়া শেষ করিয়া উদয়ন রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন; ভাবিলেন, যুবরাজও সঙ্গীদিগের সহিত আসিতেছেন। যুবরাজের লোকেরা মরুভূতির সঙ্গেই ফিরিল। তাহারাও ভাবিল, তিনি পিতার সঙ্গেই ফিরিয়াছেন। এইরূপে সকলে কৌশাম্বী ফিরিয়া আসিলে দেখা গেল, যুবরাজ আসেন নাই। তখন রাজা উদয়ন রত্নপ্রভার বাড়ীতে গিয়া সংবাদ দিলেন। প্রথমটা রত্নপ্রভার মনে কষ্ট হইল বটে কিন্তু তিনি তখনই মন্ত্র বলে এক বিদ্যাকে ডাকিয়া, তাহার নিকট স্বামীর সংবাদ জানিতে পারিলেন। তখন শ্বশুরকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—"বনে এক সন্ন্যাসিনীর নিকট রাজকুমারী কর্পূরিকার সংবাদ পাইয়া, তাহাকে লাভ করিবার জন্য আমার স্বামী গোমুখের সহিত কর্পূরসম্ভবনগরে গিয়াছেন। সুতরাং আপনারা নিশ্চিন্ত হউন।" এইরূপে শ্বশুরকে শান্ত করিয়া রত্নপ্রভা আর এক বিদ্যাকে স্বামীর সাহায্যের জন্য পাঠাইলেন—সে সর্ব্বদা অদৃশ্য ভাবে সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার ক্লান্তি দূর করিবে।

এদিকে নরবাহনদত্ত গোমুখের সহিত ঘোড়ায় সেই বনের মধ্য দিয়া অনেক দূর গেলে পর, হঠাৎ এক রমণী আসিয়া বলিল—"রাজকুমার! আমি এক বিদ্যা, মায়াবতী। রত্নপ্রভার

আদেশে সমস্তক্ষণ অদৃশ্য থাকিয়া আপনাকে রক্ষা করিব—আপনি নির্ভয়ে চলিতে থাকুন।” এই বলিয়া সেই বিদ্যা অদৃশ্য হইল। নরবাহনদত্ত চলিলেন—আর তাঁহার ক্ষুধাও নাই ক্লান্তিও নাই। চলিতে চলিতে, দিবা শেষে তাঁহারা বনের মধ্যে সুন্দর একটি জলাশয় দেখিতে পাইয়া, সেখানে বড় একটা গাছের তলায় ঘোড়া দুটিকে বাঁধিলেন। জলাশয়ের ধারেই গাছগুলি পাকা ও মিষ্ট ফলে পূর্ণ ছিল। দুই জনে পেট ভরিয়া ফল খাইলেন; রাত্রিতে সেই গাছে চড়িয়াই ঘুমের ব্যবস্থা করা হইল। গভীর রাত্রে, ঘোড়ার চীৎকার শুনিয়া রাজকুমার জাগিয়া দেখেন, গাছের নীচে প্রকাণ্ড একটা সিংহ! ইহা দেখিয়াই ঘোড়া দুটির জন্য তাঁহার ভয় হইল। তিনি নামিয়া যাইবেন, এমন সময় গোমুখ তাঁহাকে শক্ত করিয়া ধরিল, কিছুতেই নামিতে দিবেন না। নিরুপায় হইয়া রাজকুমার হাতের তলোয়ার সিংহের গায়ে ছুড়িয়া মারিলেন। তলোয়ার সিংহের শরীরে বিন্ধিল বটে কিন্তু সে মরিল না। অধিকন্তু দুটি ঘোড়াকেই মারিয়া ফেলিল। তখন রাজকুমার গোমুখের তলোয়ার ছুড়িয়া সিংহটাকে বধ করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে দুইজন পদব্রজেই চলিলেন। চলিতে চলিতে যুবরাজ ভাবিতেছেন কর্পূরিকার কথা আর গোমুখ ভাবিতেছে—“ঘোড়া নাই, বনের পথও বড় দুর্গম—নিশ্চয়ই যুবরাজের কষ্ট হইতেছে।” এই ভাবিয়া ক্ষণকাল পরে সে বলিল—“যুবরাজ! রাণী রত্নপ্রভার মায়া মন্ত্র, যাদু বিদ্যা সবই



রাজকুমার জাগিয়া দেখেন, গাছের নীচে প্রকাণ্ড একটা সিংহ।

আপনাকে রক্ষা করিতেছে। সুতরাং রাজকুমারী কর্পূরিকাকে পাইতে আপনার বিশেষ কিছুই কষ্ট হইবে না।" এইরূপ কথাবার্ত্তায় চলিতে চলিতে, ক্রমে সন্ধ্যার সময় তাঁহারা আর একটি জলাশয়ের ধারে আসিয়া বিশ্রাম করিলেন।

পরদিন সকাল বেলা দুইজন পুনরায় চলিলেন। চলিতে চলিতে সমুদ্রের ধারে এক নগরে গিয়া উপস্থিত। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! নগরের লোকজন, বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকলেই কাঠের প্রস্তুত—জীবন্ত মানুষের মত চলিয়া বেড়াইতেছে কিন্তু কথা বলিতে পারে না! ক্রমে তাঁহারা রাজবাড়ীর নিকট পৌঁছিলেন এবং সেখানেও দেখিলেন হাতী, ঘোড়া সবই কাঠের। রাজবাড়ীতে সাত সারি সোণার প্রাসাদ। রাজকুমার গোমুখের সহিত বাড়ীর ভিতরে গিয়া দেখিলেন, সিংহাসনের উপর এক প্রবীন পুরুষ বসিয়া আছেন। তিনিই শুধু জীবিত কিন্তু তাঁহার চারিদিকে অনুচরগণ সকলেই কাঠের প্রস্তুত! নরবাহনদত্তকে দেখিয়াই সেই পুরুষ সিংহাসন হইতে নামিয়া, তাঁহাকে আদর যত্ন করিয়া নিজের সিংহাসনে বসাইলেন। আর জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়! আপনি কে? এই জনমানবশূন্য স্থানে একটি মাত্র সঙ্গী লইয়া কেন আসিয়াছেন?" এ কথায় নরবাহনদত্ত তাঁহার নিজের পরিচয় দিয়া, সেই লোকটির পরিচয় এবং তাঁহার নগরটি এরূপ অদ্ভুত কেন, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

নরবাহনদত্তের প্রশ্নের উত্তরে সেই ব্যক্তি তাহার

বৃত্তান্ত আরম্ভ করিয়া বলিল—"মহাশয়! কাঞ্চিনগরের রাজা বাহুবলের রাজ্যে আমরা দুই ভাই সূত্রধর বাস করিতাম। জ্যেষ্ঠের নাম"প্রাণধর",আমার নাম "রাজ্যধর"। অসুরদিগের কারিকর "ময়" যেমন ইচ্ছামত কাঠ কিংবা অন্য কোন ধাতু দিয়া অতি অদ্ভুত কলের সমস্ত জিনিষ প্রস্তুত করিতে পারে, আমাদিগের দুইজনেরও সেরূপ গুণ আছে। ক্রমে বড় ভাই পিতার সঞ্চিত সমস্ত ধন উড়াইয়া দিলেন। আমরা নিতান্ত দুরবস্থায় পড়িলাম। তখন দাদা দুটি কলের হাঁস প্রস্তুত করিলেন। রাত্রিতে তাহাদিগের পাখায় দড়ি বাঁধিয়া কল টিপিয়া ছাড়িয়া দিতেন, আর হাঁস দুটি উড়িয়া গিয়া রাজ-ভাণ্ডারের খিড়কি দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিত। তারপর মূল্যবান্ মণিমুক্তা লইয়া বাহিরে আসিলে, সেই দড়ি টানিয়া দাদা তাহাদিগকে বাড়ীতে আনিতেন। এই কাজ নিতান্ত বিপদপূর্ণ, কবে ধরা পড়িয়া যাইব! সুতরাং দাদাকে আমি প্রতিদিন সাবধান করিতাম কিন্তু তিনি শুনিতেন না। এইরূপে কিছুদিন সেই মণিমুক্তার সাহায্যে আমরা বেশ সুখেই কাটাইলাম। কিন্তু হায়! একদিন সত্য সত্যই আমাদিগের সেই হাঁস দুটিকে রাজার লোকেরা ধরিয়া ফেলিল! তখন দাদা প্রাণের ভয়ে তাঁহার নিজেরই প্রস্তুত এক কলের রথে চড়িয়া, স্ত্রী পুত্রের সহিত পলায়ন করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে আমিও আমার প্রস্তুত ঐরূপ একটি রথে চড়িয়া,চক্ষের নিমেষে এখানে আসিয়া উপস্থিত হই। তারপর এই শূন্য নগরের প্রাসাদে

প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, রাজার উপযুক্ত সমস্ত জিনিষ পত্রে প্রাসাদ পূর্ণ কিন্তু একটিও জন প্রাণী নাই। আমি আহারাদি করিয়া রাজার খাটে ঘুমাইলাম। রাত্রে স্বপ্নের মধ্যে এক দেবতা আসিয়া বলিলেন—'বৎস! তুমি এই প্রাসাদে বাস কর, অন্য কোথাও যাইও না। ক্ষুধা পাইলে প্রাসাদের বড় ঘরটিতে গেলেই খাদ্য পাইবে।' সেই অবধি আমি রাজার মত সুখ ভোগ করিয়া এখানেই আছি। নগরে লোকজন নাই, সেজন্য কাঠ দিয়া কলের হাতী, ঘোড়া, লোকজন প্রভৃতি সমস্তই প্রস্তুত করিয়া, এই প্রাসাদেই পরম সুখে বাস করিতেছি। মহাশয়! আপনি যে আমার বাড়ীতে আসিয়াছেন, সেটা নিতান্তই আমার সৌভাগ্যের বিষয়—দয়া করিয়া এখানে বাস করুন।"

রাজ্যধরের এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজকুমারের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি তখন সন্তুষ্টচিত্তে গোমুখের সহিত সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আহারের সময় রাজ্যধর ভাবিবামাত্র চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, নানা রকম সুমিষ্ট খাদ্য আসিয়া উপস্থিত হয়! আহারের পর যেন কোথা হইতে কে আসিয়া সমস্ত পরিষ্কার করে। বাড়ীর কাজ কর্ম্ম সমস্তই হয় কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না! এইরূপে নরবাহনদত্ত গোমুখের সহিত সেখানে কিছুদিন রহিলেন।

এই সময়ে একদিন গোমুখ রাজ্যধরকে বলিল—"আমার প্রভুর জন্য একটি কলের রথ প্রস্তুত করিয়া দাও, সেই রথে আমরা কর্পূরসম্ভব নগরে যাইব।" এ কথায় সূত্রধর তাহার

নিজের রথখানি আনিয়া নরবাহনদত্তকে দিল। রাজকুমার গোমুখের সহিত সেই রথে সমুদ্র পার হইয়া, একটি সুন্দর নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিতে পারিলেন, যে সেটি কর্পূরসম্ভব নগর, তখন তাঁহার আহ্লাদের সীমা রহিল না। রাজবাড়ীর নিকটে গিয়া দেখিলেন, একটি সুন্দর বাড়ী:তাহাতে এক বৃদ্ধা বসিয়া আছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বুড়ী মা! এই নগরের রাজার নাম কি? তাঁহার কয়টি সন্তান? আমরা বিদেশী লোক, এখানকার সংবাদ কিছুই জানি না।"

নরবাহনদত্তের উজ্জ্বল আকৃতি দেখিয়া বৃদ্ধা বুঝিতে পারিল যে, তিনি একজন মহা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তখন অতি বিনয়ের সহিত বলিল—"বাবা! এই কর্পূরসম্ভব নগরের রাজার নাম "কর্পূরক"। তাঁহার সন্তান ছিল না বলিয়া রাণী "বুদ্ধি-কারীর" সহিত মহাদেবের পূজা করেন। মহাদেবের বরে তাঁহার পরমরূপবতী এক কন্যা জন্মে, তাহার নাম "কর্পূরিকা"। এই কন্যার জন্মের সময় দৈববাণী হইয়াছিল যে, ইহার ভাবী স্বামী সমস্ত বিদ্যাধরদিগের সম্রাট্ হইবে। কর্পূরিকা এখন বড় হইয়াছে, রাজা তাহার বিবাহের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু উদ্ধত বালিকা মানুষ মাত্রকেই ঘৃণার চক্ষে দেখে, কিছুতেই বিবাহ করিতে সম্মত হয় না। আমার কন্যা তাহার সখী। রাজকুমারী নাকি তাহার নিকট বলিয়াছে—'সখি! পূর্ব্বজন্মের কথা আমার মনে আছে। যে কারণে আমি বিবাহ করিতে

চাই না, সেটি পূর্ব্বজন্মে ঘটিয়াছিল। শুন তবে বলি; পূর্ব্বজন্মে আমি রাজহংসী ছিলাম। সমুদ্রের ধারে এক চন্দন গাছে আমাদের বাসা ছিল, সেখানে স্বামী ও সন্তানগণ লইয়া সুখে থাকিতাম। একদিন বন্যা আসিয়া আমার সন্তানগুলিকে ভাসাইয়া নিল! মনের দুঃখে আমি সমুদ্রতীরে মহাদেবের মন্দিরে, আহার নিদ্রা ছাড়িয়া পড়িয়া থাকি। ইহাতে আমার স্বামী বিরক্ত হইয়া বলিলেন—'মৃত সন্তানের জন্য দুঃখ করিয়া কোন লাভ নাই, চল বাড়ী যাই।' এ কথায় আমার মনে আঘাত লাগাতে, আমি তখনই মাটিতে লম্বা হইয়া মহাদেবের নিকট এই প্রার্থনা করিলাম—'প্রভু! পরজন্মে যেন আমি রাজকন্যা হই, এবং আমার পূর্ব্বকথা মনে থাকে। এই প্রার্থনার পর স্বামীর সাক্ষাতেই সাগরের জলে প্রাণবিসর্জ্জন করিলাম। তারপর এই দেখ, আমি এখন রাজপুত্রী হইয়া আবার জন্মিয়াছি। আর পূর্ব্বজন্মের স্বামীর নিষ্ঠুরতার কথা মনে আছে বলিয়াই, এখন আমি বিবাহ করিতে চাই না'।"

এই ব্যাপার বর্ণন করিয়া বৃদ্ধা পুনরায় বলিল—"কর্পূরিকা সম্বন্ধে মহাদেব পূর্ব্বেই স্থির করিয়া দিয়াছেন যে, ভাবী বিদ্যাধর সম্রাটের সহিত তাহার বিবাহ হইবে। তোমার শরীরে দেখিতেছি মহাপুরুষের লক্ষণ রহিয়াছে; সে জন্য মনে হয়, দেবতারাই তোমাকে এখানে আনিয়াছেন এবং তোমার সহিত রাজকুমারীর বিবাহ হইবে।" এই বলিয়া বৃদ্ধা খুব

আদর যত্নের সহিত তাঁহাদিগকে আহারাদি করাইল ; আর তাহার অনুরোধে যুবরাজ সেখানেই রহিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে গোমুখের সহিত পরামর্শ করিয়া, রাজকুমার একটি উপায় স্থির করিলেন। তিনি পাশুপত সন্ন্যাসীর বেশে, গোমুখের সহিত রাজবাড়ীর দরজার সম্মুখে গিয়া, পায়চারি করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন —"হায়রে, আমার হংসী কোথায় গেল! হায়রে, আমার হংসী কোথায় গেল!" ইহা শুনিয়া সকলে মনে করিল, তিনি পাগল! তাহারা মহা বিস্ময়ের সহিত রাজকুমারীর নিকট গিয়া বলিল —"রাজকন্যা! কোথা হইতে পাগলের মত এক সন্ন্যাসী আসিয়া,প্রাসাদের দরজার সম্মুখে কেবলই বলিতেছে—হায়রে, আমার হংসী কোথায় গেল!" এ কথায় রাজকুমারীর মনে কৌতূহল হওয়াতে, তিনি এক সখীদ্বারা সন্ন্যাসীকে ডাকিয়া আনিলেন।—নরবাহনদত্ত সন্ন্যাসী সাজিয়াছেন বটে কিন্তু রূপ লুকাইবেন কোথায়? তাঁহার দেবতার মত সৌন্দর্য্য দেখিয়া, কন্যা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঠাকুর! আপনি রাজবাড়ীর দরজায় এ কি বলিতেছেন—হায়রে, আমার হংসী কোথায় গেল! হায়রে আমার হংসী কোথায় গেল!" সন্ন্যাসীরূপী নরবাহনদত্ত রাজকন্যার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া, কেবলই সেই কথা বলিতে লাগিলেন। তখন গোমুখ বলিল— "রাজকন্যা! শুনুন, আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি— সন্ন্যাসী ঠাকুর পূর্ব্বজন্মে রাজহংস ছিলেন। সমুদ্রের তীরে

এক চন্দন গাছেবাসা বানাইয়া স্ত্রীর সহিত বাস করিতেন। ঘটনাক্রমে একদিন তাঁহার সন্তানগণ বন্যার জলে ভাসিয়া যায়। সেই দুঃখে তাঁহার হংসী জলে ডুবিয়া মারা গেলেন। তখন স্ত্রীর মৃত্যুতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া, তিনি মহাদেবের উদ্দেশে প্রার্থনা করিলেন—'হে ঠাকুর! আমি যেন পর জন্মে রাজপুত্র হই এবং আমার পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ থাকে। আর সেই জন্মে যেন এই গুণবতী হংসী আমার স্ত্রী হয়— তাহারও যেন পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ থাকে।' এই বলিয়া তিনি সমুদ্রের জলে প্রাণত্যাগ করিলেন। তারপর তিনি বৎসের রাজা উদয়নের পুত্র নরবাহনদত্ত হইয়া পুনরায় জন্মিয়াছেন; আর তাঁহার পূর্ব্বজন্মও মনে আছে। তাঁহার জন্মের পর দৈববাণী হইয়াছিল যে, তিনি ভবিষ্যতে বিদ্যাধর-দিগের সম্রাট্ হইবেন। তারপর কালক্রমে তিনি যুবরাজ হইলে, দেবী মদনমঞ্জুকার সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। ইহার পর বিদ্যাধররাজ হেমপ্রভার কন্যা রত্নপ্রভা, স্বইচ্ছায় কৌশাম্বীতে আসিয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। কিন্তু তবুও নরবাহনদত্ত তাঁহার পূর্ব্বজন্মের হংসীর কথা ভুলিতে পারিলেন না। আমি শিশুকাল হইতে তাঁহার সেবা করিতেছি। একদিন কথায় কথায় তিনি আমাকে এ সব বৃত্তান্ত বলিয়াছেন।

এই সময়ে একদিন তিনি শিকার করিতে যান; আমিও তাঁহার সঙ্গে যাই। সেখানে এক সন্ন্যাসিনীর সহিত দেখা হইলে, তিনি কথায় কথায় নরবাহনদত্তকে বলিলেন—

'কামদেব শাপে হাঁস হইয়া, সমুদ্রের তীরে এক চন্দন গাছে বাস করিতেন। সেই সময় স্বর্গের এক অপ্সরাও শাপে হংসী হইয়া তাঁহার স্ত্রী হয়। তারপর সন্তানগণের মৃত্যুতে দুঃখিত হইয়া হংসী প্রাণত্যাগ করিলে, সেই হংসও সাগরের জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।' বৎস! তুমিই সেই হংস, মহাদেবের বরে বৎসের রাজকুমার নরবাহনদত্ত হইয়া জন্মিয়াছ। আর সেই হংসীও সমুদ্রতীরে কর্পূরসম্ভব নগরের রাজার ঘরে, কর্পূরিকা নামে রাজকুমারী হইয়াছে। অতএব, তুমি সেখানে গিয়া এই রাজকন্যাকে বিবাহ কর।' এই বলিয়া সেই সন্ন্যাসিনী অন্তর্হিত হইলেন। সন্ন্যাসিনীর উপদেশে আমার প্রভু নরবাহনদত্ত এই দেশে যাত্রা করিলেন।

ঘটনাক্রমে সমুদ্রের পরপারে হেমপুরে আসিয়া, প্রসিদ্ধ সূত্রধর রাজ্যধরের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। রাজ্যধরের অতি অদ্ভুত একখানি কলের রথ ছিল, সেই রথে সমুদ্র পার হইয়া আমরা এখানে আসিয়াছি। আমার প্রভু 'যে হায় আমার হংসী কোথায় গেল' বলিয়া রাজবাড়ীর দরজায় চীৎকার করিতেছিলেন, তাহার বৃত্তান্ত আমি আপনার নিকট বর্ণন করিলাম।"

গোমুখের রচিত এই আখ্যানটি, রাজকুমারী সত্য বলিয়াই মনে করিয়া লইলেন। তিনি যখন দেখিলেন, তাঁহার নিজের ঘটনাগুলি এই ঘটনার সহিত বেশ মিলিয়াছে, তখন তাঁহার মনে সন্দেহ হইবার আর কারণ কি? যাহা হউক, একথার পর তিনি রাজকুমার নরবাহনদত্তের অভ্যর্থনার ত্রুটি করিলেন না।

ক্রমে এই সংবাদ পাইয়া, রাজা কন্যার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মনে আনন্দ আর ধরে না। অবিলম্বে বিবাহের দিন স্থির হইল। শুভলগ্নে রাজকুমারী কর্পূরিকাকে বিবাহ করিয়া, নরবাহনদত্ত কিছুকাল সেখানে পরমসুখে বাস করিলেন।

ইহার পর একদিন যুবরাজ কৌশাম্বী ফিরিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, কর্পূরিকা বলিলেন—"বেশ ত! চল এখনই তোমার সেই কলের রথে চড়িয়া যাত্রা করি। আর যদি মনে কর যে তোমার রথে স্থানের অভাব হইবে, তবে ঐরূপ একখানি বড় রথ আমি দিতে পারি। প্রাণধর নামে অতিশয় নিপুণ এক বিদেশী সূত্রধর আমাদের এখানে আসিয়া কাজ করিতেছে। তাহাকে বলিলেই সে বড় একটা কলের রথ প্রস্তুত করিয়া দিবে।" এই বলিয়া রাজকুমারী প্রাণধরকে ডাকিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। তাঁহাদিগের কৌশাম্বী যাইবার কথাও রাজাকে জানান হইল।

ক্ষণকাল পরেই রাজা আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণধরও আসিয়া বলিল—"আমি ইতিপূর্ব্বেই বড় একখানি কলের রথ প্রস্তুত করিয়াছি, তাহাতে হাজার লোক অনায়াসে যাইতে পারিবে।" ইহা শুনিয়া নরবাহনদত্ত তাহাকে প্রশংসা করিয়া বলিলেন—"বাঃ, খুব বাহাদুর! আচ্ছা, রাজ্যধর নামে যে একজন চতুর সূত্রধর আছে, তুমি কি তাহার বড় ভাই?" এ কথায় প্রাণধর যুবরাজকে নমস্কার করিয়া বলিল—"আজ্ঞে

হাঁ। কিন্তু মহারাজ ! এ কথা আপনি জানিলেন কি করিয়া ?” তখন নরবাহনদত্ত রাজ্যধরের নিকট যাহা শুনিয়াছিলেন এবং যেরূপে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সে সব কথা বলিলেন।

ইহার পর শ্বশুর, শাশুড়ী প্রভৃতি সকলের নিকট বিদায় লইয়া, নরবাহনদত্ত রাণী কর্পূরিকা ও গোমুখের সহিত রথে চড়িলেন। রথের কল কৌশল সকলই প্রাণধর জানে, সুতরাং রাজা কর্পূরকের আদেশে সে সারথি হইয়া তাঁহাদিগের সঙ্গে চলিল। নরবাহনদত্তের ইচ্ছা, রাজ্যধরের দেশ হইয়া পরে কৌশাম্বী যাইবেন। সুতরাং প্রাণধর সমুদ্র পার হইয়া, চক্ষের নিমেষে রাজ্যধরের দেশ হেমপুরে রথ লইয়া গেল। এতদিন পরে নিরুদ্দেশ ভাইকে দেখিয়া, রাজ্যধরের মনে কি যে আহ্লাদ হইল তাহা বর্ণন করা যায় না ! যথাসময়ে রাজ্যধরের নিকট বিদায় লইয়া সকলে কৌশাম্বী পৌঁছিলেন।

কৌশাম্বীর লোকেরা যখন দেখিল, এতদিন পরে নরবাহনদত্ত হঠাৎ রথে চড়িয়া সকলের সহিত আকাশ হইতে নামিলেন, তখন তাহাদিগের বিস্ময়ের সীমা রহিল না ! এই সংবাদ পাইয়া রাজা উদয়ন, রাণী বাসবদত্তা ও পদ্মাবতী, যৌগন্ধরায়ণ প্রভৃতি মন্ত্রিগণ এবং রাজপুত্রবধূ সকলেই ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত। নূতন রাণীর সহিত নরবাহনদত্ত রাজার পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন। বাসবদত্তা ও পদ্মাবতী রাজপুত্রকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন, তাঁহাদিগের চক্ষে আনন্দাশ্রুর ধারা বহিল। নূতন

রাণী কর্পূরিকারও আদর যত্নের ত্রুটি হইল না। তাঁহাকে দেখিয়া মদনমঞ্চুকা ও রত্নপ্রভা কত যে সন্তুষ্ট হইলেন তাহা বলা যায় না।

আদর অভ্যর্থনার পর রাজা উদয়ন গোমুখকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কি করিয়া সমুদ্রের পর পারে সেই দেশে গেলে এবং কি করিয়াই বা এই রাজকুমারীকে পাইলে, সে সব কথা বল।" গোমুখ সকলের নিকট আদ্যোপান্ত সকল ঘটনা বর্ণন করিল। তাহা শুনিয়া উপস্থিত সকলের বিস্ময়ের সীমা রহিল না! তখন গোমুখের প্রভুভক্তির জন্য সকলে তাহার কত যে প্রশংসা করিলেন! রত্নপ্রভার সুখ্যাতি আর সকলের মুখে ধরে না। কারণ, তাঁহার বিদ্যার বলেই নরবাহনদত্ত পথে কোন দুঃখ কষ্ট পান নাই। এইরূপে বহুকাল পরে কৌশাম্বীতে ফিরিয়া আসিয়া, নরবাহনদত্ত তিন স্ত্রী ও বন্ধুগণের সহিত পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কিছুকাল পর, একদিন নরবাহনদত্ত লোকজন লইয়া গোমুখের সহিত মৃগয়ায় যান। শিকারের পশ্চাৎ ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া, জলের সন্ধানে সকলে বহুদূরে গিয়া দেখিলেন—সুন্দর একটি পুকুর তাহাতে রাশি রাশি সোণার পদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে। সকলে জলপান করিয়া তৃষ্ণা

দূর করিলে পর দেখিলেন, সেই প্রকাণ্ড পুকুরের অপর পারে, ঠিক দেবতার মত চারিজন লোক সোণার পদ্ম তুলিতেছে। তাহাদিগের পোষাক পরিচ্ছদ, সাজ সজ্জা সমস্তই দেবতার মত। নরবাহনদত্ত কৌতূহলবশতঃ তাহাদিগের নিকটে গিয়া নিজের পরিচয় দিয়া, তাহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল—“সমুদ্রের মধ্যে নারিকেল দ্বীপে মৈনাক, বৃষভ, চক্র ও বলাহক নামে চারিটি পর্ব্বত আছে, সেই পর্ব্বতে আমরা থাকি। আমাদের একজনের নাম ‘রূপসিদ্ধি’, তিনি ইচ্ছামত নানারকম বেশ ধরিতে পারেন। আর একজনের নাম ‘প্রমাণসিদ্ধি’, তিনি নিতান্ত ছোট হইতে প্রকাণ্ড বড় পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুর মাপ বলিতে পারেন। তৃতীয় ব্যক্তি ‘জ্ঞানসিদ্ধি’—ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমস্ত বিষয় তাঁহার জানা আছে। আর চতুর্থ ‘দৈবসিদ্ধি’—তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতার গুণে, স্মরণ করিলেই যে কোন দেবতা হউন তাঁহার নিকটে আসিবেন। আমরা স্বর্ণপদ্ম তুলিয়াছি, শ্বেতদ্বীপে গিয়া হরির পূজা করিব। আমরা হরির সেবক, তাঁহার প্রসাদে সেই চারিটি পর্ব্বতে পরম সুখে বাস করি। তোমার যদি কোন আপত্তি না থাকে, তবে আমাদের সঙ্গে শ্বেতদ্বীপে চল, সেখানে হরিকে দর্শন করিবে।” দেবকুমারদিগের প্রস্তাবে নরবাহনদত্ত তখনই সম্মত হইলেন।

সেই বনে ফল, মূল প্রভৃতি খাদ্যের অভাব নাই, জলও যথেষ্ট আছে, সুতরাং গোমুখ প্রভৃতি সকলকে সেখানে রাখিয়া, নরবাহনদত্ত দেবসিদ্ধির কোলে বসিয়া শ্বেতদ্বীপে চলিলেন।

সেখানে গিয়া দেখিলেন শঙ্খ, চক্র, গদা পদ্ম হাতে লইয়া বিষ্ণু অনন্ত শয্যায় শুইয়া আছেন—তাঁহার সম্মুখে গরুড়, পাশে লক্ষ্মী আর পায়ের নীচে বসুন্ধরা। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর সকলের সহিত দেবর্ষি নারদ তাঁহার বন্দনা গাহিতেছেন। নরবাহনদত্ত যোড় হস্তে তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন। এইরূপে অনেকক্ষণ স্তব স্তুতি করিলে পর, বিষ্ণু তাঁহার প্রতি নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া নারদ মুনিকে বলিলেন—"সমুদ্রমন্থনে যে অপ্সরাগণ উঠিয়াছিল তাহাদিগকে আমি ইন্দ্রের নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিলাম। তুমি গিয়া আমার নাম করিয়া সেই অপ্সরা-গণকে লইয়া আইস।" নারদ তখনই অমরাবতী গিয়া ইন্দ্রকে বলিয়া, তাঁহারই রথে অপ্সরাগণকে তুলিলেন, মাতলি সেই রথ শ্বেতদ্বীপে লইয়া আসিল। তখন বিষ্ণু নরবাহনদত্তকে বলিলেন—"ভাবী বিদ্যাধর সম্রাট্ বৎস নরবাহনদত্ত! এই অপ্সরাগণকে আমি তোমায় দান করিলাম, তুমিই ইহাদিগের যোগ্য স্বামী।" পরমদেবতা হরির এই অনুগ্রহ পাইয়া যুবরাজ ভক্তিভরে তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন। তখন বিষ্ণু মাতলিকে বলিলেন—"নরবাহনদত্ত তাঁহার রাণীগণের সহিত যে পথে যাইতে ইচ্ছা করেন, সেই পথে তাঁহাকে কৌশাম্বী লইয়া যাও।"

যুবরাজের আদেশে মাতলি প্রথমে তাঁহাকে নারিকেল দ্বীপে সেই দেবকুমারদিগের রাজ্যে লইয়া গেল। সেখানে কয়েকদিন আমোদ প্রমোদে কাটাইয়া, তিনি যাত্রাকালে মাতলিকে

বলিলেন—"যে বনে এক জলাশয়ের ধারে আমি গোমুখ প্রভৃতি সকলকে রাখিয়া আসিয়াছি, সেই বনের উপর দিয়া আমাকে কৌশাম্বী লইয়া যাও।" ইহার পর অপ্সরা রাণী-দিগের সহিত সেই জলাশয়ের উপর দিয়া যাইবার সময়, নরবাহনদত্ত রথ হইতে চীৎকার করিয়া গোমুখকে বলিলেন—"তোমরা সকলে কৌশাম্বী ফিরিয়া আইস, তারপর তোমা-দিগকে সব কথা বলিব।"

কৌশাম্বী পৌঁছিলে, যুবরাজ মাতলিকে অতি সমাদরের সহিত বিদায় করিয়া, অপ্সরাগণের সহিত প্রথম গেলেন তাঁহার নিজের প্রাসাদে। সেখানে তাঁহাদিগকে রাখিয়া পরে গেলেন পিতার নিকটে। উদয়ন তাঁহাকে দেখিবামাত্র আহ্লাদে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। যুবরাজকে দেখিয়া বাসবদত্তা ও পদ্মাবতীর আনন্দের সীমা রহিল না। ইতিমধ্যে লোকজনের সহিত গোমুখও আসিয়া উপস্থিত। তখন পিতার অনুরোধে নরবাহন-দত্ত সকলের নিকট তাঁহার অদ্ভুত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। ইহা শুনিয়া উদয়ন ও বাসবদত্তা আর পদ্মাবতী অপ্সরা পুত্রবধু-গণকে কত যে আদর যত্ন করিলেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কৌশাম্বী নগরে অনেক দিন পর্য্যন্ত মহা উৎসব হইল। সকলে বলাবলি করিতে লাগিল—"স্বর্গের অপ্সরাগণও যুবরাজের রাণী হইয়াছেন। ধন্য রাজা উদয়ন, ধন্য নরবাহনদত্ত, কৌশাম্বী নগরবাসী নরনারী আমরা সকলেই ধন্য হইলাম।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

নরবাহনদত্ত কৌশাম্বী ফিরিয়া আসিবার কিছুদিন পর, দারুণ এক দুর্ঘটনা ঘটিল! একদিন হঠাৎ মদনমঞ্চুকা কোথায় অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন! সমস্ত প্রাসাদে, অন্তঃপুরের প্রতি ঘরে, রাজবাড়ীর বাগানে তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান করা হইল কিন্তু কোথাও মদনমঞ্চুকার উদ্দেশ পাওয়া গেল না। দুর্ভাবনায় রাজকুমার নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িলেন। মনে করিলেন—"তবে কি রাণী কোন কারণে আমার উপর অভিমান করিয়া লুকাইয়া রহিয়াছেন? না কি যাদুবলে কেহ তাঁহাকে গোপন করিয়াছে কিংবা কেহ তাঁহাকে লইয়া পলায়ন করিয়াছে?" এইরূপ কত কি ভাবিলেন কিন্তু কিছুই মীমাংসা হইল না। রাজা উদয়ন, রাণী বাসবদত্তা পদ্মাবতী, যৌগন্ধরায়ণ প্রভৃতি মন্ত্রিগণ সকলেই ভাবিয়া অস্থির হইলেন। অন্তঃপুরের এক বৃদ্ধা সহচরী বলিল—"শুনিয়াছি, রাণীর বিবাহের পূর্ব্বে মানসবেগ নামে এক বিদ্যাধর যুবক নাকি তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল কিন্তু কলিঙ্গসেনা তখন রাজি হন নাই। কে জানে, সেই বিদ্যাধর হয়ত মদনমঞ্চুকাকে যাদুবলে চুরি করিয়া, এখন সেই অপমানের শোধ লইয়াছে।" এই কথা শুনিয়া রাগে ও দুঃখে নরবাহনদত্ত জ্বলিয়া উঠিলেন। তখন সেনাপতি রুমণ্বত বলিলেন—"শূন্য পথে ভিন্ন কাহারও পক্ষে প্রাসাদের ভিতরে আসা কিংবা বাহিরে যাওয়া অসম্ভব—প্রাসাদের চারিদিকে

সব সময় প্রহরী থাকে। আর মহাদেবের বরে রাণীর কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং আমার মনে হয় তিনি হয়ত কোথাও লুকাইয়া আছেন।"

সেনাপতির কথায় রাজা উদয়ন প্রভৃতি সকলেই সায় দিয়া বলিলেন—"সেনাপতি ঠিকই বলিয়াছেন, দেবতার বরে মদন-মঞ্চুকার কোন অনিষ্ট হইতে পারে না। সকলে মিলিয়া ভাল করিয়া তাঁহার সন্ধান কর।" একথা শুনিয়াই নরবাহনদত্ত বাহির হইয়া গেলেন! মরুভূতি, হরিশিখ, বসন্তক সকলেই বাহির হইয়া চারিদিকে খুঁজিতে লাগিল। এদিকে বেগবতী নামে এক বিদ্যাধরী, ঘটনাক্রমে মদনমঞ্চুকাকে দেখিতে পাইয়া মরুভূতি যেখানে সন্ধান করিতেছিল সেইখানে এক বটগাছের তলায় মদনমঞ্চুকার রূপ ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তখন মরুভূতি হঠাৎ তাহাকে দেখিতে পাইয়াই উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া রাজকুমারকে বলিল—"শীঘ্র আসুন, রাণী মদনমঞ্চুকাকে আমি বাগানে দেখিয়া আসিয়াছি।"

এই কথা শুনিবামাত্র রাজকুমার মরুভূতির সহিত সেখানে ছুটিয়া গেলেন। তারপর মদনমঞ্চুকাকে দেখিয়া তাঁহার যা আনন্দ! তিনি তখনই তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে গেলে, চতুর ছদ্মবেশী বিদ্যাধরী তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিল—"রাজকুমার, ক্ষান্ত হও, আগে আমার কথা শুন। আমার বিবাহের পূর্ব্বে তোমাকে পাইবার জন্য এক যক্ষের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম—নরবাহনদত্তের সহিত আমার যে দিন বিবাহ হইবে,



মদনমঞ্জুকারূপী বিদ্যাধরী গাছের
নীচে দাঁড়াইয়া আছে।

সেই দিনই আমি বিধিমতে তোমার পূজা করিব। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বিবাহের দিন সব ভুলিয়া যাই। সেজন্যই যক্ষ রাগিয়া আমাকে চুরি করিয়াছিল। আর এইমাত্র আমাকে এখানে আনিয়া রাখিয়া বলিয়াছে—'স্বামীকে আবার বিবাহ করিয়া আমার পূজা কর, তারপর তাঁহার নিকট যাও। নতুবা তোমার অকল্যাণ হইবে।' অতএব যুবরাজ! শীঘ্র আমাকে পুনরায় বিবাহ কর আর আমিও যক্ষকে পূজা করিয়া তুষ্ট করি।"

মদনমঞ্চুকার অদর্শনে নরবাহনদত্ত এমনই অস্থির হইয়াছিলেন যে, তখনই তিনি পুরোহিত ডাকিয়া বিবাহের উদ্যোগ করিতে বলিলেন। অবিলম্বে বিবাহ হইয়া গেল, ছদ্মবেশী বিদ্যাধরীও নিজহাতে যক্ষের পূজা করিল। তারপর রাত্রিতে রাজকুমারকে বলিল—"যুবরাজ! আমার একটি অনুরোধ এই যে, আমি ঘুমাইলে আমার মুখের চাদর তুলিয়া দেখিও না।" এই কথাটি বলিয়াই সে ভুল করিল; ইহাতে রাজকুমারের কৌতূহল হইবার ত কথাই! কন্যা ঘুমাইবামাত্র তিনি চাদর তুলিয়াই তাহার মুখ দেখিয়াই চমকিয়া উঠিলেন—এ কি সর্ব্বনাশ! এ ত মদনমঞ্চুকা নয়! ঘুমাইলে পর যাদুমন্ত্রের গুণ থাকে না এবং সেই জন্যই বিদ্যাধরী ধরা পড়িয়া গেল। ইতি মধ্যে বিদ্যাধরীও জাগিয়াছে। তখন নরবাহনদত্ত তাহাকে বলিলেন—"সত্য করিয়া বল, তুমি কে?" এইরূপে ধরা পড়িয়া বিদ্যাধরী বলিল—"যুবরাজ! শুন, তবে সব কথা

খুলিয়া বলিতেছি ঃ—বিদ্যাধর নগরে আষাঢ়পুর পর্ব্বতে, অত্যন্ত ক্ষমতাশালী এবং রাগী এক রাজা আছে, তাহার নাম মানসবেগ। আমি তাহার ছোট বোন্, বেগবতী। সে আমাকে দুই চক্ষে দেখিতে পারে না, সেজন্য আমি বড় হইলেও আমাকে বিদ্যাধরগণের মন্ত্র ও মায়াবিদ্যা কিছুই শিখায় নাই। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ আমার পিতার নিকটে এত বিদ্যা শিখিয়াছি যে, বিদ্যাধরদিগের মধ্যে সেরূপ অন্য কেহ জানে না।

আমার এই দুষ্ট ভাই মানসবেগই তোমার মদনমঞ্চুকাকে চুরি করিয়া, তাহার প্রাসাদের বাগানে নিয়া রাখিয়াছে—তাহার চারিদিকে প্রহরিগণ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সব সময় পাহারা দেয়। মানসবেগ পূর্ব্বে মদনমঞ্চুকাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল কিন্তু কলিঙ্গসেনার নিকট প্রস্তাব করিলে পর যখন তিনি সম্মত হইলেন না, তখন সে ভয়ানক রাগিয়া চলিয়া আসে। আর সেই অপমানের শোধ লইবার জন্য, তোমার রাণীকে চুরি করিয়াছে। আমি মদনমঞ্চুকার সহিত আলাপ করিয়া যখন তোমার পরিচয় পাইলাম, তখনই মনে মনে তোমাকে বরণ করি। তারপর মদনমঞ্চুকাকে উৎসাহ দিয়া, তাহার রূপ ধরিয়া এখানে আসিয়াছি। পরে যাহা করিলাম, সকলই তুমি জান। যাহা হউক, মদনমঞ্চুকার কষ্ট দেখিয়া আমার প্রাণে বড় লাগিয়াছে; চল তবে তোমাকে এখনই তাহার নিকট লইয়া যাই।"

বেগবতীর কথায় নরবাহনদত্ত সম্মত হইলে, সে সেই রাত্রেই তাহাকে লইয়া মায়াবলে শূন্যে যাত্রা করিল! এদিকে

নরবাহনদত্তের সঙ্গিগণ তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেল। ক্রমে এই সংবাদ প্রাসাদে পৌঁছিলে পর রাজা উদয়ন, বাসবদত্তা ও পদ্মাবতী ভয়ে ও শোকে অস্থির হইয়া পড়িলেন। এই সময় হঠাৎ দেবর্ষি নারদ আসিয়া সকলকে বলিলেন—"তোমাদিগকে সান্ত্বনা দিবার জন্য মহাদেব আমাকে পাঠাইয়াছেন। ভয় পাইওনা, এক বিদ্যাধরী নরবাহনদত্তকে তাহার বাড়ীতে লইয়া গিয়াছে—যুবরাজ শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে।" এই বলিয়া নারদ বেগবতীর ঘটনা সমস্ত বর্ণন করিলে,সকলের চিন্তা দূর হইল। মুনিঠাকুরও অন্তর্হিত হইলেন।

এদিকে বেগবতী যুবরাজের সহিত আষাঢ়পুর প্রাসাদে পৌঁছিলে পর, মানসবেগ তাঁহাদিগকে মারিবার জন্য ছুটিয়া আসিল। কিন্তু বেগবতী তাহার মায়াবিদ্যাদ্বারা মানসবেগের সকল চেষ্টাকে ব্যর্থ না করিয়া ছাড়িল না। দুটি ভাই বোনে যে ভীষণ মায়াযুদ্ধ আরম্ভ হইল, তাহা বর্ণন করা অসম্ভব! অবশেষে মহা ভয়ঙ্কর ভৈরবীমূর্ত্তি ধরিয়া বেগবতী ভাইকে এমনই আঘাত করিল যে, সে একেবারে জ্ঞান হারাইয়া অগ্নিপর্ব্বতের উপর গিয়া পড়িল! যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই, বেগবতী নরবাহনদত্তকে তাহারই এক বিদ্যার আশ্রয়ে সরাইয়া রাখে। তারপর মানসবেগ অজ্ঞান হইলে, যুবরাজকে সে গন্ধর্ব্বপুরীতে জলশূন্য এক কূয়ার মধ্যে লুকাইয়া রাঁখিয়া বলিল—"যুবরাজ! এখানে কিছুকাল অপেক্ষা কর, তোমার কোন চিন্তা নাই। ভাইএর সঙ্গে বিবাদ করায়

আমার বিদ্যা ও মন্ত্রের বল নষ্ট হইয়াছে, সেগুলিকে সবল করিয়া আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব।" এই বলিয়া বেগবত চলিয়া গেল।

এই ঘটনার পর, 'বীণাদত্ত' নামে এক গন্ধর্ব্ব হঠাৎ একদিন নরবাহনদত্তকে সেই কূপের মধ্যে দেখিতে পায়। সাধু গন্ধর্ব্ব যুবরাজকে উপরে তুলিয়া যখন তাঁহার পরিচয় জানিল, তখন সবিস্ময়ে বলিল—"মানুষ ত গন্ধর্ব্বলোকে আসিতে পারে না, তুমি কি করিয়া আসিলে?" তখন নরবাহনদত্ত বেগবতীর বিষয় বর্ণন করিলেন। যুবরাজের শরীরে সম্রাটের মত লক্ষণ দেখিয়া, বীণাদত্ত তাঁহাকে বাড়ীতে লইয়া গিয়া খুব আদর যত্ন করিল। পরদিন যুবরাজ দেখিলেন, ক্ষুদ্র বালকবালিকা হইতে আরম্ভ করিয়া, নগরের সমস্ত লোকের হাতে একটি করিয়া বীণা! বিস্মিত হইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বীণাদত্ত বলিল—"আমাদিগের রাজা সাগরদত্তের পরম সুন্দরী এক কন্যা আছে, গন্ধর্ব্বদত্তা। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—'যে ব্যক্তি, বীণা বাজাইয়া উদারা, মুদারা, তারা এই তিন গানের সাহায্যে, বিষ্ণুর একটি বন্দনা নির্দ্দোষ ভাবে গাহিতে পারিবে, তাহাকেই আমি বিবাহ করিব।' তখন হইতে নগরে বীণাশিক্ষার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু রাজকন্যা যেরূপ নিপুণতা চান, সেরূপ কেহ দেখাইতে পারিলে ত তাঁহাকে বিবাহ করিবে?"

ইহা শুনিয়া নরবাহনদত্ত নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন, আর বলিলেন—"জগতের সমস্ত বিদ্যা আমাকে বরণ করিয়াছেন;

ত্রিভুবনের সমস্ত সঙ্গীত বিদ্যা আমার জানা আছে।" একথায় বীণাদত্ত তখনই যুবরাজকে গন্ধর্ব্বরাজ সাগরদত্তের নিকট লইয়া গিয়া বলিল—"মহারাজ! ইনি বৎসের রাজা উদয়নের পুত্র নরবাহনদত্ত; ঘটনাক্রমে এক বিদ্যাধরীর সাহায্যে গন্ধর্ব্বলোকে আসিয়াছেন। রাজকুমারীর প্রিয় বিষ্ণুর সেই বন্দনাটি নাকি ইনি গাহিতে পারেন!" রাজা বলিলেন—"নরবাহনদত্ত দেবতার অংশে জন্মিয়াছে, সে গন্ধর্ব্বলোকে আসিবে তাহা আর বিচিত্র কি? এ সকল কথা আমি পূর্ব্বেই শুনিয়াছি।" এই বলিয়া রাজা প্রাসাদের অধ্যক্ষকে হুকুম করিলেন—"রাজকন্যাকে ডাকিয়া আন, তাঁহার সাক্ষাতে এখনই নরবাহন-দত্তকে পরীক্ষা করা হইবে।"

ক্ষণকাল পরে সভায় আসিয়া, রাজকুমারী পিতার পাশে বসিয়া সব কথা শুনিলেন। তখনই বীণা আনান হইল এবং পিতার আদেশে তিনি একটি গান গাহিলেন। বীণায় তাঁহার সরস্বতী তুল্য নিপুণতা এবং তাঁহার আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য দেখিয়া নরবাহনদত্ত বিস্মিত হইলেন। তারপর রাজকুমারীকে বলিলেন—"আপনার বীণাটির সুর আমার নিকট ভাল লাগিল না; মনে হয়, তারের মধ্যে কোথাও একটা চুল জড়াইয়া গিয়াছে।" এ কথায় যখন সন্ধান করিয়া দেখা হইল যে, তিনি সত্যই বলিয়াছেন, একটি চুল বাস্তবিকই তারে জড়ান রহিয়াছে, তখন উপস্থিত গন্ধর্ব্বগণ, বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেলেন। তখন রাজা কন্যার হাত হইতে বীণাটি লইয়া, নরবাহনদত্তের হাতে

দিয়া বলিলেন—"রাজকুমার! তুমি একটি গান গাও।" যুবরাজ বীণাটি লইয়া রাজকন্যার প্রিয় বিষ্ণুর সেই বন্দনাটি গাহিলেন। সেই অদ্ভুত সঙ্গীতের কথা আর কি বলিব! রাজা, রাজকন্যা হইতে আরম্ভ করিয়া সভার সমস্ত গন্ধর্ব্ব, ঠিক যেন কাঠের পুতুলের মত নীরব হইয়া রহিলেন— তাঁহাদিগের নড়িবারও শক্তি রহিল না! বলা বাহুল্য, এই ঘটনার পর অবিলম্বে নরবাহনদত্তের সহিত গন্ধর্ব্বদত্তার বিবাহ হইয়া গেল। যুবরাজ নূতন রাণীর সহিত গন্ধর্ব্বলোকে দেবসুখ ভোগ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

একদিন নরবাহনদত্ত নগরের শোভা দেখিতে বাহির হইয়া, ক্রমে সহরের বাগানে প্রবেশ করিলেন। সেখানে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিলে পর দেখিলেন, আকাশ হইতে এক বিদ্যাধরী তাঁহার কন্যার সহিত নামিয়া আসিতেছেন। আর জ্ঞানবলে নরবাহনদত্তকে চিনিতে পারিয়া তিনি কন্যাকে বলিতেছেন— "ঐ দেখ মা! তোমার ভাবী স্বামী বৎসের রাজপুত্র নরবাহনদত্ত।" ক্রমে বাগানে নামিয়া তাঁহারা রাজকুমারের নিকট আসিলে, তিনি তাঁহাদিগের পরিচয় ও আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন বিদ্যাধরী বলিলেন— "আমি বিদ্যাধররাজ সিংহের রাণী, ধনবতী। আমার পুত্রের নাম চণ্ডসিংহ আর এটি আমার কন্যা 'অজিনাবতী'। বিদ্যাবলে জানিতে পারিলাম যে, তুমি ভবিষ্যৎ বিদ্যাধর-সম্রাট্ এবং বেগবতী তোমাকে এখানে আনিয়াছে। ইহা

জানিতে পারিয়াই তোমার নিকট আসিয়াছি। এখানে বাস করা তোমার পক্ষে নিরাপদ নহে; বিদ্যাধরেরা তোমাকে মারিয়া ফেলিবে। কারণ তুমি একা, আর এখনও তাহাদিগের সম্রাট্ হও নাই। অতএব চল, তোমাকে এরূপ স্থানে নিয়া রাখিব, যেখানে ইচ্ছা করিলেও বিদ্যাধরেরা যাইতে পারিবে না। তারপর শুভদিন উপস্থিত হইলে, আমার অজিনাবতীকে বিবাহ করিও।" এই বলিয়া রাণী ধনবতী যুবরাজকে লইয়া তখনই শূন্যে যাত্রা করিলেন—কন্যাও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। যুবরাজকে শ্রাবস্তি নগরে এক বাগানের মধ্যে রাখিয়া, ধনবতী কন্যার সহিত প্রস্থান করিলেন।

শ্রাবস্তি নগরের রাজা প্রসেনজিৎ, দূরদেশে মৃগয়ায় বাহির হইয়াছিলেন। ফিরিবার সময় বাগানে যুবরাজকে দেখিয়া কৌতূহলবশতঃ তাঁহার নিকট আসিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার পরিচয় জানিয়া প্রসেনজিতের আনন্দের সীমা রহিল না; তিনি তখনই যুবরাজকে সমাদরের সহিত বাড়ীতে লইয়া গেলেন। প্রসেনজিতের কন্যা 'ভগীরথযশা' রূপে গুণে, বিদ্যা বুদ্ধিতে অনুপম, তাহার বিবাহের উপযুক্ত বয়সও হইয়াছিল। নরবাহনদত্তের মত জামাতা পাইলে পরম সৌভাগ্যের কথা! সুতরাং প্রসেনজিৎ যুবরাজের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে, মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিলেন না। নরবাহনদত্ত শ্রাবস্তিপুরে পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন।

একদিন রাত্রিতে রাজকুমার শুইয়া আছেন, রাজকন্যা ভগীরথযশা নিদ্রিত। যুবরাজের চক্ষে ঘুম আসিতেছিল না, কেবলই ভাবিতেছিলেন—"ভগীরথযশাকে লইয়া এখানে আমি বেশ নিশ্চিন্ত মনে কাটাইতেছি ; অন্য রাণীদের, বিশেষতঃ কারাগারবদ্ধ মদনমঞ্চুকার কথা একবার ভাবিও না। আমার এরূপ দুর্ম্মতি হইল কেন ?" এই সকল কথা ভাবিয়া দুঃখ করিতেছেন এমন সময় হঠাৎ শুনিতে পাইলেন, স্ত্রীলোকের মত গলায় কে জানি বলিল—"হায় হায়, কি দুঃখের কথা !" একথা শুনিয়াই যুবরাজ লাফাইয়া উঠিলেন, আলো জ্বালিলেন। তারপর চারিদিক্ খুঁজিয়া দেখিলেন, জানালায় একটি পরমসুন্দরী রমণীর মুখ ! রমণী একটি আঙ্গুল তুলিয়া তাঁহাকে ডাকিল।

নরবাহনদত্ত বাহিরে গেলেন। ক্রমে সেই রমণীর নিকট গেলে পর সে বলিল—"হায় হায়, কি দুঃখের কথা! মদনমঞ্চুকা ! তোমার আর কোন আশা নাই !" একথা শুনিবামাত্র নরবাহন দত্তের সব কথা মনে পড়িয়া গেল। মদনমঞ্চুকা কারাগারে বদ্ধ রহিয়াছেন, এখনও তাঁহার উদ্ধার হইল না। ইহা ভাবিয়া যুবরাজ দুঃখে ও শোকে মরিয়া গেলেন। তখন সেই কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মদনমঞ্চুকাকে তুমি কোথায় দেখিলে ? আমার কাছে কেন আসিয়াছ ? বল—শীঘ্র বল।" কন্যা বলিল—"শুন যুবরাজ, সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতেছি :—

পুষ্করাবতীনগরে বিদ্যাধরদিগের এক রাজা আছেন তিনি অগ্নির উপাসক। দিবা রাত্রি অগ্নির পূজা করিয়া,দারুণ উত্তাপে

তাঁহার শরীর পিঙ্গল (হরিদ্রাবর্ণ) হইয়া গিয়াছে,সে জন্য তাঁহার নাম 'পিঙ্গলগান্ধার'। আমি তাঁহার কন্যা—প্রভাবতী। পিতা অগ্নির প্রসাদেই আমাকে পাইয়াছিলেন। বেগবতী আমার বন্ধু; তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আষাঢ়পুর গিয়া শুনিলাম, সে তপস্যার জন্য কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তখন সখীর মা পৃথিবীদেবীর নিকট মদনমঞ্চুকার কথা শুনিয়া 'তাহাকে দেখিতে যাই। গিয়া দেখিলাম—হায়, হায়! তোমার কথা ভাবিয়া ভাবিয়া সে অস্থিচর্ম্ম সার হইয়াছে,তাহার শরীর মলিন হইয়া গিয়াছে! আহার নাই,নিদ্রা নাই,মুখে কেবলই তোমার কথা! তাহাকে দেখিয়া আমার এমনই কষ্ট হইল যে, নানা রকমে সান্ত্বনা দিয়া তখনই বলিলাম—'স্থির হও ভগিনি! যুবরাজকে আমি তোমার নিকট আনিয়া দিব।' তারপর বিদ্যাবলে জানিলাম, তুমি এখানে। কিন্তু এখানে আসিয়া দেখিলাম, তুমি আর একটি বিবাহ করিয়া বেশ সুখে আছ—মদনমঞ্চুকার কথা একবার ভাবও না। আর তখনই আমি বলিয়াছিলাম—হায়, হায়! কি দুঃখের কথা।"

এই বৃত্তান্ত শুনিয়া নরবাহনদত্ত নিতান্ত অস্থির হইয়া বলিলেন—"সুন্দরী! শীঘ্র আমাকে মদনমঞ্চুকার নিকট লইয়া চল।" এই কথা শুনিয়া প্রভাবতী যুবরাজের সহিত শূন্যে উড়িল এবং উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় চলিতে চলিতে খানিক দূরে গিয়া দেখিল, একস্থানে আগুন জ্বলিতেছে। তখন বুদ্ধিমতী কন্যা নরবাহনদত্তের হাতখানি ধরিয়া, সেই আগুন হাতের

ডান দিকে রাখিয়া তাহার চারিদিকে ঘুরিল। বিদ্যাধরদিগের বিবাহ এইরূপেও হইয়া থাকে। এইরূপ কৌশলে নরবাহনদত্তকে বিবাহ করিয়া প্রভাবতী মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহাকে মদনমঞ্চুকার নিকট লইয়া গেল। তাহার অদ্ভুত বিদ্যাবলে মদনমঞ্চুকা ভিন্ন অন্য কেহ যুবরাজকে দেখিতে পাইল না। বহুদিনের পর মদনমঞ্চুকাকে পাইয়া যুবরাজের মনে কতদূর আনন্দ হইল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না!

স্বামীর শোকে মদনমঞ্চুকা মাথার চুলগুলি দিয়া একটি বেণী বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন! আর প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, মানসবেগের মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত সে বেণীটি খুলিবেন না। পরদিন প্রাতঃকালে যখন নরবাহনদত্ত তাঁহার বেণী খুলিয়া দিলেন, তখন তিনি দুঃখ করিয়া বলিলেন—"যুবরাজ! প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, মানসবেগের মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত বেণী খুলিব না। বেগবতী মানসবেগকে অগ্নিপর্ব্বতে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিল কিন্তু তবুও সে মরে নাই। প্রভাবতীর যন্ত্রবলে তুমি এখানে অদৃশ্য হইয়াছ, নতুবা এতক্ষণে মানসবেগের অনুচরেরা তোমার অনিষ্ট করিত।"

নরবাহনদত্ত জানিতেন যে, মানসবেগকে বধ করিবার সময় তখনও উপস্থিত হয় নাই, তাই তিনি মদনমঞ্চুকাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—"তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে, আমি শীঘ্রই মানসবেগকে বধ করিব। কিন্তু বিদ্যাধরদিগের মন্ত্র তন্ত্র গুলি এখনও সব শিখিতে পারি নাই, তুমি আর কিছুকাল অপেক্ষা

কর।" এইরূপে মদনমঞ্চুকাকে শান্ত করিয়া, তিনি সেখানে অদৃশ্যভাবে বাস করিতে লাগিলেন।

ইহার পর একদিন প্রভাবতী, আশ্চর্য্য মন্ত্রবলে নরবাহনদত্তকে তাঁহার নিজের রূপ ধারণ করাইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। এদিকে যুবরাজকে প্রভাবতী মনে করিয়া মানসবেগের অনুচরেরা ভাবিল—"ইনি বেগবতীর বন্ধু আর মদনমঞ্চুকাকেও ভালবাসেন, সেজন্যই এখানে রহিয়াছেন।" এই ভাবিয়া অনুচরেরা মানসবেগের নিকটেও বলিল যে, "রাজকুমারী বেগবতীর বন্ধু প্রভাবতী মদনমঞ্চুকার সহিত বাস করিতেছেন।"

এই ঘটনার কিছুদিন পর একদিন মদনমঞ্চুকা নরবাহনদত্তকে বলিলেন—"যুবরাজ! শুন, আমার কথা বলিতেছি ঃ—আমাকে চুরি করিয়া দুষ্ট মানসবেগ এইখানে লইয়া আসে। তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য আমাকে যে কত লোভ দেখাইয়াছে, কত কষ্ট দিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তারপর একদিন মহাদেব ভয়ঙ্কর বেশে হাতে তলোয়ার লইয়া ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে আসিয়া, মানসবেগকে বলিলেন—'দুরাত্মা! যিনি ভবিষ্যতে বিদ্যাধরদিগের সম্রাট্ হইবেন, তাঁহার স্ত্রীকে কষ্ট দিতেছ—তোমার এতবড় স্পর্দ্ধা?' এই কথা শুনিয়া, দুষ্ট মানসবেগ রক্ত বমি করিতে করিতে মাটিতে পড়িয়া গেল আর মহাদেবও অন্তর্হিত হইলেন। সেই অবধি সে নিজে আমার নিকট আসে না বটে কিন্তু লোক দিয়া আমাকে জ্বালাতন করিতে ত্রুটি করে না।

তখন ভয়ে আর তোমার অদর্শনে আমি মনে করিলাম আত্মহত্যা করিব! এই সময়েই বেগবতী একদিন হঠাৎ আমার নিকটে আসে। আমার দুঃখের কথা শুনিয়া তাহার মনে কষ্ট হওয়াতে, সে আমাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল—'তোমার স্বামীকে এখানে লইয়া আসিব।' তারপর সে কি করিল, সে সব তুমি জান।. আমাকে এখানে আনিলে পর, একদিন মানসবেগের মা 'পৃথিবীদেবী' আমার নিকট আসিয়া বলিলেন—'তোমার ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যে ভরা, তুমি কেন মা আহার নিদ্রা ছাড়িয়া শরীরটাকে কষ্ট দিতেছ? তুমি হয় ত ভাব, শত্রুর অন্ন কি করিয়া খাইব? কিন্তু সেটা তোমার ভুল। মানসবেগের ধনে বেগবতীরও অধিকার আছে—তাহার পিতাই সে অধিকার দিয়া গিয়াছেন। বেগবতী এখন যে তোমার বন্ধু, তোমার বোন্। কারণ আমি বিদ্যাবলে জানিতে পারিয়াছি, তোমার স্বামী তাহাকে বিবাহ করিয়াছেন। সুতরাং বেগবতীর ধন এখন তুমিও ভোগ কর।' পৃথিবীদেবী এই কথা বলিয়া তখন হইতে পরমযত্নে আমার সেবা করিতে লাগিলেন! তারপর একদিন হঠাৎ বেগবতী তোমার সহিত এখানে আসিয়া, তাহার ভাইকে পরাজয় করিয়া তোমাকে রক্ষা করে। ইহার পর কি হইল, আমি কিছুই জানি না।

"তখন বেগবতীর অদ্ভুত ক্ষমতার কথা ভাবিয়া, আমি আত্মহত্যার ইচ্ছা ছাড়িলাম—মনে মনে আশাও হইল যে তোমাকে শীঘ্রই পাইব। আর দয়াবতী প্রভাবতীর কৃপায়,

সে আশা পূর্ণও হইয়াছে। কিন্তু এখন একটা কথা ভাবিয়া মনে বড় ভয় হয়—কোন কারণে যদি প্রভাবতীর যাদু নষ্ট হইয়া যায় তবেই ত সর্ব্বনাশ। তাহা হইলে প্রভাবতীর চেহারা ত আর তোমার শরীরে থাকিবে না—তখন উপায় ?"

এই ঘটনার পর একদিন রাত্রিতে পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য, প্রভাবতী তাঁহার প্রাসাদে গেল। যাদুর কর্ত্তা দূরে সরিয়া গেলে, তাহার যাদুর বলও কমিয়া যায় ; সুতরাং নরবাহনদত্ত দেখিলেন, তাঁহার শরীরে আর প্রভাবতীর রূপ নাই! প্রাতঃকালে প্রহরিগণ মদনমঞ্চুকার নিকটে একজন অপরিচিত পুরুষ দেখিয়া, তখনই মানসবেগকে সংবাদ দিল।

এই সংবাদ পাইবামাত্র, মানসবেগ সৈন্য সামন্ত লইয়া নরবাহনদত্তকে ঘিরিয়া ফেলিল। ইহা শুনিয়া রাণী পৃথিবীদেবী সেখানে আসিয়া বলিলেন—"মানসবেগ, সাবধান! এই ব্যক্তিকে বধ করিলে চলিবে না, কারণ সে অপরিচিত নহে—বৎসের রাজকুমার নরবাহনদত্ত স্বয়ং। তাঁহার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে এখানে আসিয়াছেন। আমি বিদ্যাবলে এ সমস্ত জানিতে পারিয়াছি। তুমি রাগে এমনই অন্ধ হইয়াছ যে, এ বিষয়টা বুঝিতে পার নাই। সে যাহা হউক, নরবাহনদত্ত আমার জামাতা এবং সে চন্দ্রবংশের সন্তান—সুতরাং আমি তাহাকে মান্য করিতে বাধ্য।" মায়ের কথায় মানসবেগ আরও রাগিয়া বলিল—"আপনার কথা যদি সত্য হয়, তবে ত সে আমার শত্রু।" ইহা শুনিয়া পৃথিবীদেবী একটু চিন্তিত

হইলেন এবং আর একটি যুক্তি দেখাইয়া বলিলেন—"শুন বাছা! বিদ্যাধর রাজ্যে তুমি কিছুতেই অন্যায় কাজ করিতে পারিবে না। এখানে ন্যায়কে রক্ষা করিবার জন্য বিদ্যাধর দিগের বিচারালয় আছে। অতএব আমি বলি, সেই বিচারালয়ে ইহার নামে অভিযোগ কর। বিচারালয়ের আদেশ মত তুমি বন্দীর সম্বন্ধে যাহাই কর না কেন, তাহাতে কাহারও কিছু বলিবার থাকিবে না। কিন্তু সাবধান! এরূপ না করিলে বিদ্যাধরগণ তোমার প্রতি মহা অসন্তুষ্ট হইবেন; আর দেবতারাও তোমাকে শাস্তি না দিয়া ছাড়িবেন না।"

মায়ের এই উত্তম পরামর্শ মানসবেগ অমান্য করিতে না পারিয়া মনে করিল, নরবাহনদত্তকে বাঁধিয়া বিচারালয়েই লইয়া যাইবে। কিন্তু যুবরাজ কেন বন্ধনের অপমান সহ্য করিবেন? মুহূর্ত্ত মধ্যে দরজার একটি থাম ভাঙ্গিয়া লইয়া তাহার আঘাতে মানসবেগের কতগুলি অনুচরকে বধ করিলেন। শুধু তাহাই নহে, মৃত অনুচরদিগের একজনের তলোয়ার লইয়া, চক্ষের নিমেষে আরও কতগুলি সৈন্য বধ করিলেন! মানসবেগ দেখিল মহা মুস্কিল! তখন সে দৈববলে নরবাহনদত্তকে বাঁধিয়া, মদনমঞ্চুকার সহিত তাঁহাকে বিচার সভায় লইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে চারিদিক্ হইতে বিদ্যাধরগণ আসিয়া বিচারসভা পূর্ণ করিলেন।

বিচারালয়ের সভাপতি রাজা 'বায়ুপথ' আসিয়া, বিদ্যাধর গণের মধ্যখানে মণিমুক্তার কাজ করা একখানি সিংহাসনে

বসিলেন। তখন দুষ্ট মানসবেগ তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, নরবাহনদত্তকে দেখাইয়া বলিল—"এই ব্যক্তি আমার শত্রু; সামান্য মানুষ হইয়া আমার অন্তঃপুরের অপমান করিয়াছে—আমার ভগ্নীকে চুরি করিয়া বিবাহ করিয়াছে! ইহার এতবড় স্পর্দ্ধা যে, আমাদিগের সম্রাট্ হইতে চায়—অতএব ইহাকে এই মুহূর্ত্তে বধ করা উচিত।" এই গুরুতর দোষারোপ শুনিয়া, সভাপতি নরবাহনদত্তকে বলিলেন—"তোমার কি বলিবার আছে, বল।" যুবরাজ নির্ভয়ে বলিলেন—"সেটাই বিচার-সভা যেখানে বিচারপতি আছেন; তিনিই বিচারপতি যিনি ন্যায় বিচার করেন; যাহাতে সত্য আছে তাহাই ন্যায় আর সেটাই সত্য যাহাতে প্রতারণা নাই। এখানে আমি যাদুবলে বন্দী অবস্থায় মাটিতে পড়িয়া আছি; আর আমার প্রতিদ্বন্দ্বী মুক্ত এবং আসনে বসিয়া আছে—এরূপ অবস্থায়, আমাদিগের দুই জনের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত কথাবার্ত্তা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?"

বিচারপতি বায়ুপথ একথা শুনিয়াই নরবাহনদত্তকে মুক্ত করিলেন এবং মানসবেগকেও মাটিতে বসিতে বলিলেন। তখন সকলের সমক্ষে নরবাহনদত্ত বিচারপতিকে বলিলেন—"আমার স্ত্রী মদনমঞ্চুকাকে এই দুষ্ট মায়াবলে ধরিয়া আনিয়া, বন্দী করিয়া রাখিয়াছে; সেই স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমি এখানে আসিয়াছি। বিচারপতি মহাশয়! এখন অনুগ্রহ করিয়া বলুন, আমি কাহার অন্তঃপুরের অপমান করিলাম।

আর এই ব্যক্তির ভগ্নী যদি আমার স্ত্রীর বেশে আমাকে ফাঁকি দিয়া, তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য আমাকে বাধ্য করে, তবে সে ব্যাপারে আমার দোষ কি? আমি যে সাম্রাজ্য চাই তাহাতেই বা এমন গুরুতর অপরাধ কি হইল? আপনাদের মধ্যে কি এমন কেহ আছেন, যিনি সাম্রাজ্য পাইতে ইচ্ছা করেন না?" নরবাহনদত্তের এই যুক্তিপূর্ণ সুন্দর উত্তরে, বিচারপতি নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন—"এই সাধু যুবক সত্য কথাই বলিয়াছে। অতএব মানসবেগ, সাবধান! ইহার কোন অনিষ্ট করিও না।"

বিচারপতির আদেশ দুরাত্মা মানসবেগ গ্রাহ্য করিল না। তখন রাজা বায়ুপথ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন; মনে করিলেন, মানসবেগের সহিত যুদ্ধ করিয়া, ন্যায়ের সম্মান বজায় রাখিবেন। তখন নরবাহনদত্ত মানসবেগকে বলিলেন—"হতভাগা! তোমার যাদুর লুকাচুরি রাখিয়া দিয়া, প্রকাশ্যভাবে আমার সহিত যুদ্ধ কর; তোমাকে বধ করিয়া, আমার ক্ষমতার পরিচয় দিব।" এইরূপে বিচারগৃহে একটা মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইলে, হঠাৎ গৃহের একটি স্তম্ভ ভয়ানক শব্দে ফাটিয়া গেল! সঙ্গে সঙ্গে মহাদেব, কালভৈরব মূর্ত্তিতে স্তম্ভের ভিতর হইতে হইয়া, মানসবেগকে বলিলেন—"দুরাচার, পাষণ্ড ভাবী বিদ্যাধরসম্রাটের অপমান করিতে পারিবি না বলিয়া হাত দিয়া ধরিয়া নরবাহনদত্তকে তুলিয়া ল শূন্যপথে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে গিয়া তাঁহাকে রাখিয়া,

হইলেন। এদিকে যুবরাজকে লইয়া মহাদেব চলিয়া গেলে পর, বিদ্যাধরগণের বিবাদ থামিয়া গেল। বায়ুপথ তাঁহার সঙ্গী বন্ধুগণের সহিত চলিয়া গেলেন। অপমানিত মানসবেগ, মহাদেবের ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে, মদনমঞ্চুকাকে লইয়া আষাঢ়পুরে ফিরিয়া চলিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

নরবাহনদত্তের ঋষ্যমূক পর্ব্বতে বাস কালে, হঠাৎ একদিন প্রভাবতী আসিয়া বলিলেন—"যুবরাজ! দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি উপস্থিত ছিলাম না, তাই দুষ্ট মানসবেগ তোমার অনিষ্ট করিবার জন্য, তোমাকে বিচারালয়ে লইয়া গিয়াছিল। পরে একথা শুনিয়াই আমি সেখানে গেলাম এবং মায়াবলে সকলের চোখে ধূলা দিয়া, আমিই মহাদেবের বেশে তোমাকে এই ঋষ্যমূক পর্ব্বতে লইয়া আসি! ঋষ্যমূক পর্ব্বত সিদ্ধদিগের বাসস্থান; বিদ্যাধরগণ ক্ষমতাশালী হইলেও তাহাদিগের এখানে আসিবার সাধ্য নাই! এখানে আমার বিদ্যাও খাটে না; সেজন্য দুঃখ করিয়া তুমি শুধু বনের ফল মূল খাইয়া জীবন ।" যাহা হউক, রামচন্দ্র যেমন বনবাসের সময় ার্ব্বতে পম্পার তীরে, ফল মূল খাইয়া সীতার সহিত করিয়াছিলেন, তেমনই নরবাহনদত্তও প্রভাবতীর তের গহ্বরে পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

একদিন নরবাহনদত্ত পম্পার তীরে বেড়াইতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ ধনবতী ও তাঁহার কন্যা অজিনাবতী আকাশ হইতে নামিয়া আসিলেন। এই দুটি মহিলাই যে যুবরাজকে গন্ধর্ব্বরাজ্য হইতে শ্রাবস্তিপুরে লইয়া গিয়াছিলেন, সে কথা ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অজিনাবতী আসিয়াই প্রভাবতীর সহিত গল্প জুড়িয়া দিল; তখন ধনবতী যুবরাজকে বলিলেন —"আমার কন্যাকে পূর্ব্বেই তোমায় দান করিয়াছি। এখন তাহাকে তুমি বিবাহ কর—কারণ, তোমার সৌভাগ্যের দিন প্রায় আসিয়াছে।" নরবাহনদত্ত সম্মত হইয়া অজিনাবতীকে বিবাহ করিলেন।

বিবাহের পর ধনবতী নরবাহনদত্তকে বলিলেন—"যুবরাজ! ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আর কতকাল থাকিবে? এখন রাণীদিগের সহিত কৌশাম্বীতে চলিয়া যাও। আমিও আমার পুত্র চণ্ডসিং এবং আমার বন্ধু অন্য বিদ্যাধর দলপতিদিগকে লইয়া, শীঘ্রই সেখানে যাইব।" এই বলিয়া ধনবতী শূন্য পথে চলিয়া গেলেন।

ইহার পর প্রভাবতী ও অজিনাবতী উভয়ে, নরবাহনদত্তকে লইয়া শূন্য পথে কৌশাম্বী যাত্রা করিলেন। কৌশাম্বী পৌঁছিয়া যুবরাজ রাজধানীতে নামিলে পর নগরবাসিগণ তাঁহাকে দেখিতে পাইল। তখন সেখানে যা কোলাহল আরম্ভ হইল তাহা বর্ণন করা যায় না! "যুবরাজ ফিরিয়া আসিয়াছেন! যুবরাজ ফিরিয়া আসিয়াছেন!" এই চীৎকারে সকলের কাণ বধির হইয়া গেল। এই সংবাদ পাইয়া ক্রমে রাজা উদয়ন, রাণী বাসবদত্তা ও



ধনবতী কন্যার সহিত আকাশ হইতে নামিতেছেন।

পদ্মাবতী, যুবরাজের রত্নপ্রভা প্রভৃতি পত্নিগণ, যৌগন্ধরায়ণ প্রভৃতি মন্ত্রিগণ, কলিঙ্গসেনা আর গোমুখ প্রভৃতি যুবরাজের বন্ধুগণ সকলেই উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিলেন। সেখানে আনন্দ উৎসবের সীমা রহিল না।

যুবরাজের শুভাগমন উপলক্ষে, রাজা উদয়ন মহা ভোজের আয়োজন করিলেন। ঢোল পিটাইয়া সে ভোজের কথা চারিদিকে প্রচার করা হইল। এদিকে মানসবেগের ভগ্নী বেগবতী, এই সংবাদ পাইয়া তখনই কৌশাম্বী আসিয়া উপস্থিত। তিনি শ্বশুর শাশুড়ীর পায়ের ধূলা লইয়া যুবরাজকে বলিলেন—"তোমার জন্য ভাইয়ের সহিত যুদ্ধ করিয়া আমার বিদ্যার বল নষ্ট হইয়া গেলে পর, কঠোর তপস্যায় আবার সেগুলি সবল হইয়াছে। সে জন্যই দূরদেশে থাকিয়াও নূতন বিদ্যাবলে তোমাদিগের সংবাদ পাইবামাত্র, এখানে ছুটিয়া আসিয়াছি।" তখন নরবাহনদত্ত এবং অন্য সকলে মহা সন্তুষ্ট হইলেন। এই বেগবতীর জন্যই যুবরাজের প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল ; সেজন্য রাজা উদয়ন ও রাণিগণ তাঁহাকে কত যে আদর করিলেন সে কথা আর কি বলিব !

দেখিতে দেখিতে অজিনাবতীর মা ধনবতীও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে বিদ্যাধর রাজগণ তাঁহাদিগের দল বলের সহিত আসিলেন! ধনবতীর পুত্র মহাবীর 'চণ্ডসিংহ' ও তাঁহার এক আত্মীয় 'অমিতগতি'- প্রভাবতীর পিতা 'পিঙ্গলগান্ধার' আসিলেন। রাজা 'বায়ু

যিনি বিচারের সময় নরবাহনদত্তের পক্ষে ছিলেন, তিনিও আসিলেন। আর আসিলেন, পুত্র বজ্রপ্রভ ও সৈন্যগণ সঙ্গে লইয়া, বীর 'হেমপ্রভ'। সকলের পরে আসিলেন সাগরদত্ত ও তাঁহার পুত্র চিত্রাঙ্গদ। সকলের উপযুক্ত আদর অভ্যর্থনা হইলে পর তাঁহারা নিজ নিজ আসনে বসিলেন।

রাজা পিঙ্গলগান্ধার তখনই জামাতা নরবাহনদত্তকে বলিলেন—"যুবরাজ! দেবতারা তোমাকে আমাদের সম্রাটরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। তোমাকে আমরা সকলেই খুব ভালবাসি এবং সে জন্যই সকলে এখানে আসিয়াছি। আর তোমার শাশুড়ী ধনবতী, যাঁহাকে বিদ্যাধরগণ অতিশয় শ্রদ্ধা করে এবং যাঁহার অসীম ক্ষমতা, তিনি তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন ; সুতরাং তোমার বিজয় নিশ্চিত। কিন্তু তবু আমি যাহা বলিতেছি, মন দিয়া শুন :—হিমালয় পর্ব্বতে বিদ্যাধর রাজ্যের—উত্তর দক্ষিণ—দুইটি ভাগ আছে, দুটি ভাগই খুব বড়। কৈলাস পর্ব্বতের অন্যদিকে উত্তর ভাগ আর এদিকে দক্ষিণ ভাগ। উত্তর ভাগের রাজা হইবার জন্য এই অমিতগতি, কঠোর তপস্যা করিয়া মহাদেবকে তুষ্ট করিলে পর, মহাদেব তাঁহাকে বলিয়াছেন—'তোমাদের সম্রাট্ নরবাহনদত্ত তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন' ; এবং সেজন্যই তিনি তোমার কাছে আসিয়াছেন। উত্তর ভাগের রাজা এখন মন্দরদেব, তিনি আমাদিগের শত্রু। তাঁহার ক্ষমতা আছে বটে কিন্তু বিদ্যাধরদিগের বিশেষ বিশেষ বিদ্যাগুলি

শিখিতে পারিলে, তাঁহাকে জয় করা তোমার পক্ষে কঠিন হইবে না। কিন্তু দক্ষিণ ভাগের মধ্যখানে আমাদিগের আর এক শত্রু আছেন, গৌরীমুণ্ড। তাঁহার বিদ্যাবল অসাধারণ, তাঁহাকে জয় করা বড় শক্ত! অধিকন্তু, তোমার শত্রু মানসবেগ তাঁহার একজন বড় সহায়। এখন এই গৌরীমুণ্ডকে জয় করিতে না পারিলে সকলই বৃথা। অতএব যত শীঘ্র সম্ভব মহা মহা বিদ্যাগুলি সব লাভ কর।"

পিঙ্গলগান্ধারের কথা শেষ হইলে ধনবতী বলিলেন—"বৎস নরবাহনদত্ত! এই রাজা যাহা যাহা বলিলেন, সকলই সত্য। অতএব সিদ্ধলোকে মহাদেবের তপস্যা করিয়া বিদ্যাগুলি লাভ কর। উপস্থিত রাজাদিগের সকলেই সেখানে গিয়া সর্ব্বদা তোমাকে রক্ষা করিবেন।"

ইহার পর নরবাহনদত্ত, সকলের উপদেশমত মন স্থির করিয়া, যাত্রার পূর্ব্বে দেবতার পূজা করিলেন। আর পিতা মাতার পায়ের ধূলা ও তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদ লইয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলে, রাজা অমিতগতির মন্ত্রবলে একখানি বড় রথ আসিল। নরবাহনদত্ত ও তাঁহার রাণিগণ সেই রথে চড়িয়া, গোমুখ প্রভৃতি মন্ত্রিগণের সহিত সিদ্ধলোকে যাত্রা করিলেন। গন্ধর্ব্বরাজগণ, বিদ্যাধরদলপতিগণ আর ধনবতী, সকলে মিলিয়া যুবরাজকে সিদ্ধলোকে লইয়া গেলেন। সেখানে সিদ্ধগণের উপদেশমত, অবিলম্বে তাঁহার তপস্যার ব্যবস্থা হইল।

নরবাহনদত্ত কিছুকাল তপস্যা করিলে পর, একদিন সেখানে হঠাৎ এক প্রলয়কাণ্ড উপস্থিত! কোথা হইতে ভীষণ ঝড় আসিয়া গাছপালা চূরমার করিয়া দিল, পাহাড় পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া পড়িল; বিনামেঘে দারুণ বজ্রাঘাত—পৃথিবী যেন টল্‌মল্ করিয়া উঠিল! নরবাহনদত্ত কিছুমাত্র ভয় পাইলেন না; তাঁহার মন মহাদেবের গভীর তপস্যায় মগ্ন রহিল। বিদ্যাধর ও গন্ধর্ব্বগণ ভাবী অমঙ্গলের ভয়ে, অস্ত্র লইয়া যুবরাজকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনার পরদিন হঠাৎ আকাশে বিশাল সৈন্যদল দেখা গেল। ধনবতী বিদ্যাবলে জানিতে পারিলেন, গৌরীমুণ্ড ও মানসবেগ সৈন্য লইয়া আসিতেছে। মুহূর্ত্ত মধ্যে গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধর যোদ্ধাগণ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া প্রস্তুত হইলেন। গৌরীমুণ্ড ও মানসবেগ নিকটে আসিবামাত্র চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিল —"সামান্য একটা মানুষ আমাদিগের সম্রাট্ হইতে চায়? এত বড় স্পর্দ্ধা! যাঁহারা ইহার সাহায্য করিতে আসিয়াছে, তাহা-দিগকে আজ উপযুক্ত শিক্ষা দিব।" এই কথা শুনিবামাত্র চিত্রাঙ্গদ গৌরীমুণ্ডকে আক্রমণ করিলেন। সাগরদত্ত, চণ্ডসিংহ অমিতগতি, রাজা বায়ুপথ, পিঙ্গলগান্ধার এবং সমস্ত বিদ্যাধর দলপতিগণ, সিংহের মত গর্জ্জন করিতে করিতে মানসবেগকে আক্রমণ করিলেন। তখন সেখানে যে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল কাহার সাধ্য তাহা বর্ণন করে!

পূর্ব্বে গৌরীমুণ্ড কঠোর তপস্যা করিয়া গৌরীবিদ্যা লাভ করিয়াছিল। সে যখন দেখিল, তাহার সৈন্যদল বিনষ্ট হইবার

উপক্রম এবং সে নিজেও মহা বিপন্ন, তখন এই গৌরীবিদ্যা স্মরণ করিবামাত্র মূর্ত্তিমতী বিদ্যা ত্রিশূলহস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া চক্ষের নিমেষে নরবাহনদত্তের প্রধান যোদ্ধাদিগকে অবশ করিয়া দিল ! এই অবসরে গৌরীমুণ্ড পুনরায় সবল হইয়া নরবাহনদত্তের সহিত মল্লযুদ্ধ আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহাকে বেশীক্ষণ যুদ্ধ করিতে হইল না ; যুবরাজ তাহাকে ধরিয়া সবলে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। দুষ্ট গৌরীমুণ্ড অপমানিত হইয়া পুনরায় গৌরীবিদ্যার বলে যুবরাজকে দুইহাতে ধরিয়া আকাশে উঠিল ! কিন্তু ধনবতীর বিদ্যাবলে তাঁহাকে বধ করিতে না পারিয়া, দূরে অগ্নিপর্ব্বতে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

এদিকে নরাধম মানসবেগও যুবরাজের গোমুখ প্রভৃতি মন্ত্রিগণকে আকাশে লইয়া গিয়া,তাহাদিগকে তাহার ইচ্ছামত চারিদিকে ছুড়িয়া ফেলিতে লাগিল ! সঙ্গে সঙ্গে ধনবতীর বিদ্যাও, তাহারা মাটিতে পড়িবার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে ধরিয়া ভিন্ন ভিন্ন নিরাপদ স্থানে নিয়া রাখিল। এবং বলিয়া দিল— "তোমাদের কোন ভয় নাই। শীঘ্র প্রভুর সহিত পুনরায় মিলিত হইবে।" এইরূপে যুদ্ধ শেষ হইলে, বিজয়ী গৌরীমুণ্ড মানসবেগের সহিত ফিরিয়া গেল। তখন ধনবতী এই বলিয়া গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরগণকে সান্ত্বনা দিলেন—"আপনারা ব্যস্ত হইবেন না, নরবাহনদত্ত তাঁহার কাজ উদ্ধার করিয়া পুনরায় আপনাদিগের সহিত মিলিবেন—তাঁহার কোন অনিষ্ট হইবে না।" ইহার পর গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরগণ নিজ নিজ গৃহে গমন

করিলে, ধনবতীও কন্যা অজিনাবতী এবং তাঁহার সপত্নিগণকে লইয়া, নিজের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন।

হতভাগা মানসবেগ বাড়ীতে গিয়া মদনমঞ্চুকাকে বলিল—"তোমার স্বামী মরিয়াছেন, এখন আমাকে বিবাহ কর।" মদনমঞ্চুকা হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন—"তিনি দৈববলে বলী, তাঁহাকে কেহ বধ করিতে পারে না।—তিনিই তোমাকে বধ করিবেন।"

এদিকে দুষ্ট গৌরীমুণ্ড নরবাহনদত্তকে অগ্নি পর্ব্বতে ছুড়িয়া ফেলিলে পর, তিনি মাটিতে পড়িবার পূর্ব্বেই, দেবতার মত এক পুরুষ তাঁহাকে ধরিয়া রক্ষা করেন এবং মন্দাকিনীর শীতল তীরে তাঁহাকে লইয়া যান। নরবাহনদত্ত তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—"আমি বিদ্যাধর-দিগের এক রাজা—অমৃতপ্রভ। তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য মহাদেব আমাকে পাঠাইয়াছিলেন। ঐ দেখ সম্মুখে কৈলাস পর্ব্বত। সেখানে গিয়া মহাদেবের পূজা করিলেই তুমি সুখী হইবে।" এই বলিয়া, সেই সাধু বিদ্যাধর যুবরাজকে কৈলাস পর্ব্বতে রাখিয়া, চলিয়া গেলেন।

কৈলাস পর্ব্বতে গিয়াই যুবরাজ দেখিলেন সম্মুখে গণেশ। তখন তাঁহাকে তুষ্ট করিয়া শিবের আশ্রমে যাইবার অনুমতি লইলেন। আশ্রমে গিয়া দেখিলেন, দরজায় নন্দী; তাঁহাকে স্তুতি মিনতি করিলে পর তিনি তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"তোমার ইচ্ছা শীঘ্রই পূর্ণ হইবে। পথে যে সব বাধা বিঘ্ন ছিল সেগুলি

প্রায় দূর হইয়াছে ; এখন কিছুকাল মহাদেব ও পার্ব্বতীর পূজা করিয়া শুদ্ধ হও।” নন্দীর উপদেশে নরবাহনদত্ত কেবল মাত্র বায়ু সেবন করিয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন।

যুবরাজের পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া, মহাদেব ও পার্ব্বতী তাঁহাকে দেখা দিলেন আর বলিলেন—“বৎস! এখন তুমি বিদ্যাধরগণের সম্রাট্ হও। তাহাদিগের সমস্ত বিদ্যাগুলি তোমার বশ হউক। আমার প্রসাদে যুদ্ধের সময় শত্রুগণ তোমাকে দেখিতে পাইবে না ; তোমার শরীরে অস্ত্রের আঘাত বিফল হইবে ; আর, যত বলবান্ শত্রুই হউক না কেন, তুমি তাহাকে বধ করিতে পারিবে। তুমি যুদ্ধে আসিলে পর শত্রুর মায়াবিদ্যায় কোন কাজ দিবে না—গৌরীবিদ্যা পর্য্যন্ত তোমাকে মান্য করিবে। এখন তুমি নির্ভয়ে শত্রু জয় কর।” যুবরাজকে এই সকল বর দিয়া, মহাদেব তাঁহাকে একখানি অতি সুন্দর রথও দিলেন। রথখানি স্বয়ং ব্রহ্মা প্রস্তুত করিয়াছিলেন—দেখিতে ঠিক পদ্মফুলটির মত—যেমন সুন্দর তেমনই বড়। ইহাঁর পর সমস্ত বিদ্যা নিজ নিজ মূর্ত্তিতে আসিয়া যুবরাজকে বলিলেন—“আমাদিগকে যখন যাহা আদেশ করিবে, তখনই তাহা পালন করিব—এখন হইতে আমরা তোমার অধীন হইলাম।” ইহার পর নরবাহনদত্ত মহাদেবের আদেশে, পদ্মরথে অমিতগতির রাজধানী বক্রপুরে যাত্রা করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ধনবতী বিদ্যাবলে এই সমস্ত ঘটনা জানিতে পারিয়া, যুবরাজের বেগবতী প্রভৃতি রাণিগণের সহিত বক্রপুরে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে পুত্র চণ্ডসিংহ, রাজা পিঙ্গলগান্ধার, চিত্রাঙ্গদ, হেমপ্রভ প্রভৃতি সকলেই আসিলেন। ইহার পর নরবাহনদত্ত ধনবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমার মন্ত্রি-গণেব কি হইল?" ধনবতী বলিলেন—"মানসবেগ যখন তাহাদিগকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়, তখন বিদ্যাবলে আমি সকলকে রক্ষা করিয়া নিরাপদ স্থানে রাখিয়াছি।" তখন নরবাহবদত্ত সকলকে বক্রপুরে আনাইলেন। মন্ত্রিগণ তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া কত যে আনন্দ প্রকাশ করিল তাহার সীমা নাই। নরবাহনদত্তের বিশেষ অনুরোধে ধনবতী, গোমুখ প্রভৃতি মন্ত্রিগণকে সমস্ত শাস্ত্র ও বিদ্যা শিখাইলেন—তাহারা সকলেই বিদ্যাধর হইল। তখন ধনবতী বলিলেন—"তবে আর বিলম্ব কেন? শত্রুজয়ে সকলে প্রস্তুত হউন।" ইহার পর শুভদিন উপস্থিত হইলে, সম্রাট্ আজ্ঞা করিলেন—"রাজসৈন্য গৌরীমুণ্ডের রাজ্য গোবিন্দকূটে যাত্রা কর।"

সূর্য্যকে ঢাকিয়া চারিদিক্ অন্ধকার করিয়া, বিদ্যাধর সেনাদল শূন্য পথে চলিল। সম্রাট্ নরবাহনদত্ত, তাঁহার রাণী ও বন্ধুগণের সহিত পদ্মরথে চলিলেন। মধ্যপথে ধনবতীদেবীর রাজ্য ছিল মাতঙ্গপুর; সেখানে সেদিন সকলে বিশ্রাম করিলেন। সেখান

হইতে দূত পাঠাইয়া, গৌরীমুণ্ড ও মানসবেগকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে সংবাদ দেওয়া হইল।

পরদিন মাতঙ্গপুরে রাণীদিগকে রাখিয়া, সম্রাট্ নরবাহনদত্ত সকলের সহিত গোবিন্দকূটে গেলেন। গৌরীমুণ্ডও সৈন্যগণ লইয়া বাহির হইলে মহা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সে যুদ্ধের বর্ণন করা যায় না; গোবিন্দকূট পর্ব্বতে রক্তের স্রোত বহিয়া চলিল! এই সময়ে পাষণ্ড মানসবেগ আসিয়া সম্রাট্কে আক্রমণ করিল। সম্রাট্ নরবাহনদত্তও প্রস্তুত ছিলেন। ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল এবং চক্ষের নিমেষে হতভাগার চুলের মুঠি ধরিয়া, তলোয়ারের আঘাতে তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন! বন্ধুর মৃত্যুতে রাগে পাগলের মত হইয়া গৌরীমুণ্ড নরবাহনদত্তকে আক্রমণ করিল। কিন্তু তাঁহাকে দেখিবামাত্র তাহার গৌরীবিদ্যা, মায়ামন্ত্র সে সব কি আর থাকে? সুতরাং তাহার কোন বাহাদুরি খাটিল না, নরবাহনদত্ত তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া মাটিতে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। তারপর দুষ্টের পা দুখানি ধরিয়া মাথার উপর বন্ বন্ শব্দে ক্ষণকাল ঘুরাইয়া, পাথরের উপর এমনই আছাড় দিলেন যে, হতভাগা একেবারে চূরমার হইয়া গেল! এইরূপে গৌরীমুণ্ড ও মানসবেগ হত হইলে, অবশিষ্ট সৈন্যগণ যে ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল, সে কথা বলাই বাহুল্য! স্বর্গ হইতে নরবাহনদত্তের উপর পুষ্পবৃষ্টি হইল, দেবতারা তাঁহার যে সুখ্যাতি করিলেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, নরবাহনদত্ত সকলের সহিত গৌরীমুণ্ডের প্রাসাদে গেলেন। তখন গৌরীমুণ্ডের দলের সমস্ত বিদ্যাধরগণ আসিয়া তাঁহার শরণ লইল। তারপর ধনবতীর অনুরোধে সকলে গৌরীমুণ্ডের প্রাসাদেই রহিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে সম্রাটের আদেশে বেগবতী ও প্রভাবতী গিয়া মানসবেগের রাজ্য হইতে মদনমঞ্চুকাকে লইয়া আসিলেন। নরবাহনদত্তের সহিত এতদিন পরে মিলিত হইয়া মদনমঞ্চুকার আহ্লাদের সীমা রহিল না। সম্রাট্ও যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে সমস্ত বিদ্যা ও মায়া মন্ত্র শিখাইয়া, তাঁহাকে বিদ্যাধরী করিলেন। তারপর প্রভাবতী দ্বারা ভগীরথযশাকে আনাইয়া তাঁহাকেও বিদ্যা এবং মন্ত্রাদি শিখান হইল। এইরূপে রাণিগণ একত্র হইলে পর, সম্রাট্ নরবাহনদত্ত তাঁহাদিগকে লইয়া গৌরীমুণ্ডের রাজ্যে কিছুকাল পরম সুখে কাটাইলেন।

একদিন নরবাহনদত্ত সভায় বসিয়া আছেন এমন সময় দুইজন বিদ্যাধর আসিয়া বলিল—"সম্রাট্! ধনবতীর কথায় আমরা মন্দরদেবের সংবাদ লইবার জন্য, বিদ্যাধররাজ্যের উত্তরভাগে গিয়াছিলাম। মন্দরদেবের সভায় গিয়া অদৃশ্য থাকিয়া শুনিলাম, তিনি সকলের সাক্ষাতে বলিতেছেন—'শুনিতে পাই, নরবাহনদত্ত নাকি গৌরীমুণ্ড ও মানসবেগকে বধ করিয়া সম্রাট্ হইয়াছে। সুতরাং এখন আর চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না, শীঘ্রই তাহাকে বিনাশ করা আবশ্যক।' এই কথা শুনিয়া আমরা আপনার নিকট সংবাদ দিতে চলিয়া আসিয়াছি।'

দূতমুখে এই সংবাদ শুনিবামাত্র, সভাস্থ সকলে ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিল। সম্রাট্ তখনই সকলকে লইয়া রাণী ও মন্ত্রিগণের সহিত পদ্মরথে চড়িয়া, মন্দরদেবের রাজ্যে যাত্রা করিলেন। ক্রমে তাঁহারা হিমালয় পর্ব্বতে একটি সরোবরের তীরে উপস্থিত হইলে, রাজা বায়ুপথের কথায় নরবাহনদত্ত সেখানে স্নান করিলেন। তখন দৈববাণী হইল—"নরবাহনদত্ত! বিদ্যাধরদিগের সম্রাট্ ভিন্ন এই পুকুরে অন্য কেহ স্নান করিতে পারে না। সুতরাং তুমি যে বাস্তবিকই সম্রাট্ হইয়াছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।" স্নানের পর সকলে সেই জলাশয়ের তীরে দিন কাটাইয়া, পরদিন প্রাতঃকালে পুনরায় যাত্রা করিলেন। যাইতে যাইতে পথে রাজা বায়ুপথের রাজ্যে আসিলে, তাঁহার অনুরোধে নরবাহনদত্তকে একদিন সেখানে বিশ্রাম করিতে হইল।

পরদিন সৈন্যদল পুনরায় যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলে, মন্দর নামে এক বিদ্যাধর সম্রাট্‌কে বলিলেন—"সম্রাট্! আমাদিগের শত্রু মন্দরদেবের রাজ্য বহুদূরে এবং তাহা সুরক্ষিত। সমগ্র বিদ্যাধর রাজ্যের সম্রাট্ হইতে হইলে, পূর্ব্বে কতগুলি মহা মহা সম্পদ লাভ করা চাই, নতুবা মন্দরদেবকে জয় করা কঠিন। কারণ, তাঁহার রাজ্যে একটি গহ্বরের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। গহ্বরটির নাম 'ত্রিশীর্ষ'—বিখ্যাত যোদ্ধা দেবমায় তাহার প্রহরী। যে সম্রাট্ সেই সকল অদ্ভুত স[illegible] পাইয়াছেন, তিনিই শুধু বলপূর্ব্বক গহ্বর পার হইতে পারে

আরএকটি চন্দনের গাছ আছে, সম্রাট্ ভিন্ন অন্য কেহ সে গাছের নিকটেও যাইতে পারে না ; সে গাছটিকে বশ করা দরকার।

মন্দরের উপদেশে নরবাহনদত্ত রাত্রিতে সেই চন্দন গাছের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। পথে কত রকমের ভয় তাঁহাকে বাধা দিতে আসিল ! কিন্তু তিনি সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া, নির্ভয়ে সেই গাছের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, গাছের চারিদিকে মূল্যবান্ পাথরের উচু বেদী। বেদীতে উঠিয়া তিনি গাছের পূজা করিলে পর গাছ বলিল—"সম্রাট্ ! তুমি আমাকে জয় করিয়াছ ; আবশ্যকমত আমাকে স্মরণ করিলেই তোমার নিকট গিয়া উপস্থিত হইব। তারপর তুমি অন্য মূল্যবান্ দ্রব্য গুলিও যখন লাভ করিবে, তখন মন্দরদেবকে জয় করা কঠিন হইবেনা।" ইহা শুনিয়া নরবাহনদত্ত অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে সকলে পুনরায় যাত্রা করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

একদিন গোবিন্দকূট পর্ব্বতে নরবাহনদত্ত সকলের সহিত বসিয়া মন্ত্রণা করিতেছিলেন, এমন সময় সেখানে বিদ্যাধর অমৃতপ্রভ আসিয়া সম্রাট্কে নমস্কার করিয়া বলিলেন—"মলয় পর্ব্বতে বামদেব ঋষি থাকেন, তিনিই আমাকে পাঠাইয়াছেন। আপনার সহিত তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন আছে, এখনই একবার সেখানে যাইতে হইবে।"

ইহা শুনিয়া নরবাহনদত্ত অমৃতপ্রভের সহিত শূন্য পথে তখনই মলয় পর্ব্বতে গিয়া, বামদেব মুনির পায়ের ধূলা লইলেন! মুনিঠাকুর বলিলেন—"বৎস! তোমার কথা আমি যোগবলে সকলই জানিতে পারিয়াছি। তুমি যে মন্দরদেবকে জয় করিতে যাইতেছ তাহাও জানি। কিন্তু তোমাকে একটি কাজ করিতে হইবে—আমার এই আশ্রমে এক গভীর গহ্বরের মধ্যে, কতগুলি বহুমূল্য সম্পদ আছে। আমি সন্ধান বলিয়া দিতেছি, সেগুলি তোমাকে লাভ করিতে হইবে। এই সম্পদগুলি লাভ করিতে পারিলেই, মন্দরদেবকে জয় করা মুহূর্ত্তের কাজ। আর এই জন্যই মহাদেবের আদেশে আমি তোমাকে এখানে আনাইয়াছি।" এই কথা বলিয়া মুনিঠাকুর তাঁহাকে কতগুলি উপদেশ দিলে পর, নরবাহনদত্ত সেই গহ্বরে প্রবেশ করিলেন।

গহ্বরে প্রবেশমাত্র যত সব বাধা বিপদ আরম্ভ হইল! সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া খানিক দূর গেলে পর, মহা ভয়ঙ্কর এক হস্তী, ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনি তাহার কপালে প্রচণ্ড কীল মারিয়াই দাঁতের উপর পায়ে ভর করিয়া, একেবারে তাহার পিঠে চড়িয়া বসিলেন। সেই মুহূর্ত্তে শূন্যবাণী শুনিতে পাওয়া গেল—"সম্রাট্! ধন্য তুমি, বিজয়ী হাতীটিকে জয় করিয়াছ।" ইহার পর নরবাহনদত্ত দেখিলেন, সম্মুখে একটি তলোয়ার ঝুলিতেছে; তিনি নির্ভয়ে সেটাকে ধরিয়া ফেলিলেন। এইরূপে তিনি হাতী, তলোয়ার

ও চন্দ্রকান্তমণি প্রভৃতি পাঁচটি মূল্যবান্ সম্পদ পাইলেন। পূর্ব্বে সেই সরোবর এবং চন্দনের গাছ জয় করিয়াছেন, সুতরাং সবশুদ্ধ তাঁহার সাতটি সম্পদ লাভ হইল। তখন মুনিঠাকুরের নিকট ফিরিয়া গিয়া সমস্ত কথা বলিলেন।

বামদেব ঋষি বলিলেন—"তবে আর ভাবনা কি বৎস? এখন নির্ভয়ে গিয়া মন্দরদেবকে জয় করিয়া, সমগ্র বিদ্যাধর-রাজ্যে সম্রাট্ হও এবং সুখে রাজ্য পালন কর।" তখন মুনি ঠাকুরের পায়ের ধূলা লইয়া নরবাহনদত্ত গোবিন্দকূট পর্ব্বতে ফিরিয়া আসিলে, তাঁহার সৌভাগ্যের কথা শুনিয়া সকলের আনন্দের সীমা রহিল না। ইহার পর সম্রাট্ নরবাহনদত্ত সৈন্যদল ও বন্ধুগণের সহিত মন্দরদেবকে জয় করিবার জন্য, পদ্মরথে চড়িয়া যাত্রা করিলেন।

দেখিতে দেখিতে তাঁহারা মানসসরোবর পার হইলেন, গণ্ডশৈল পশ্চাতে পড়িল এবং ক্রমে কৈলাস পর্ব্বতের নীচে উপস্থিত হইয়া, মন্দাকিনী নদীর তীরে তাঁবু ফেলিলেন। তখন পরমজ্ঞানী মন্দররাজ বলিলেন—"সম্রাট্! এখানে সেনাদল অপেক্ষা করুক; কৈলাস পর্ব্বত পার হইয়া যাওয়া উচিত হইবে না। পর্ব্বতে মহাদেব থাকেন, ইহা পার হইলে আপনার সমস্ত বিদ্যার বল নষ্ট হইয়া যাইবে। সুতরাং ত্রিশীর্ষ গহ্বর দিয়া মন্দরদেবের রাজ্যে যাইতে হইবে। মহাবীর রাজা 'দেবমায়' গহ্বর রক্ষা করেন, তিনি বড় রাগী—তাঁহাকে জয় করিতে না পারিলে চলিবে না। রাজা মন্দরের কথায়

ধনবতীও সায় দিলে পর নরবাহনদত্ত স্থির করিলেন. সেই-খানেই একদিন বিশ্রাম করিবেন।

এদিকে দূত পাঠাইয়া দেবমায়কে সংবাদ দেওয়া হইল, তিনি যেন গহ্বরের পথটি ছাড়িয়া দেন। দেবমায় বলিয়া পাঠাইলেন, "বিনা যুদ্ধে আমি গহ্বরের পথ ছাড়িব না।" যাহা হউক, পরদিন সেনাদল লইয়া নরবাহনদত্ত গহ্বরের মুখে উপস্থিত হইলে, দেবমায়ও সাজিয়া বাহির হইলেন। দেখিতে দেখিতে উভয় পক্ষে দারুণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। চণ্ডসিং দেবমায়ের সেনাপতি 'বরাহকে' বধ করিলেন। দেবমায়ের সহিত নরবাহনদত্ত ভীষণ যুদ্ধ করিতেছিলেন। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, তিনি বিদ্যাবলের সাহায্য ছাড়া শুধু সাধারণভাবে যুদ্ধ করিয়াই, মহাবীর দেবমায়কে বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন। ইহার পর দেবমায়ের সৈন্যগণ ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। নরবাহনদত্ত দেবমায়কে মুক্ত করিয়া, তাঁহার আদর যত্নের ত্রুটি করিলেন না। তাঁহার এই ভদ্র ব্যবহারে নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া দেবমায় বলিলেন—"আপনি সত্যসত্যই আমাদিগের সম্রাট্! এখন হইতে আপনার বশ হইয়া আমি আপনার বন্ধু হইলাম।"

পরদিন নরবাহনদত্ত সকলের সহিত গহ্বরে প্রবেশ করিলেন। গহ্বরের ভিতরের গভীর অন্ধকার চন্দ্রকান্তমণির আলোকে দূর হইল। গুহ্যকদিগের উৎপাত বিজয়ী তলোয়ার দেখিয়া দূরে পলায়ন করিল। তারপর আর এক বাধা। গহ্বরের পথে প্রকাণ্ড বড় বড় থাম—পথ একেবারে

তখন সেই বলবান্ হাতীটিকে স্মরণ করিবামাত্র, সে আসিয়া থামগুলিকে চূরমার করিয়া দিল—পথ পরিষ্কার হইল। এইরূপে নানা রকম বাধা বিঘ্ন ভিন্ন ভিন্ন সম্পদের সাহায্যে দূর করিয়া সকলে অগ্রসর হইলেন। ক্রমে অন্ধকার পার হইয়া তাঁহারা গহ্বরের উত্তর মুখে আসিলে, সম্মুখে কি যে সুন্দর দৃশ্য দেখিলেন—যেন নূতন আর একটি জগৎ!

এই সময়ে ধনবতী ও দেবমায় বলিলেন—"সম্রাট্! গহ্বরের এই মুখে দেবী কালরাত্রি সব সময় উপস্থিত থাকেন। পূর্ব্বে সমুদ্র মন্থনের সময় দানবেরা যখন অমৃত চুরি করিতে চাহিয়াছিল, তখন তাহাদিগকে বধ করিবার জন্য বিষ্ণু এই দেবীকে সৃষ্টি করেন। তারপর মহাদেব তাঁহাকে এই গহ্বরের উত্তর মুখে প্রহরী রাখিয়াছেন; যেন আপনার ন্যায় মহাপুরুষ ভিন্ন অন্য কেহ গহ্বর পার হইয়া অগ্রসর হইতে না পারে। অতএব এই দেবীর পূজা করিয়া তাঁহাকে তুষ্ট করুন।" একথা শুনিয়াও নরবাহনদত্ত তখনই পূজার কোনরূপ আয়োজন করিলেন না। ক্রমে সন্ধ্যা হইলে, হঠাৎ তিনি ভিন্ন তাঁহার বিশাল সেনাদলের অন্য সকলেই, যেন গভীর ঘুমের ঘোরে অজ্ঞান হইয়া পড়িল! তখন নরবাহনদত্ত বুঝিতে পারিলেন, দেবী কালরাত্রির পূজা করেন নাই বলিয়া, রাগিয়া তিনি এই কাণ্ড করিয়াছেন।

যাহা হউক, ইহার পর নরবাহনদত্ত খুব ঘটা করিয়া দেবীর স্তব স্তুতি করিলেন। কিন্তু তাহাতেও দেবী সন্তুষ্ট



দেবী কালরাত্রি ও নরবাহনদত্ত

হইলেন না দেখিয়া তিনি নিজের মাথা কাটিতে উদ্যত হইলে, পে মধুর স্বরে বলিলেন—"বৎস! ক্ষান্ত হও, আমি তুষ্ট হইয়া তোমার সৈন্যদল এখনই জ্ঞানলাভ করুক আর তুমি যুদ্ধে জয়লাভ কর।" তখন মুহূর্ত্তমধ্যে সেনাদল জাগিয়া উঠিল

পরদিন প্রাতঃকালে নরবাহনদত্ত পুনরায় কালরা· পূজা করিয়া অগ্রসর হইলে পর, মন্দরদেবের প্রধান ·· 'ধূমশিখ' বিশাল সৈন্যদলের সহিত তাঁহার পথ আগু·· দাঁড়াইল। আবার সেখানে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। কিন্তু ন· বাহনদত্ত মন্দরদেবের এতবড় প্রসিদ্ধ যোদ্ধাটিকেও অনায়াসে বন্দী করিলেন। আবার বন্দী করার পর তাহাকে পুনরায় মুক্তি দিয়া সন্তুষ্ট করিতেও বিলম্ব করিলেন না। তাঁহার এই ভদ্র ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া, ধূমশিখ তখনই তাঁহার শরণ লইল।

পরদিন প্রাতঃকালে মন্দরদেবের সহিত যুদ্ধ! একপক্ষে চণ্ডসিংহ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ যোদ্ধাগণ, অন্যপক্ষে কাঞ্চনদংষ্ট্র প্রভৃতি মন্দরদেবের সেনাপতিগণ। সে যুদ্ধে পৃথিবী কাঁপিল, পাহাড় পর্ব্বত টলমল করিয়া উঠিল। মৃত সৈন্যদের রক্তে কৈলাস পর্ব্বত একেবারে লাল! শূন্যে থাকিয়া দেবতাগণ ও দেবর্ষি নারদ যুদ্ধের তামাসা দেখিতেছিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বে কত বড় বড় দেবাসুর সংগ্রাম দেখিয়াছেন, কিন্তু এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ দেখিয়া তাঁহাদিগেরও বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

ইতিমধ্যে কাঞ্চনদংষ্ট্র ভীষণ এক গদা লইয়া চণ্ডসিংহের মাথায় দারুণ আঘাত করিল। ধনবতী যখন দেখিলেন, সেই

তাঁহার মন্ত্রিগণ, নরবাহনদত্তের দেবতার মত সৌভাগ্য ও সম্পদ দেখিয়া মনে করিলেন, চন্দ্রবংশ ধন্য হইয়া গেল।

ইহার পর কিছুকাল দেবতার মত পরমসুখে সেখানে বাস করিয়া, উদয়ন একদিন নরবাহনদত্তকে বলিলেন—"বাবা! তুমি মানুষ হইয়াও মহাদেবের কৃপায় দেবতার অধিকার পাইয়াছ, এখন তুমি এখানে সুখে বাস কর। কিন্তু বাবা! আমার মনে বৎসের প্রতি টান পড়িয়াছে, সুতরাং এখন আমি কৌশাম্বী ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করি। সুবিধামত আমাকে সংবাদ দিও, আমি আসিয়া মাঝে মাঝে তোমাকে দেখিয়া যাইব।" এইরূপে পুত্রের নিকট বিদায় লইয়া, রাজা উদয়ন সকলের সহিত কৌশাম্বী ফিরিয়া আসিলেন।

এতদিনে মহাদেবের বর ফলিল। নরবাহনদত্ত সমগ্র বিদ্যাধর রাজ্যের সম্রাট্ হইয়া মদনমঞ্চুকা প্রভৃতি রাণিগণের সহিত, পূর্ণ এক দেবকল্প কাল পরমসুখে রাজত্ব করিয়াছিলেন।